মস্‌নবি।

মীর হসন্‌ কৃত।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুরের

অনুমত্যনুসারে ও ব্যয় দ্বারা

উর্দ্দূ ভাষার গ্রন্থ হইতে

শ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদী ও গোলাম রব্বানী

এবং দুর্গানন্দ কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া

বৰ্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

শোধনপূর্ব্বক মুদ্রিত

হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮৫। ১৯ পৌষ।

মীর হসন্‌কৃত মস্‌নবির সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠ
গ্রন্থকর্ত্তার জীবনবৃত্তান্ত লেখকের মঙ্গলাচরণ ...	/০
পয়্‌গম্বরগণের স্তুতি ...	১/০
মস্‌নবি পুস্তকের প্রশংসা ...	ঐ
গ্রন্থকর্ত্তার পারিতোষিক প্রাপ্তির বিষয় ...	।০
গ্রন্থকর্ত্তার জীবন-বৃত্তান্ত ...	।/০
মীর হসন্‌কৃত মস্‌নবির মঙ্গলাচরণ ...	১
মহম্মদের স্তব ...	৫
আলির স্তব ...	৯
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ...	১১
কবিতার প্রশংসা ...	১২
শাহ্‌ আলম্‌ বাদশাহের গুণকীর্ত্তন ...	১৪
মন্ত্রী আস্‌ফদ্দওলার প্রশংসা ...	ঐ
আস্‌ফদ্দওলার নিকটে প্রার্থনা ...	২১
গ্রন্থারম্ভ ...	২৩
রাজপুত্র বেনজিরের জন্মবৃত্তান্ত ...	৩৩
উদ্যান-নির্ম্মাণ-বিবরণ ...	৪১

প্রকরণ	পৃষ্ঠ
বেনজিরের পাল্‌কী আরোহণ-বিবরণ	৫০
বেনজির স্নানাগারে স্নান করেন, তাহার বর্ণন	৫১
রাজপুত্র অট্টালিকার উপরে শয়ন করিলে, এক পরী তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার প্রসঙ্গ	৬২
রাজপুত্র অদৃশ্য হওয়ায় তাঁহার শোকে তাঁহার পিতামাতার দুঃখের কথা	৬৫
বেনজিরকে পরেস্তানে লইয়া যাওয়ার বর্ণন	৭২
কলের ঘোটকের প্রশংসা	৮০
বদ্‌রেমুনিরের উদ্যানে বেনজিরের গমন এবং বদ্‌রেমুনির তাঁহার প্রতি আসক্তা হয়, তাহার প্রসঙ্গ	৮২
বদ্‌রেমুনিরের প্রশংসা	৮৮
বদ্‌রেমুনিরের বিনান কেশের প্রশংসা	১০০
বদ্‌রেমুনিরের সহিত বেনজিরের প্রথম মিলন	১০৬
বেনজির দ্বিতীয় বার আসিয়া বদ্‌রেমুনিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাহার বর্ণন	১১৮
মাহ্‌রোখ্‌ পরী বেনজিরের গুপ্ত প্রেমের সংবাদ জ্ঞাত হয়, তাহার বৃত্তান্ত	১২৪
বদ্‌রেমুনির বিরহে ব্যাকুলা হইয়া হসন্‌ বাইকে আহ্বান করে, তাহার বৃত্তান্ত	১৩৬
বেনজিরের বিরহে বদ্‌রেমুনির যেরূপ ব্যাকুলিতা হয়, তাহার বর্ণন	১৪৮

প্রকরণ ... ... পৃষ্ঠ

বেনজিরের অদর্শনে বদ্‌রেমুনির ব্যাকুলা হয়, এবং নজ্‌মুন্নেসা তাহাকে প্রবোধ দেয়, তাহার বর্ণন ১৫১

কূপস্থিত বেনজিরকে বদ্‌রেমুনির স্বপ্নে দর্শন করে এবং নজ্‌মুন্নেসা যোগিনী হয়, তাহার বৃত্তান্ত ... ১৫৫

জেনের রাজপুত্র ফিরোজ্‌শাহ্‌ যোগিনীর প্রতি আসক্ত হয়, তাহার কথা ১৬৮

ফিরোজ্‌শাহ্‌ সভার আয়োজন করিয়া যোগিনীকে আহ্বান করে, তাহার প্রসঙ্গ ১৭৪

ফিরোজ্‌শাহ্‌ মাহ্‌রোখ পরীকে সংবাদ প্রেরণ করে, তাহার বর্ণন ১৮৭

বেনজির কূপ হইতে বহির্গত হয়েন, তাহার বর্ণন ১৯০

বেনজিরের সহিত বদ্‌রেমুনিরের মিলন এবং বদ্‌রে-মুনিরের পিতাকে বিবাহ-বিষয়ক পত্র লিখন ... ২০১

বেনজিরের সহিত বদ্‌রেমুনিরের বিবাহ এবং তাহার ঘটার বর্ণন ২১৫

বরযাত্রদিগকে মালা ও তাম্বুল বণ্টন করে, তাহার বর্ণন ২২৩

বেনজির বদ্‌রেমুনিরকে আপন বাটীতে লইয়া যান ও পিতৃমাতৃ-সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পুস্তক সম্পূর্ণ হয়, তাহার প্রসঙ্গ ২২৯

পুস্তক সমাপ্ত। ২৩৫

গ্রন্থকর্ত্তার জীবন বৃত্তান্ত লেখকের

মঙ্গলাচরণ।

জগদীশ্বরের কি স্তব করিব! তাঁহার মহিমাই তাঁহার স্তব প্রকাশ করিতেছে। তিনি আপন মহিমা দ্বারা জল, অগ্নি, মৃত্তিকা ও বায়ু, পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন এই ভুত-চতুষ্টয় একত্রীকরণ পূর্ব্বক সমুদায় জীব সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে মনুষ্যকে অতি বুদ্ধিজীবী ও শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। মনুষ্যেরা তাঁহারই কৃপায় বাক্ শক্তি পাইয়াছে এবং কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র সমস্ত পদার্থেরই গুণজ্ঞ হইয়াছে। অধিক কি কহিব, তাহারা শিক্ষা করিবার ও শিক্ষা দিবার জ্ঞান পর্য্যন্তও উত্তম রূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর তাহাদিগকে নানা ভাষা উচ্চারণের শক্তি প্রদান করিয়াছেন, এ জন্যই তাহারা অভিলষিত

ভাষা শিক্ষা করিতেছে ও অন্যকে শিক্ষা দিতেছে। অতএব তাহাদিগের উচিত যে, তাহারা সর্ব্বদাই জগদীশ্বরের স্তব করে।

ভুল না ভুল না তাঁকে ভুল না রে মন।
তোমার সৃজনকর্ত্তা নিত্য নিরঞ্জন॥
তাঁহাকে স্মরণ কর হয়্যে সাবধান।
ইহ পর কালে হবে মঙ্গল বিধান॥
তিনিই উদ্ধারকর্ত্তা জানিবে নিশ্চয়।
তিনিই কেবল বন্ধু জানিবে হৃদয়!॥
যখন বিপদ্ কাল হইবে তোমার।
তিনি ভিন্ন কার সাধ্য করিতে উদ্ধার॥
সংসারের প্রতি প্রেম করো না রে মনে।
কেবল নিযুক্ত হও তাঁহার স্মরণে॥
যত দিন নিজ বশে এ রসনা রয়।
যত দিন বাক্ শক্তি লোপ নাহি হয়॥
তত দিন তাঁর স্তব কর বার বার।
ইহা ভিন্ন শুভ কর্ম্ম কিছু নাহি আর॥
আর কারো স্তব যদি করিবারে চাও।
তবে মহম্মদ গুণ ভক্তি ভাবে গাও॥

যত পয়গম্বর আছেন, সকলেই জগদীশ্বরের প্রিয়-পাত্র; তাঁহাদিগের স্তুতি ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিশেষত, মহম্মদ ও আলির স্তব করা অত্যাবশ্যক, কারণ তাঁহারা উভয়েই পথভ্রান্তি-বিমোচন করিয়া আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়াছেন, তাহাতেই আমরা অনায়াসে ধর্ম্মপথ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমাদিগের পর লোকে স্বর্গ প্রাপ্তি বিষয়েও প্রত্যাশা আছে।

কিছুই ভরসা কারো নাহি করি-আর।
তাঁদের ভরসা মাত্র করিয়াছি সার॥
নবি আর আলি এই দুই মহাজন।
করেছেন আমাদের নিয়ম স্থাপন॥
তাঁহারাই আমাদের পথের দর্শক।
তাঁহারাই আমাদের ধর্ম্মের রক্ষক॥
ইহ পর লোকে করি তাঁহাদের আশ।
তাঁরাই আমার প্রভু আমি হই দাস॥
তাঁহাদের স্তব আর কুলের বর্ণন।
সন্ধ্যা আর প্রাতে করি তাহাই কীর্ত্তন॥

এই মস্‌নবি পুস্তকে বর্ণিত বিষয় সকল ইন্দ্রজালের ন্যায় মোহকারী; ইহার প্রত্যেক কবিতাই বিজ্ঞ-

লোকের মনোহরণে সম্মোহন মন্ত্র স্বরূপ। উত্তম দ্রব্য যে সকলেরই মনোনীত হয়, এ কথা যথার্থ। ইহার প্রশংসা যত করা যায়, তাহাই সম্ভব; যেহেতু ইহাতে যেন সুমিষ্ট ভাবের নদী প্রবাহিত হইয়াছে। যদি ইহার কোন কবিতায় ভ্রমপ্রমাদ বা রচনার কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা ধর্ত্তব্য কি নিন্দা করিবার যোগ্য নহে; কারণ যাহাতে গুণের আধিক্য থাকে, তাহার অল্প দোষ গণনীয় নহে; এই নিমিত্তে সুবিজ্ঞ মীমাংসকগণ তাহা অগ্রাহ্য করেন। কোন কবি কহিয়াছেন যে,

যেমন কবিতা হোক দোষহীন নয়।
যে হেতু অঙ্গুলি সব সমান না হয়॥

এই পুস্তক শ্রবণ করিয়া নওয়াব্ আস্‌ফদ্দওলা গাঠরী হইতে ব্যবহারীয় দোশালা বাহির করাইয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে পারিতোষিক দিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও গ্রন্থকর্ত্তার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু মনোরথ পূর্ণ না হওয়াতে উল্লাস জন্মে নাই, ইহাতে তাঁহার অদৃষ্টেরই দোষ স্বীকার করিতে হইবে। তাঁ-হার মস্‌নবি পুস্তক অতি উপাদেয় বস্তু এবং তদ্-গ্রহণ কর্ত্তা নওয়াব্ আস্‌ফদ্দওলাও স্বভাবত অতি-

শয় দাতা ও মহৎ, তথাপি গ্রন্থকর্ত্তা যে আপন আশা-নুরূপ পরিতৃপ্ত না হইয়া ক্ষতি বোধ করিলেন, ইহাতে তাঁহার ভাগ্যের দোষ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থকর্ত্তার জীবন বৃত্তান্ত।

এই মস্‌নবি রচয়িতার নাম মীর হসন্, ইনি সৈয়দ্ বংশজাত, মীর গোলাম হোসেনের পুত্র, ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা হেরাৎ নগরে বাস করিতেন, পরে দুর্ভাগ্য বশত উক্ত নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরাতন দিল্লীতে আ-সিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই স্থানে ইহাঁর জন্ম হয়, এবং সেই স্থানেই ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, ইহাঁর পিতামহ অত্যন্ত বিদ্বান্ ছিলেন; কিন্তু ইহাঁর পিতা তদ্রূপ বিদ্বান্ ছিলেন না; তিনি কেবল পারস্য ভাষা উত্তম রূপে জানিতেন; আমি তাঁহার মুখে পারস্য ভাষায় রচিত পদ্য-সকল শুনিয়াছি। উপ-হাস-বিষয়ক কবিতা রচনায় তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল; তিনি গজল্ রচনা করা ত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং অত্যন্ত পরিহাসকারী ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতিশয় বলবান্ ছিল; তিনি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম্ম কদাচ

করিতেন না; সর্ব্বদাই হরিৎবর্ণ উষ্ণীষ ও অল্প ঘেরের জামা পরিধান করিতেন; তাঁহার শ্মশ্রু অতি দীর্ঘ কি অতি হ্রস্ব ছিল না; এবং ওষ্ঠলোমের (গোঁপের) অগ্রভাগ ছাটা থাকিত। তাঁহার অবয়ব মধ্যমাকৃতি ও শ্যামবর্ণ ছিল।

মীর হসন্ শ্মশ্রু ধারণ করিতেন না, তাঁহার জামা ও নিমা, তাঁহার পিতার জামা ও নিমার ন্যায় ছিল; তিনি হিন্দুস্থানীদিগের ন্যায় উষ্ণীষ বন্ধন করিতেন; তাঁহার আকার দীর্ঘ ও বর্ণ শ্যামল ছিল; তিনি অত্যন্ত আমোদী, মিষ্টভাষী, ধীরপ্রকৃতি ও সকলের সহিত সৌহার্দ্দকারী ছিলেন; তিনি উপহাস-বিষয়ক কবিতা রচনা করিতেন না। কেহ তাঁহার নিন্দা করিত না এবং তাঁহার প্রতি বিরক্তও হইত না। বাল্যাবধি তাঁহার কবিতা রচনা করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা এবং অতিশয় মেধা ছিল; তিনি বাল্যকালে দিল্লীতে খাজা মীর দর্দ্দের সন্নিধানে পদ্য রচনা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

দিল্লী-রাজ্য বিশৃঙ্খল হইলে পর, মীর হসন্ অনুপায় হইয়া আপন পিতার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ গমন পূর্ব্বক ফয়জাবাদে বাস করেন, এবং তথাকার নওয়াব্ সালার্-জঙ্গ বহাদুরের সংসারে কর্ম্ম স্বীকার পূর্ব্বক মের্জা

নওয়াজেশ্ আলি খাঁ বাহাদুর সয়দারজঙ্গের পারিষদ্ হইলেন। মের্জা নওয়াজেশ্ আলি, সালার্জঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র; তাঁহার কবিতায় বিশেষ অনুরাগ ও কবীশ্বরদিগের সঙ্গে প্রণয় ছিল; তিনি মীর হসন্কে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া আপন পারিষদ্ করিয়াছিলেন। মীর হসন্ আর্বিতে বিদ্বান্ ছিলেন না, কেবল পারস্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং কখন কখন ঐ ভাষায় উত্তম উত্তম কবিতা রচনা করিতেন, কিন্তু উর্দ্দু ভাষায় কবিতা রচনা করিতে অত্যন্ত পটু ছিলেন। ঐ দেশে তিনি মীর জেয়াউদ্দিনের নিকটে কবিতা রচনার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। মীর জেয়াউদ্দিন্, মের্জা রফিয়স্‌সওদা ও মীর তকি, ইহাঁরা সকলে সমকালিক বিদ্বান্ ছিলেন। মীর হসন্ মীর জেয়াউদ্দিনের অজ্ঞাতসারে মের্জা রফিয়স্‌সওদার নিকটেও শিক্ষা করিতেন, ইহা আমার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলত মীর হসন্ এক জন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন, এবং গজল্, রোবায়ী, মস্‌নবি, মর্সিয়া প্রভৃতি রচনায় অতি পারদর্শী ছিলেন; কসিদা ভিন্ন আর আর সকল প্রকার রচনাতেই তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল; যথার্থই তিনি পদ্য রচনার সার্থকতা লাভ করিয়াছি-

লেন; তাঁহার রচনার রীতি অতিশয় উৎকৃষ্ট। তাঁহার সহিত আমার আন্তরিক প্রণয় ছিল, কখনই আমাদিগের অপ্রণয় হয় নাই; কারণ এই যে, আমিও ঐ সংসারে থাকিয়া উক্ত নওয়াব্-পুত্রের পারিষদ্ ছিলাম এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত এক স্থানে কাল যাপন করিয়াছি। আমাদিগের সর্ব্বদাই গজল্ রচনার আলোচনা ও পদ্য রচনার চর্চ্চা হইত। আমি তাঁহার নিকটে কবিতা রচনা শিক্ষা করি নাই। কিন্তু নওয়াব্ আলি এব্রাহিম খাঁ আপন পুস্তকে যে এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, আমি মীর হসনের নিকটে রচনা শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু তিনি তদন্ত না জানিয়াই তাহা লিখিয়াছেন। যদি তাহা সত্য হইত, তবে তাঁহার ঐ রূপ লেখায় কোন হানি ছিল না। আমি মীর হয়দর্ আলি হয়রানের ছাত্র। তিনি যে মীর হসন্ অপেক্ষা কবিতা রচনায় বিদ্বান্ ছিলেন না, ইহা আমি অবশ্য স্বীকার করি; কিন্তু আমি যখন আপন শিক্ষক অপেক্ষা মীর হসেনের কবিত্ব শক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিতেছি, তখন আমি মীর হসনের ছাত্র হইলে অবশ্য তাহা স্বীকার করিতাম; রীতি এই যে, মনুষ্য এক ব্যক্তির সন্নিধানে

শিক্ষা করিয়া অন্য ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা দেয়, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু মিথ্যা কথা স্বীকার করা যায় না, আর সত্য কথাও অস্বীকার করা যায় না।

অনন্তর গ্রহ-প্রযুক্ত মীর হসনের নিকট হইতে আমাকে অন্তর হইতে হইল; আমি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় হিজ্‌রি ১১৯৯ সালে মেরজা জওয়াঁবখ্‌তের সংসারে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, পরে তাঁহার সঙ্গে বারাণসীতে আগমন করিলাম। হিজ্‌রি ১২০০ সালে জেল্‌হেজ্জা মাসের শেষে সেই সুবিজ্ঞ মীর হসনের মৃত্যু রোগ উপস্থিত হইলে তিনি ১২০১ সালের আরম্ভে মহর্‌রমের প্রথম দিনে এই অনিত্য সংসার হইতে পর লোক গমন করিলেন। লক্ষ্ণৌ নগরে মুফ্‌তিগঞ্জের মধ্যে মের্‌জা কাসেম্ আলি খাঁ বাহাদুরের উদ্যানের পশ্চাৎ দিকে তাঁহার মৃত দেহ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইয়াছে। আমি প্রার্থনা করি জগদীশ্বর তাঁহাকে স্বর্গ প্রদান করুন।

যে জন সেখান হৈতে এসেছে হেথায়।
নিশ্চয় সে এক দিন যাইবে তথায়॥
যেখানে থাকুক কিন্তু শেষের বাসরে।
অবশ্য থাকিতে হবে মাটির ভিতরে॥

বিকলে দিও না জীব আপন জীবন।
জেগে আর ঘুঁমাও না হয়্যে অচেতন॥
কত দিন জন্য তুমি এসেছ এ ভবে।
কত দিন তব দেহে এ জীবন রবে॥
যাহাতে সুখ্যাতি রয় সংসার ভিতরে।
কর তুমি সেই কর্ম্ম এই অবসরে॥

সুখ্যাতি এক অতি আশ্চর্য্য পদার্থ। এই সুখ্যাতি দ্বারা, পুস্তক দ্বারা এবং পুত্র দ্বারা সংসার মধ্যে মনু-ষ্যের নাম বিদ্যমান থাকে। সেই ভাগ্যবান্ মীর হসন্, পুস্তক ও পুত্র এই দুই রাখিয়া সংসার লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কৃপায় অদ্যাপি তাঁহার চারি পুত্র জীবিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে তিন জন কবি, তাঁহারা ফয়জাবাদেই থাকিয়া দাসত্ব কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার প্রথম পুত্র মীর মস্তহসন্ খলিক্ ও দ্বিতীয় পুত্র মীর মহসন্ মহসন্ তখল্লস্, আসফদ্দওলার জননী বউ বেগমের জামাতা মের্জা তকির পারিষদ্। এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র মীর আহসন্ খোল্ক তখল্লস্, নাজির দারাব্ আলি খাঁয়ের নিকটে আছেন; ইনি আর ঐ তাঁহার প্রথম পুত্র খলিক্, ইহাঁরা দুই জনে

পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ইহাঁরা উভয়ে আপন পিতার ন্যায় কবিতা রচনা করিতে পারেন; কিন্তু মস্‌হফি নামক এক ব্যক্তি তাঁহার প্রথম পুত্র খলিকের কবিতা সংশোধন করেন। জগদীশ্বর ইহাঁদিগের উভয়কে জীবিত রাখুন!

হিজ্‌রি ১২১৮ ইংরাজি ১৮০৩ সালে লার্ড মার্কুইস্ ওয়েলেস্‌লি গবর্ণর্ বাহাদুরের কর্ত্তৃত্ব-সময়ে হিন্দী বিদ্যালয়ের উর্দ্দু ভাষা শিক্ষক জান্ গেল্‌গেরস্ত সাহেব বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে অধীন কর্ত্তৃক এই কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিত হইয়া এই মস্‌নবির প্রথমে সন্নিবেশিত হইল।

মীর হসন্ কৃত মস্‌নবি।

মঙ্গলাচরণ।

লিখিতেছি অগ্রে আমি ঈশ্বরের নাম।
প্রথমে লেখনী যাঁকে করিছে প্রণাম॥
নত শিরে এ লেখনী বলে বার বার।
তোমার সমান প্রভু কেহ নাহি আর॥
পুনর্ব্বার ভক্তি ভাবে বলিছে এখন।
ওহে নাথ জগদীশ নিত্য নিরঞ্জন॥
তব সম হয় নাই হইবার নয়।
এক মাত্র অদ্বিতীয় তুমি দয়াময়॥
পূজনীয় বস্তু তুমি সাধনের ধন।
ক্ষমাশীল নাই আর তোমার মতন॥
তোমার স্তবের পথে করিতে প্রবেশ।
নত শিরে প্রণিপাত করি পরমেশ॥

ঈশ্বর পরম বস্তু অসার সংসারে।
লেখনী তাঁহার স্তব লিখিতে না পারে॥
সকলের ধর্ম্ম তিনি নাহিক সংশয়।
সকল দেহের প্রাণ তিনিই নিশ্চয়॥
জীব ময় উপবন এই ধরাতল।
তাঁহার করুণা জলে স্বভাবে উজ্জ্বল॥
যদিও যথার্থ বটে চিন্তা নাহি তাঁর।
কিন্তু আছে এ সংসার পালনের ভার॥
কারো প্রতি কেহ নাহি করে কৃপা দান।
তাঁর কৃপা হৈলে হয় সবে কৃপাবান্॥
যদিও সংসার বটে বহু বস্তু ময়।
কিন্তু দেখ তিনি ভিন্ন কেহ কারো নয়॥
মরিলে সম্বন্ধ থাকে তাঁহার সহিত।
সকলেই তাঁর কাছে হবে উপস্থিত॥
কেহ কিম্বা কারো কর্ম্ম না রবে ভুবনে।
সকলের কর্ত্তা তিনি জীবন মরণে॥
আঠার হাজার জীব তাঁহারি সকল।
অন্তরে বাহিরে তাঁর তিনিই কেবল॥
যে কিছু পদার্থ হয় নয়ন গোচর।
সকলের পূর্ব্ব তিনি সব তাঁর পর॥

চির কাল বিদ্যমান আছেন নিশ্চয়।
চির কাল থাকিবেন, নাহি তাঁর ক্ষয়॥
নিশ্চয় তাঁহারি মক্কা তাঁরি দেবালয়।
নরক কি সুর লোক তাঁরি সমুদয়॥
কারো স্বর্গ প্রাপ্তি হয় তাঁহার ইচ্ছায়।
তাঁহার ইচ্ছায় কেহ নরকেতে যায়॥
ইহ আর পর লোকে তিনিই ঈশ্বর।
সকলি তাঁহার রাজ্য বিশ্ব চরাচর॥
দীন হয় ভাগ্যবান্ তাঁহার কৃপায়।
তাঁহার কৃপায় দুঃখী মহানন্দ পায়॥
তাঁহার কৃপায় সবে করে দরশন।
সকলেই পালিতেছে তাঁহার বচন॥
সর্ব্বত্র তাঁহার জ্যোতি শোভে মনোহর।
সে জ্যোতির এক বিন্দু ইন্দু দিবাকর॥
তাঁহা ভিন্ন কোন বস্তু নাই কোন স্থলে।
কিন্তু তিনি বস্তু নন আছেন সকলে॥
রত্ন প্রস্তরেতে আছে রূপ চমৎকার।
তাহাই যে তাঁর জ্যোতি নহে এ প্রকার॥
কিন্তু দেখ যাবতীয় রূপের উপরে।
তাঁহার সুন্দর জ্যোতি অতি শোভা করে॥

প্রকাশ্য বিষয়ে তিনি নন প্রকাশিত।
প্রকাশ্য বিষয় নয় তাঁহার অতীত ॥
প্রণিধান করো যদি দেখ এক বার।
তিনিই সকল বস্তু কিছু নাই আর ॥
একই উদ্যানে তিনি অদ্বিতীয় ফুল।
তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করে জীব কুল ॥
সে পুষ্পের গন্ধ যোগে গোলাবে সুবাস।
নদীর উপরে বিম্ব হতেছে প্রকাশ ॥
ভাবের তরঙ্গ তায় উঠিতেছে কত।
ভেসে যেন্ যেও না হে হয়ো জ্ঞান হত ॥
বলিবার কথা ইহা কোন মতে নয়।
বুঝিবার কথা ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
যদ্যপি লেখনী ধরে সহস্র রসনা।
তবু না লিখিতে পারে তাঁহার বর্ণনা ॥
দেবতাগণের জিহ্বা অশক্ত যথায়।
কি করিবে লেখনীর রসনা তথায় ॥
কে পারে তাঁহার স্তুতি করিতে বর্ণন।
বিনতি প্রণতি মাত্র কেবল লিখন ॥
তিনিই বিশ্বের কর্ত্তা তাঁরি ত্রিভুবন।
বাক্য মাত্রে হইয়াছে সকল সৃজন ॥

আমাদের প্রতি তিনি হয়ে দয়াবান্।
বুদ্ধি আর বিবেচনা করেছেন দান॥
আমাদের দেহ দেখ অতি সুশোভন।
মৃত্তিকার যোগে ইহা করেন সৃজন॥
সেই বিভু আমাদের মঙ্গল কারণ।
করেছেন পয়্‌গম্বরে এখানে প্রেরণ॥
অসি আর এমাম্‌কে করিয়া সৃজন।
করেছেন আমাদের মঙ্গল সাধন॥
তাঁহারা সংসার মধ্যে হইয়া উদয়।
করেছেন পৃথিবীকে সুনিয়ম ময়॥
আমাদের প্রতি তাঁরা হয়ে কৃপাবান্।
দিয়াছেন সাংসারিক ভাল মন্দ জ্ঞান॥
দেখাইয়াছেন তাঁরা সরল সুপথ।
সে পথে করিলে গতি সিদ্ধ মনোরথ॥
নবির আদেশ হয় সরল উপায়।
সে পথে করিলে গতি স্বর্গ পাওয়া যায়॥

মহম্মদের স্তব।

ঈশ্বর প্রেরিত তিনি নবি নাম যাঁর।
পয়্‌গম্বর-নদী মধ্যে তিনি কর্ণধার॥

দেখ্যে বিদ্যা হীন বল্যে হৈত অনুভব।
কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎ জানিতেন সব॥
বিনা লিপি যোগে তাঁর আদেশে কেবল।
সংসারের কার্য্য যত চলিত সকল॥
তাঁর আজ্ঞা প্রকাশিত হইলে বিশেষ।
পুরাতন পাঁজি হলো পূর্ব্বের আদেশ॥
প্রতিমূর্ত্তি পূজা করা উঠাইয়া দিয়া।
প্রচলিত করিলেন যাবনিক ক্রিয়া॥
পয়্গম্বর পতি তাঁকে করিয়া পরেশ।
অদ্বিতীয় পয়্গম্বর করিলেন শেষ॥
করিয়াছিলেন তাঁকে যতনে নির্ম্মাণ।
স্নেহ করিতেন সদা বন্ধুর সমান॥
তাঁহার মানের কথা বলিতে বিস্তর।
দাঁড়াইয়া থাকে অগ্রে কত পয়্গম্বর॥
ঈশা পয়্গম্বর তাঁর বস্ত্রের ভবনে।
করেন দর্জ্জির কার্য্য অধিক যতনে॥
তুর্ নামে পর্ব্বতের আলো চমৎকার।
আলোকের কর্ম্ম সেই করিছে তাঁহার॥
এব্রাহিম নাম ধারী পয়্গম্বর যেই।
কুসুম কাননে তাঁর মালাকার সেই॥

সোলেমান্ তুল্য কত মুদ্রা ধারী নর।
তাঁহার নিকট আছে হয়্যে অনুচর॥
খেজর হইয়া সদা তাঁর অনুগত।
উদক রক্ষার কর্ম্ম করেন নিয়ত॥
লৌহ ময় জামা কারী দাউদের মত।
তাঁহার নিকটে তারা আছে কত শত॥
মহম্মদ সমযোগ্য কেহ নাই আর।
হয় নাই হইবে না তেমন প্রকার॥
না হয় তাঁহার ছায়া ভূমিতে প্রচার।
যে হেতু দ্বিতীয় তাঁর কেহ নাহি আর॥
এই জন্য ছায়া শূন্য তাঁর কলেবর।
সেই ছায়া হইয়াছে কাবার চাদর॥
এ হেতু সে ছায়াপাত না হয় ধরায়্।
তেজোময় হয়্যে তাঁর অঙ্গে শোভা পায়॥
সহজে তাঁহার ছায়া নির্ম্মল এমন।
কখনই নয়নের নহে দরশন॥
সে পুষ্পের চারু ছায়া নহে অনুভব।
কিন্তু জান এই কথা সকলি সম্ভব॥
তাঁর দেহ দেহ নয় জানিবে নির্ষাস।
ঈশ্বরের মহিমায় পুষ্পের সুবাস॥

ছাড়িতে না চাহে ছায়া তাঁর কলেবর।
ভক্তি ভাবে পদতলে আছে নিরন্তর॥
কি বলিব সেই ছায়া যথায় তথায়।
আপনার ছায়া পাত করিতে না চায়॥
দেখিতে পাইয়া তাঁর সুচারু চরণ।
দেখিতে না চায় আর অন্যের বদন॥
ভূতলে তাঁহার ছায়া হবে কি প্রকাশ।
ব্যাপিয়ে রয়েছে তাহা সকল আকাশ॥
তাঁর ছায়া না থাকার অপর প্রমাণ।
উত্তম বুঝেছি আমি কর প্রণিধান॥
বাড়িবে নেত্রের জ্যোতি সে চারু ছায়ায়।
এই বিবেচনা করে লোক সমুদায়॥
সে ছায়া পতিত হৈতে না দিয়া ধরায়।
যতনে রাখিল তাহা নয়ন তারায়॥
কৃষ্ণ বর্ণ হলো তাই যত তারা গণে।
অদ্যাপি ফিরিছে ছায়া নয়নে নয়নে॥
নতুবা কোথায় ছিল এমন নয়ন।
সে জ্যোতির জ্যোতিতেই উজ্জ্বল ভুবন॥
না হইত সেই ছায়া নয়ন গোচর।
ছিল তাহা ফেরেস্তার হৃদয় ভিতর॥

আলি ভিন্ন কেহ আর তাঁর তুল্য নাই।
আলি তাঁর প্রতি নিধি প্রিয় পাত্র ভাই॥
নবিতেই পয়্গম্বরী একে বারে শেষ।
আলিতেই সাঙ্গ হল্যো বিজ্ঞতা বিশেষ॥

আলির স্তব।

ইহ পর কালে আলি সকলের গতি।
প্রভুর ঘরের প্রভু সেই মহামতি॥
নবি আর ঈশ্বরের গুপ্ত ভাব সব।
আলির সে সমুদয় আছে অনুভব॥
গুপ্ত কিম্বা প্রকাশিত যতেক বিষয়।
বিদিত আছেন আলি তাহা সমুদয়॥
এই আলি এক জন ঈশ্বরের খাস।
ইনিইত তত্ত্ব পথ করেন প্রকাশ॥
ইনিই মহম্মদের পিতৃব্য-সন্তান।
বতুলের স্বামী ইনি শাহ্মর্দান্॥
শত্রুতা করিয়া যাহা বলুক অপরে।
আলির সমান কেহ নাহি চরাচরে॥
বচনে বলিব কত শক্তি নাহি হয়।
নবিতে আলিতে জান অভেদ হৃদয়॥

যে প্রকার লেখনীর দুই জিহ্বা রয় ।
নবি আলি দুই জনে তেমনি নিশ্চয় ॥
আলির যে শত্রু সেই যাইবে রৌরবে ।
আলির বান্ধব সুখে স্বর্গবাসী হবে ॥
নবি আলি দুই আর ফতেমা হসন্ ।
অপর হোসেন্ নামা সেই পাঁচ জন ॥
ইহ পর কালে তাঁরা মঙ্গল আধার ।
তাঁহাদিগে বার বার করি নমস্কার ॥
পাপে মহাপাপে তাঁরা বিরত হৃদয় ।
পর কালে কিছু নাই বিচারের ভয় ॥
রসুলের সুমাহাত্ম্য প্রকাশ ধরায় ।
শ্রেষ্ঠ হল্যো তাঁর কুল অন্য অপেক্ষায় ॥
নমস্কার করিতেছি তাঁর বন্ধু গণে ।
অতিশয় শ্রেষ্ঠ তাঁরা অখিল ভুবনে ॥
তাঁদিগে ধার্ম্মিক বল্যে জানেন ঈশ্বর ।
ইহ পর কালে তাঁরা সুখের আকর ॥
প্রসন্ন তাঁদের প্রতি পরম ঈশ্বর ।
রসুল তাঁদের প্রতি সন্তোষ অন্তর ॥
সদত প্রসন্ন আলি তাঁহাদের প্রতি ।
বতুল তাঁদের প্রতি সুসন্তোষ মতি ॥

তাঁহাদিগে ভক্তি করা অবশ্য উচিত।
যেহেতু নবির তাঁরা ভক্ত সুনিশ্চিত॥

ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর রসুলের রাখিতে সম্মান।
আলির গৌরবে তুমি হও কৃপাবান্॥
রসুলের বন্ধুদের গৌরব কারণ।
বতুলের গৌরবের করিতে বর্দ্ধন॥
এ সব কারণে তাহা কর হে গ্রহণ।
ভক্তি ভাবে আমি যাহা করি নিবেদন॥
এই দাস অতি দোষী শুন হে ঈশ্বর।
আপন দোষের ভারে হয়েছে কাতর॥
ক্ষমা কর সেই দোষ অখিলের ধাতা।
তুমি নাথ ক্ষমাশীল অতিশয় দাতা॥
যত দিন কলেবরে থাকে এই প্রাণ।
তোমার প্রণয় মদ করি যেন পান॥
তোমার প্রণয় ভিন্ন অন্য কিছু নয়।
আর কিছু না থাকুক তাই যেন রয়॥
যদ্যপি লইতে হয় চিন্তার আশ্রয়।
নবির বংশের চিন্তা মনে যেন হয়॥

দেখো দেখো দেখো নাথ সে চিন্তা ব্যতীত।
আর যেন কোন চিন্তা হয় না উদিত ॥
হসনের অনুরোধে পরম ঈশ্বর।
এই কর হই যেন সন্তোষ অন্তর ॥
পরিপূর্ণ কর মোর বাঞ্ছা সমুদয়।
কারো কাছে কিছু যেন চাহিতে না হয় ॥
সর্ব্বদা অরোগী যেন থাকে কলেবর।
সর্ব্বদা আমাকে সুখে রাখ হে ঈশ্বর ॥
সন্তোষেতে থাকে যেন পরিবার সব।
সন্তোষেতে থাকে যেন সকল বান্ধব ॥
যেই জন করিছেন আমাকে পালন।
নিয়ত তাঁহারে দয়া কর নিরঞ্জন ॥
জীবন যাপন যেন মানে মানে হয়।
বন্ধুদের কাছে যেন সমাদর রয় ॥
ইহ পর কালে যেন নাহি পাই ক্লেশ।
নবির গৌরবে ইহা কর পরমেশ ॥

কবিতার প্রশংসা।

কবিতা মদিরা সাকি দাও হে আমায়।
কবিতার দ্বার যাতে মুক্ত হয়ে যায় ॥

কবিতা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই আর।
করি যেন কবিতার চিন্তা বার বার॥
বিজ্ঞ জনে কবিতার করে অন্বেষণ।
কবিতার গুণে হয় নামের বর্দ্ধন॥
উত্তম লোকেতে করে কবিতার মান।
তাহাতেই তার নাম থাকে বিদ্যমান॥
সুখ্যাতি সঞ্চয় প্রতি আছে যার মন।
কবিতার সমাদর করে সেই জন॥
পূর্ব্বের লোকের যত যশ শুনা যায়।
লেখনী সংযোগে তাহা আছে কবিতায়॥
কোথায় রোস্তম আর গেও বা কোথায়।
আফ্‌রাসিয়াব্ আর নাহিত ধরায়॥
তাঁহাদের উপাখ্যান স্বপ্নের সমান।
নানা কবিতায় তাহা আছে বিদ্যমান॥
বিজ্ঞ গণ হয়্যে অতি প্রফুল্ল হৃদয়।
মূল্য দিয়া সেই রত্ন করিছেন ক্রয়॥
পদ্য পুস্তকেতে সদা পূর্ণ এ বাজার।
যাবতীয় কবি গণ গ্রাহক তাহার॥
যত দিন তার চর্চ্চা থাকে হে ঈশ্বর।
তত দিন থাকে যেন গুণবোদ্ধা নর॥

শাহ আলম্ বাদ্শাহের গুণকীর্ত্তন।

শাহ্ আলি গোহর্ যিনি প্রতাপে প্রখর।
নমস্কার করে যাঁরে সূর্য্য শশধর॥
তাঁহার জ্যোতিতে সবে সহর্ষ অন্তর।
এ সংসার মণ্ডলের তিনি দিবাকর॥
চির জীবী হৌন তাঁর পুত্র জাহাঁদার।
তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতি এ চন্দ্রে বিস্তার॥
চন্দ্রের সমান ইনি তিনি দিবাকর।
প্রদীপ্ত নক্ষত্র যেন আছে মন্ত্রিবর॥

মন্ত্রী আস্ফদ্দওলার প্রশংসা।

প্রবল প্রতাপশালী নওয়াব্ প্রধান।
আস্ফদ্দওলা যাঁর আছে অভিধান॥
সুমন্ত্রী সুবিচারক বিখ্যাত ভুবনে।
রাজ্যের উন্নতি বাঞ্ছা সদা তাঁর মনে॥
সমুদায় অধিকার সুবিচার ময়।
দীন দুঃখী সকলেই প্রফুল্ল হৃদয়॥
পিপীলিকা দেখে হস্তী করে পলায়ন।
শিষ্ট জনে করিতেছে দুষ্টের দমন॥

সকলের সুবিচার করেন নিশ্চয়।
ভয়ে কেহ কারো প্রতি আসক্ত না হয়॥
যদি না থাকিত তাঁর শাসনের ত্রাস।
ব্যাঘ্র আর ছাগেতে কি হইত সম্ভাষ॥
নির্ব্বাণ করিতে দীপ চোর যদি চায়।
বায়ু তারে দণ্ডিবারে ধর্য়ে লয়্যে যায়॥
দীপ্ত দীপ আজ্ঞা যদি না পায় তাঁহার।
পতঙ্গে করিতে দগ্ধ সাধ্য নাই তার॥
আপনি পতঙ্গ যদি আইসে তথায়।
ফানুষের মধ্যে দীপ লুকাইতে চায়॥
তবু পতঙ্গের পাখা হইলে দহন।
কাঁচি দিয়া করে তার মস্তক ছেদন॥
ঈশ্বর কৃপায় তিনি বিচারে নিপুণ।
অন্যে আর কে পাইবে সে প্রকার গুণ॥
দৌরাত্ম্য তাঁহার হাতে করিছে রোদন।
সংসারের অত্যাচার করেছে শয়ন॥
নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে সবে নিদ্রা যায়।
রোদন করিছে শুয়ে চোর সমুদায়॥
তাঁহার নামের রবে সংসার ভিতরে।
অস্থিরতা নাই আর কাহারো অন্তরে॥

যদ্যপি করিতে চাহি দানের বর্ণন।
লেখনী কাগজে করে মুক্তা বরিষণ॥
করুণা কটাক্ষ পাত যে দিকেতে হয়।
সে দিকে কাহারো আর দীনতা না রয়॥
এক দিবসের ক্ষুদ্র দানের ব্যাখ্যান।
করেছেন শাত শত দোশালা প্রদান॥
ইহা ভিন্ন আরো আছে এ প্রকার দান।
শুনিলে বাহির হয় হাতেমের প্রাণ॥
অনাবৃষ্টি উপস্থিত হল্যে এক বার।
ছুর্ভিক্ষে করিল সেই দেশ অধিকার॥
দরিদ্রদিগের প্রাণ হল্যো ওষ্ঠাগত।
যাচ্ঞা করিয়া ফেরে অযাচক যত॥
তাহা নিরখিয়ে তিনি হয়্যে কৃপাবান্।
ধর্ম্ম পথে বহু ধন করিলেন দান॥
নগরে বাজারে আজ্ঞা করেন প্রচার।
সকলেতে এই চিন্তা কর পরিহার॥
যে কোন প্রকারে হৌক বাঁচুক সংসার।
মনে মনে এ প্রকার করিয়া বিচার॥
এক দিনে লক্ষ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা চয়।
করিলেন সম্প্রদান নিজ রাজ্য ময়॥

উপস্থিত হল্যে দেশে এই দুঃঘটন।
যত্নে করিলেন রক্ষা প্রজার জীবন॥
ফকীরদিগের ভাগ্য হইল এমন।
একে একে ধনবান্ হল্যো সর্ব্ব জন॥
দরিদ্রের দাও শব্দ রহিল না আর।
সকলের মনে হৈল আনন্দ অপার॥
তাঁহার দানের জল না হৈলে মিলিত।
স্বাতির সলিলে নহে মুক্তা সম্ভাবিত॥
যে সকল কর্ম্ম তিনি করেন প্রচার।
তাহাতেই সংসারে হয় উপকার॥
আফ্‌লাতুনের ন্যায় শিল্পীর প্রধান।
আরস্তুর তুল্য তিনি সাধু বুদ্ধিমান্॥
এ সকল গুণে তুষ্ট হয়্যে পরমেশ।
দিয়াছেন তাঁরে সেই ঐশ্বর্য্য অশেষ॥
তাঁহার প্রবল বল করিতে প্রচার।
রোস্তমের তুল্য হয় লেখনী আমার॥
স্বহস্ত তুলেন ক্রোধে যাহার উপরে।
মৃত্যু এসে তার প্রাণ অবিলম্বে হরে॥
যদ্যপি তাঁহার বল প্রকাশিত হয়।
অমনি বিদীর্ণ হয় লৌহের হৃদয়॥

করবাল সঞ্চালিত হয় যদি রণে।
শত্রু সব মরে গেছে দেখে সর্ব্ব জনে॥
যদি কোন শত্রু তথা ছেড়ে লজ্জা ভয়।
সে সময় সে অস্ত্রের সম্মুখস্থ হয়॥
ছিন্ন মুণ্ড হয়্যে তবে পড়ে এ প্রকার।
মৃত্যুও তাহার দুঃখে কাঁদে বার বার॥
করবালে আঘাতিত হইলে পর্ব্বত।
ছেদিত হইয়া যায় সাবুনের মত॥
তাঁর রাগ দেখ্যে রাগ ভয়ে কম্পবান্।
তাঁর দর্পে সাহসের ভীত হয় প্রাণ॥
হেন বল সত্ত্বে তাঁর ধৈর্য্য শোভা পায়।
বিনয়ের নদী যেন বহিতেছে তায়॥
শিল্প আদি যত বিদ্যা বিশ্বে দৃশ্য হয়।
বিদিত আছেন তিনি তাহা সমুদয়॥
মিষ্ট ভাষী মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ সুকবি বিদ্বান্।
পৃথিবীর মধ্যে নাই তাঁহার সমান॥
রচনার রীতি তিনি জানেন এমন।
অন্যে বুঝা ভার তাঁর সহজ বচন॥
সমস্ত বিষয়ে তিনি সাধু বিচক্ষণ।
কহেন সকল কথা নূতন নূতন॥

কৌতুক করিতে আর করিতে ভ্রমণ।
নিয়তই হয় তাঁর প্রফুল্লিত মন॥
মৃগয়ার বাঞ্ছা কেন না হইবে মনে।
বীরের কর্ম্মই ইহা জানে সর্ব্ব জনে॥
বীরের সহিত কর্ম্ম বীরের বিহিত।
ব্যাঘ্রের বীরত্ব যেন ব্যাঘ্রের সহিত॥
রাজার মৃগয়া করা সদত সম্ভব।
রাজলক্ষ্য হৈতে বাঞ্ছা করে পশু সব॥
স্বাধীন রয়েছে বটে বনে পশু গণ।
নওয়াবের প্রেমে তারা বদ্ধ অনুক্ষণ॥
অতি বলবান্ আর দাতা যেই জন।
সে জন রাখিবে হাতে অস্ত্র আর ধন॥
অতিশয় দাতা তিনি অতি বলবান্।
তাঁর হাতে এই দুই আছে বিদ্যমান॥
মৃগয়া করিতে ইচ্ছা না হইলে তাঁর।
হিংস্র জন্তু হৈতে রক্ষা হইত বা কার।
ছোট বড় কেহ আর বাঁচিত না তবে।
ব্যাঘ্র আর তরক্ষুর ভক্ষ্য হৈত সবে॥
মনুষ্যের প্রতি তিনি অতি কৃপাবান্।
নির্ভয়ে রয়েছে তাই সকলের প্রাণ॥

মৃগয়ার স্থল যথা করেন স্থাপন।
সন্ধ্যায় প্রভাতে তথা এসে পশু গণ ॥
তাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ মৃগ সমুদায়।
শীকারের থলি মধ্যে শীঘ্র যেতে চায় ॥
শীকার করিতে যদি চান জলচরে।
আপনি প্রবেশে মীন জালের ভিতরে ॥
জেনে শুনে দেয় প্রাণ যতেক মকর।
যেহেতু আসিয়া পড়ে চড়ার উপর ॥
শুশুক নদীর জলে হয় যে বাহির।
তাহাতে অপর কিছু না করিহ স্থির ॥
রাজলক্ষ্য হইবার বাঞ্ছা করি মনে।
আহ্লাদেতে লম্ফ দিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥
ভূচর খেচর যত আছে এই ভবে ॥
তাঁর হাতে লক্ষ্য হৈতে বাঞ্ছা করে সবে ॥
এই চিন্তা সর্ব্বদাই করে ব্যাঘ্র গণ।
আমাদিগে তিনি যেন করেন বন্ধন ॥
মহিষেরা দাঁড়াইয়া হয় ঊর্দ্ধশির।
প্রাণ দিব বল্যে সবে সহজে অস্থির ॥
তাঁহার সংবাদ শুনে চলে মা গণ্ডার।
ধীরে ধীরে হস্তী করে চরণ সঞ্চার ॥

গণ্ডারের হয় যদি অপর মনন।
তাঁর অগ্রে ঢাল ফেলে করে পলায়ন॥
অধীনতা ছেড়ে যদি করী চল্যে যায়।
তখনি সে অন্ধ হয় দেখিতে না পায়॥
অধীনতা করিতেছে হস্তী সমুদয়।
প্রণয়ের মদে মত্ত তাদের হৃদয়॥
তাঁরি জন্য হয়্যে আছে পর্ব্বত মতন।
ধীরে ধীরে ফেলিতেছে আপন চরণ॥
পৃষ্ঠেতে আম্মারি লয়্যে করিয়া বহন।
কৃতার্থ হইব বল্যে করিছে মনন॥
তাঁর জন্য পশুদের এই ব্যবহার।
মনুষ্যের কথা তবে কি বলিব আর॥
তাঁর সহ সহবাসে ইচ্ছা নাই কার।
কি করিবে সেই জন ভাগ্য নাহি যার॥

আস্‌ফন্দওলার নিকটে প্রার্থনা।

ফেরেস্তার তুল্য তুমি মান্য এ ভুবনে।
বঞ্চিত রয়েছি আমি তোমার চরণে॥
বুদ্ধি কিম্বা প্রযত্নের ত্রুটি নাই তায়।
ভাগ্যেতে পৃথক করে্য রেখেছে আমায়॥

এক্ষণে আমার বুদ্ধি খুলে দিল কাণ।
তোমার কৃপায় হল্যো এ প্রকার জ্ঞান॥
অভিনব গল্প এক করিয়া রচন।
ভাব রূপ মণি তায় করেছি গ্রন্থন॥
এনেছি নিকটে আমি দিতে উপহার।
গ্রহণে সার্থক কর প্রার্থনা আমার॥
আলির মর্য্যাদা হেতু হইয়া সদয়।
আমার যতেক দোষ ক্ষম সমুদয়॥
তোমার মর্য্যাদা আর অতুল্য সম্মান।
নবির কৃপায় সদা থাকুক সমান॥
সুখেতে থাকুন যত তোমার বান্ধব।
ভ্রষ্ট হয়্যে দুঃখে যেন ভ্রমে শত্রু সব॥
অতঃপর হইতেছে গল্পের বর্ণন।
মনোযোগ কর্য্যে তাহা কর হে শ্রবণ॥

মস্‌নবি।

গ্রন্থারম্ভ।

কোন নগরেতে এক ছিলেন নৃপতি।
ভূপাল প্রধান তিনি অতি মহামতি॥
ধন মান দর্প তাঁর ছিল অতিশয়।
কত সৈন্য ছিল তার সখ্যা নাহি হয়॥
সদা থাকিতেন তিনি প্রফুল্ল অন্তর।
অনেক ভূপতি তাঁরে অর্পিতেন কর॥
খতা ও খতন্‌ নামে প্রধান নগর।
সেখান হইতে তিনি লইতেন কর॥
যে জন দেখিত এসে তাঁর সেনা গণ।
তখনি বলিত সেই এ রূপ বচন॥
নৃপতির সেনা গণে পারিবে না কেউ।
সেনা গণ ঠিক্ যেন সমুদ্রের ঢেউ॥
ভূপতির অশ্বশালা বর্ণন না হয়।
সকল অশ্বের খুর ছিল স্বর্ণময়॥
নগরের চারি দিকে দুষ্ট ছিল যত।
রাজার চরণে তারা সবে অবনত॥

স্বচ্ছন্দ সকল প্রজা সদা শঙ্কা হীন।
না ছিল চুরির ভয় নাহি ছিল দীন ॥
এ রূপ আশ্চর্য্য ময় ছিল সে নগর।
স্বর্গ তুল্য সর্ব্ব স্থান অতি মনোহর ॥
বিচিত্র নগর শোভা করো্য দরশন।
ঈশ্বরের সুমহিমা হইত স্মরণ ॥
সুবিমল সর্ব্ব স্থান ইষ্টক নির্ম্মিত।
কোন কোন স্থানে ছিল প্রস্তর মণ্ডিত ॥
নগরের ভূমি ছিল হরিত বরণ।
সন্ধ্যায় প্রভাতে দেখো্য জুড়াত নয়ন ॥
হউজ্ নহরি ঝর্ণা স্থানে স্থানে কূপ।
সুনির্ম্মল জল তায় অতি অপরূপ ॥
স্থানে স্থানে অট্টালিকা ছিল মনোহর।
অতি পরিষ্কার আর অতি উচ্চতর ॥
দরশন কালে হৈত নয়নের ভয়।
দৃষ্টিযোগে যদি ইহা মলা যুক্ত হয় ॥
একরূপ প্রকাণ্ড ছিল নগর তাঁহার।
তার পরিমাণ আমি কি বর্ণিব আর ॥
এস্ফেহান্ নগরের তুল্য পরিমাণ।
অর্দ্ধেক পৃথিবী যেন ছিল সেই স্থান ॥

দোকানিরা শিল্প কর্ম্মে অতি বিচক্ষণ।
নানা বিধ লোক তথা ছিল অগণন॥
ছোট বড় পথ যত পরিষ্কার সব।
ফুলের কেয়ারি যেন হৈত অনুভব॥
চকের বাজার ছিল অতি সুশোভিত।
দেখিলে অমনি হৈত মানস মোহিত॥
দোকানের ভিত দ্বার অতি সুশোভন।
দরশনে অনিমিষ হইত নয়ন॥
তাঁহার দুর্গের কথা বলিব বা কত।
উচ্চ দেখে নত শির হয়েছে পর্ব্বত॥
সুদীপ্ত আলোক ময় ভূপালের বাটী।
সর্ব্বদা আমোদ পূর্ণ অতি পরিপাটি॥
ভূপালের কৃপা হেতু পুরবাসী গণ।
করিতেছে নিজ নিজ আনন্দ বর্দ্ধন॥
উপবনে গতায়াত সদা রঙ্গ রাগ।
লালাফুল ভিন্ন কারো হৃদে নাই দাগ॥
নগরে দরিদ্র এসে হৈত ধনবান্।
দানশীল রাজা আর চমৎকার স্থান॥
কেহ কভু দেখে নাই দীন হীন জনে।
সকলেই ধনবান্ নৃপতির ধনে॥

ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁর বলা নাহি যায়।
দেখে তাঁর রাজধানী স্বর্গ লজ্জা পায়॥
বিদ্বানের সঙ্গে তাঁর ছিল সহবাস।
সর্ব্বদা সুজন লয়্যে হইত উল্লাস॥
সহস্র সহস্র দাস সুন্দর আকার।
সেবা করিবার জন্য ছিল সে রাজার॥
কটি বদ্ধ হয়্যে সেই দাস সমুদায়।
নিয়ত নিযুক্ত ছিল তাঁহার সেবায়॥
কোন বিষয়ের চিন্তা ছিল না তাঁহার।
কেবল ভাবনা ছিল হল্যো না কুমার॥
এই মাত্র দুঃখ ছিল তাঁহার অন্তরে।
কুলের প্রদীপ পুত্র জন্মিল না ঘরে॥
এ কি তাঁর মন্দ ভাগ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার।
তেমন আলোক মধ্যে ছিল অন্ধকার॥
এক দিন মহীপাল ডাকি মন্ত্রী গণে।
কহেন মনের দুঃখ অধিক যতনে॥
রাজ্য ধন লয়্যে আমি কি করিব আর।
সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা হত্যেছে আমার॥
সন্ন্যাসী না হয়্যে এবে উপায় কি আর।
সিংহাসন অধিকারী হল্যো না আমার॥

আমার যৌবন কাল ক্রমে হল্যো হ্রাস।
প্রাচীন সময় আসি হইল প্রকাশ॥
বিফলে হইল গত যৌবন সময়।
যৌবনের যাওয়া নয় আয়ু হল্যো ক্ষয়॥
কর্য্যেছি অনেক শ্রম রাজ্যের কারণ।
সংসার চিন্তায় কত কর্য্যেছি যতন॥
হায় একি মন্দ বুদ্ধি বৃথা সমুদায়।
পর কাল ভুলিলাম সংসার চিন্তায়॥
ইহা শুনি নিবেদন করে মন্ত্রী সবে।
মহারাজ তব দুঃখ কখন না রবে॥
সংসারে থাকিয়া কর সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
রিক্ত হস্তে তথা যাওয়া নহে ভাল কর্ম্ম॥
রাজ্য ভোগ কর আর ধর্ম্মে হও রত।
ইহ পর কালে হবে সুখ্যাতি সদত॥
বুদ্ধিমান জন সদা করে এই ভয়।
আমাকে সকলে যেন এ রূপ না কয়॥
"ভূমিতলে ভাল কর্ম্ম করেছ বা কত।
আকাশে যাইতে তুমি হয়েছ উদ্যত॥"
সে পারত্রিকের ক্ষেত্র হয় এ সংসার।
সন্ন্যাসী হইয়া তাহা কর্য্যো না সংহার॥

এ ক্ষেত্রে সেচন কর তপস্যার জল।
পর কালে সেখানেতে পাবে তার ফল ॥
এই এক কথা তুমি স্মরণ রাখিবে।
দান আর সুবিচার সর্ব্বদা করিবে ॥
এ রূপ উত্তম কর্ম্ম হল্যে সমাধান।
পর কালে তাহাতেই পাবে পরিত্রাণ ॥
সন্তানের জন্য চিন্তা আছে যে তোমার।
আমরা করিব সবে উপায় তাহার ॥
অবশ্য হইবে তব সুন্দর তনয়।
বৃথা সুসময় কেন করিতেছ ক্ষয় ॥
নিরাশার কথা আর বল্যো না এমন।
কোরাণে লিখিত আছে ঈশ্বর বচন ॥
"নিশ্চয় জানিকে ইহা লোক সমুদায়।
নিরাশ হবে না কেহ আমার কৃপায় ॥"
আমরা জ্যোতিষদিগে ডাকাই এখনি।
কপালে কি আছে তাহা দেখ নৃপমণি ॥
এ রূপ আশ্বাস বাক্য বল্যে নরবরে।
জ্যোতিষদিগকে পত্র পাঠায় সত্বরে ॥
রম্মাল জ্যোতিষ আর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
জ্যোতিষ বিদ্যায় যাঁরা অতি বিচক্ষণ ॥

তাঁহাদিগে ডাকাইয়া সঙ্গে লয়্যে পরে।
মন্ত্রী গণ গেল সবে ভূপাল গোচরে॥
রাজভাগ্য সুপ্রসন্ন হউক বলিয়ে।
আশিস্ করেন তাঁরা দু হাত তুলিয়ে॥
আশীর্ব্বাদ প্রণিপাত হল্যে সমাপন।
ভূপতি তাঁদের প্রতি বলনে তখন॥
জ্যোতিষ পণ্ডিত গণ শুন হে বচন।
তোমাদের নিকটেতে আছে প্রয়োজন॥
নিজ নিজ গ্রন্থ সবে প্রকাশিত কর।
প্রশ্ন এক করিতেছি লেখ হে উত্তর॥
দেখ দেখি ভাগ্যে মম আছে কি বিধান।
হবে কি না হবে কোন রাণীর সন্তান॥
রম্মালেরা এই কথা করিয়া শ্রবণ।
ভূমিতলে অঙ্কপাত করিল তখন॥
হবে কি না হবে পুত্র ইহা ভাবি মনে।
তক্তার উপরে পাশা ফেলিল যতনে॥
দেখিল পাশায় শুভ ফলের উদয়।
তাহা দেখ্যে হল্যো তারা সন্তোষ হৃদয়॥
ঐক্য বাক্য হয়্যে সবে বলিল তখন।
হইবে তোমার পুত্র শুন হে রাজন্॥

বহুবিধ তর্ক কর্য়ে দেখিলাম সবে।
হর্ষের সহিত তব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে॥
রম্মালের পুঁথি খুল্যে দেখিলাম সার্।
প্রত্যেক অক্ষরে হয় হর্ষের ব্যাপার॥
আমাদের এই কথা জানিবে নিশ্চয়।
তোমার হইবে এক সুন্দর তনয়॥
তোমাদের দম্পতির ভাগ্য ফলবান্।
মিলনের মদ্য তুমি সুখে কর পান॥
উত্তর করিল পরে জ্যোতিষ সকল।
আমরাও নিজ গ্রন্থে দেখিলাম ফল॥
মন্দ দিন গত হয়্যে গেছে সমুদয়।
শনির কু অধিকার হইয়াছে ক্ষয়॥
ভাগ্য বলে শুভ গ্রহ হয়্যেছে উদয়।
কিছু দিন মধ্যে হবে হর্ষের সময়॥
পণ্ডিত গণেতে পরে করেন বিচার।
অঙ্গুলির মধ্যদেশ গণি বার বার॥
ভূপতির জন্ম পত্রী করি দরশন।
বৃশ্চিক তুলাকে দেখি বলেন তখন॥
রামজীর দয়া আছে তোমার উপরে।
চন্দ্রের সমান পুত্র হবে তব ঘরে॥

ভূপ তব বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে সত্বর।
পঞ্চমেতে এসেছেন গ্রহ দিবাকর॥
প্রকাশ হত্যেছে এবে হর্ষের বচন।
না হয় সন্তোষ তবে না হই ব্রাহ্মণ॥
প্রসন্ন হয়েছে এবে কপাল তোমার।
সপ্তমেতে হইয়াছে গুরুর সঞ্চার॥
অবশ্য জন্মিবে তব সুন্দর কুমার।
আমাদের গ্রন্থে দেয় এই সমাচার॥
কিন্তু আছে ঈশ্বরের অন্য অভিপ্রায়।
অমঙ্গল দেখি কিছু শুভ ঘটনায়॥
সন্তান হইবে কিন্তু কি বলিব আর।
দ্বাদশ বর্ষেতে আছে ভয়ের ব্যাপার॥
শিশু যেন নাহি উঠে হর্ম্ম্যের উপর।
উচ্চতর স্থানে আছে আশঙ্কা বিস্তর॥
দেখ্যো কেন বারো বর্ষ বাহির না হয়।
ঘরের ভিতরে যেন সেই চন্দ্র রয়॥
এই কথা শুনে রাজা বলিলেন পরে।
শঙ্কা আছে কি না বল প্রাণের উপরে॥
বলিলেন বিজ্ঞ গণ প্রাণে নাই ভয়।
বিদেশ ভ্রমণ তাঁর ঘটিবে নিশ্চয়॥

কোন পরী প্রেমাসক্তা হবে তাঁর প্রতি।
অপর নারীর প্রতি হবে তাঁর মতি ॥
আমাদের গ্রন্থে দেয় এই সমাচার।
কাহারো কারণে ক্লেশ ঘটিবে তাঁহার ॥
কিছু সুখ কিছু দুঃখ হইল রাজার।
এ সংসার সুখ দুঃখ দুয়ের ব্যাপার ॥
রাজা বলিলেন তাহে সাধ্য কিছু নাই।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা হইবে তাহাই ॥
এই বল্যে অন্তঃপুরে গেলেন ভূপতি।
পণ্ডিত গণেও পরে করিলেন গতি ॥
ঈশ্বরের প্রতি ছিল রাজার বিশ্বাস।
চাহিতেন তাঁর কাছে নিজ অভিলাষ ॥
মস্‌জিদে নিজে দীপ দিতেন ভূপতি।
সদা করিতেন তিনি ঈশ্বরে প্রণতি ॥
অভীষ্ট সিদ্ধির পথ করিয়ে সন্ধান।
তাঁরে ধ্যান কর্য্যে পরে পেলেন সন্তান ॥
ঈশ্বরের কৃপামেঘ বর্ষিল যখন।
রাজার বাঞ্ছার ক্ষেত্র ফলিল তখন ॥
সেই বর্ষে শুন এক কৌতুক ব্যাপার।
রাজমহিষীর হল্যো গর্ব্ভের সঞ্চার ॥

রাজার মনেতে ছিল দুঃখ শোক যাহা।
হর্ষের সহিত হল্যো পরিবর্ত্ত তাহা॥
—অহে সাকি! মদ্যপান করাও যতনে।
বেহালা সেতার দেখ্‌ বাজে কোন্‌ ক্ষণে॥
আরম্ভ করিব আমি আহ্লাদের গান।
উত্তম নক্ষত্র এক হবে অধিষ্ঠান॥

রাজপুত্র বেনজিরের জন্ম বৃত্তান্ত।

পরে যবে গত হয়্যে গেল নয় মাস।
রাজ ঘরে হল্যো এক সন্তান প্রকাশ॥
জন্মিল রাজার পুত্র পরম সুন্দর।
যাঁকে দেখ্যে চন্দ্র সূর্য্য হয়েন কাতর॥
কি কব রূপের শোভা অতি সুবিমল।
সে শোভা দেখিলে হয় নয়ন বিহ্বল॥
অতিশয় মনোহর শিশুর শরীর।
রাজা রাখিলেন তাঁর নাম বেনজির॥
দাস আর খোজা গণ আসিয়া তখন।
উপহার দিয়া নৃপে বলিল বচন॥
মহারাজ হল্যো তব আহ্লাদ সঞ্চার।
সিংহাসন অধিকারী জন্মিল তোমার॥

সেকন্দর্ তুল্য দেখি শিশুর লক্ষণ।
প্রবল প্রতাপ হবে দারার মতন ॥
হইবে ইহাঁর সব দেশ অধিকার।
চীনের ভূপাল হবে সেবক ইহাঁর ॥
এই কথা শুনে রাজা হয়্যে হর্ষ মন।
পাতিলেন নমাজের বিচিত্র আসন ॥
লক্ষ লক্ষ প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরে।
এ প্রকার স্তুতি বাক্য বলিলেন পরে ॥
অনায়াসে তুমি কৃপা কর কৃপাময়।
তোমার নিকটে কেহ নিরাশ না হয় ॥
এই রূপে ঈশ্বরের করি উপাসনা।
করিতে হর্ষের সভা হইল বাসনা ॥
দাস আর খোজাদের লয়্যে উপহার।
তাদিকে জরীর বস্ত্র দেন পুরস্কার ॥
এ রূপ বচন রাজা বলিলেন পরে।
তোমরা সকলে তবে যাও হে সত্বরে ॥
ভৃত্যদিগে বল গিয়ে এ রূপ বচন।
আহ্লাদের সমাজের করে আয়োজন ॥
নকীবদিগকে ডাকি বলিলেন ভূপ।
নওবৎখানায় গিয়ে বল এই রূপ ॥

আহ্লাদের নওবৎ সকলে বাজায়।
এ সংবাদে সুখী হৌক লোক সমুদায়॥
নওবৎওয়ালারা পেয়ে্য সমাচার।
স্থানে স্থানে করে সবে শোভার বিস্তার॥
জরীর কাপড় যত শোভা যার নানা।
তাহা দিয়ে সাজাইল নওবৎখানা॥
নিজ নিজ নওবৎ মুড়িয়া বনাতে।
তাহাতে উত্তাপ দিয়ে লাগিল বাজাতে॥
বাজিতে লাগিল বাদ্য অতি মনোহর।
সেই শব্দে চারি দিক্ ব্যাপিল সত্বর॥
সেখানে হর্ষের বাদ্য বাজিল যখন।
নগরের লোক সব আইল তখন॥
শানাইওয়ালা সবে বসি দলে দলে।
নিজ নিজ যন্ত্র লয়্যে সাজায় সকলে॥
পুরস্কার বস্ত্র লয়্যে বাঁধি শিরে পাগ।
বাজায় মঙ্গল গীত করে্য অনুরাগ॥
ধরিল শানাই অতি সুমধুর সুর।
সুন্দর আড়ানা বাজে শুনিতে মধুর॥
টিকোরার বাদ্যে আর শানায়ের ধুনে।
মোহিত হইল সব শ্রোতা গণ শুনে॥

তুরি আর কর্ণা দুয়ে বাজিল মধুর।
জিল্ আর খরজেতে প্রকাশিল স্বর॥
করতাল তাহাদের সুবাদ্য শুনিয়া।
করতালি দিয়ে যেন উঠিল বাজিয়া॥
রাজার হইল পুত্র শুনিয়া শ্রবণে।
নূতন আহ্লাদ যুক্ত হল্যো সর্ব্ব জনে॥
পুরীর ভিতর হৈতে বিচার আলয়।
এক বারে হয়্যে গেল লোকারণ্য ময়॥
উপহার লয়্যে গেল যতেক উজীর।
পাইল টাকার তোড়া অনেক ফকীর॥
মহীপাল বাড়াইতে সন্তানের নাম।
দিলেন ধার্ম্মিকদিগে বহুবিধ গ্রাম॥
ধনীদিগে ভূমি দেন করিয়া নিষ্কর।
সৈন্যদিগে ধনরত্ন দিলেন বিস্তর॥
মাণিক্য হীরক রত্ন দেন মন্ত্রী গণে।
পরিধান বস্ত্র দেন নিজ দাস জনে॥
খোজা গণ বস্ত্র দান পায় মনোমত।
পাইল ঘোটক দান পদাতিক যত॥
মহীপাল মনোমধ্যে হয়্যে আহ্লাদিত।
করিলেন বিতরণ ধন যথোচিত॥

এক টাকা পাইবার যোগ্য যেই জন।
তাহাকে সহস্র টাকা দিলেন তখন॥
ভাঁড় আর ভিক্ষুকেরা হয়্যে উপস্থিত।
আশীর্ব্বাদ করে সবে হর্ষের সহিত॥
গায়ক গায়িকা এলো দেশে ছিল যত।
নর্ত্তক নর্ত্তকীদের নাম লিখি কত॥
উত্তম গায়ক আর ভাল বাদ্যকর।
সকলে একত্র হল্যো যত গুণী নর॥
দেশের এ রূপ লোক মিলে দলে দলে।
গান বাদ্য নৃত্য সবে করে কুতূহলে॥
কানুন রোবাব বীণ বাজিল সুস্বরে।
আমোদের ঝর্ণা যেন বহিল নগরে॥
বাজিল মৃদঙ্গ বাদ্য মনোহর ধ্বনি।
চঙ্গের সুন্দর শব্দ উঠিল অমনি॥
কামচা সারঙ্গ বাদ্য করি সুশোভন।
বাদ্যকরে করে তার সুরের মিলন॥
মুরচঙ্গ যন্ত্র লয়্যে মোম্ দিল তারে।
তানপুরা মিলাইল যন্ত্র সহকারে॥
সেতারাকে পরিষ্কার করিয়া সত্বর।
বাজাতে লাগিল বাদ্য অতি মনোহর॥

বীণার বাদ্যের ধ্বনি উঠিল গগণে।
শূন্যে তার প্রতি ধ্বনি হল্যো ক্ষণে ক্ষণে॥
আহ্লাদের শয্যা পাতা ছিল সেই স্থলে।
নাচিতে লাগিল তথা নর্ত্তকী সকলে॥
পরিধান করি সবে জরীর বসন।
যুগল চরণে দিয়ে ঘুঙ্গুর ভূষণ॥
ক্ষণে আগে ক্ষণে পিছে নেচে নেচে যায়।
হৃদয়েতে হস্ত দিয়ে ভঙ্গি করে তায়॥
কাণে শোভে কাণবালা অতি পরিষ্কার।
নাচিতে নাকের নথ দোলে বার বার॥
করিয়া নর্ত্তকীগণ চরণ চালন।
মানুষের মন যেন করিল মর্দ্দন॥
কখন বিস্তার করি যুগল নয়ন।
সকল লোকের প্রতি করে নিরীক্ষণ॥
কখন আপন ছবি নাচিয়া দেখায়।
কখন কাঁচলি ঢেকে গুপ্ত করে কায়॥
নবরত্ন বাজু কারো করে ঝলমল।
নথে শোভা পায় কারো বদন মণ্ডল॥
তাহাদের মুখ জ্যোতি অতি সুশোভন।
রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর দশনে মঞ্জন॥

দন্তে আর ওষ্ঠে কিবা শোভা দৃষ্ট হয়।
সন্ধ্যা আর ঊষা যেন হয়্যেছে উদয়॥
সূর্য্যের সমান দীপ্ত তাদের বদন।
তাহা দেখ্যে স্বভাবত স্থির নহে মন॥
পরিষ্কার গলদেশ শোভা অতিশয়।
শিরার শোভায় মন মুগ্ধ হয়্যে রয়॥
কখন পশ্চাৎ দিকে ফিরায় বদন।
গোপনে গোপনে কভু করে দরশন॥
কখন চাদরে ঢাকে বদন মণ্ডল।
যেহেতু না দেখ্যে মন হইবে চঞ্চল॥
সুনিপুণা কোন নারী সঙ্গীত বিদ্যায়।
পরমলু নাচে আর ব্রহ্মযোগ গায়॥
ডেরগৎ নেচে কেহ চালায়্যে চরণ।
মর্দ্দন করিছে যেন যুবকের মন॥
কেহ কেহ দায়েরায় পরন্ বাজায়।
ডিম্‌ডিমি লয়্যে কেহ ক্ষমতা দেখায়॥
কিন্তু তারা নানারূপে হর্য্যে লয় মন।
সকলে মোহিত করে নূতন নূতন॥
কখন রাখিয়া তাল আপন চরণে।
আঘাত করিছে যেন সমুদায় জনে॥

কোন স্থানে ধুরপত কোথাও সঙ্গীত।
কোথাও খেঁয়াল টপ্‌পা হয় যথোচিত॥
কোন স্থানে ভাঁড় যত করে কত কাচ।
কোন স্থানে হইতেছে কাশ্‌মিরী নাচ॥
কোন স্থানে দলে দলে মন্দিরা বাজায়।
কোন স্থানে পখরাজ বাজায়্যে বেড়ায়॥
কোন স্থানে দলে দলে গলে বাঁধি ঢোল।
একত্রেতে নেচে নেচে করিতেছে গোল॥
পুরীর মধ্যেও হল্যো অত্যন্ত উৎসব।
ধন্যবাদ আশীর্ব্বাদ এই মাত্র রব॥
সেখানেও আমোদের ঘটা যথোচিত।
নর্ত্তকীগণের নিত্য হয় নৃত্য গীত॥
ছয় দিনাবধি সবে আনন্দ অধীন।
শবরাৎ রাত্রি ছিল য়ীদ ছিল দিন॥
মেঘের মধ্যেতে থাকি চন্দ্র বাড়ে যথা।
অন্তঃপুরে থেক্যে শিশু বাড়িতেছে তথা॥
বর্ষগতে বর্ষবৃদ্ধি হইল যখন।
আনন্দে প্রফুল্ল হল্যো সকলের মন॥
যখন চতুর্থ বর্ষ হল্যো বয়োমাত্র।
তখন হইল ত্যাগ স্তনদুগ্ধ পান॥

প্রথমেতে হয়েছিল ঘটা যে প্রকার।
সে দিনে তেমনি হল্যো হর্ষের ব্যাপার ॥
সেই সব বাই আর সেই রাগ রঙ্গ।
বরঞ্চ দ্বিগুণ হল্যো হর্ষের তরঙ্গ ॥
পা পা করে্য হর্ষে শিশু, বেড়ায় যখন।
তখন হল্যেন রাজা আহ্লাদিত মন ॥
পৃথিবীতে সন্তানের নামের কারণে।
দিলেন বিমুক্ত করে্য ক্রীত দাস গণে ॥

উদ্যান নির্ম্মাণ বিবরণ।

আমাকে করাও সাকি লাল মদ্য পান।
করিবে আমার মন উদ্যান নির্ম্মাণ ॥
—এরূপ উদ্যান রাজা করিলেন পরে।
যাহা দেখ্যে লালাফুল হৃদে দাগ ধরে ॥
তায় শোভে অট্টালিকা পরিষ্কার দ্বার।
চন্দ্রাতপ যোগে তার শোভা চমৎকার ॥
চিক আর যবনিকা হেন শোভা পায়।
শোভা যেন যোড় হাতে রয়েছে তথায় ॥
কোথাও উপরে চিক ঝুলে নানা মত।
সোপান পর্য্যন্ত পড়ে যবনিকা যত ॥

যতেক জরীর ডুরি হেন শোভা পায়।
চন্দ্রও তাহার শোভা দেখিবারে চায়॥
নয়নের জাল যেন চিক ছিল দ্বারে।
তাহাতে পড়িলে দৃষ্টি ফিরিতে না পারে॥
সুবর্ণ চিত্রিত ছিল ছাত সমুদয়।
দ্বার আর ভিত তার ছিল চিত্রময়॥
সে ভিতের চারি ভিতে দর্পণ দেওয়ায়।
চতুর্গুণ শোভা যেন হয়েছিল তায়॥
মখ্‌মলের শয্যা ছিল এমন চিক্কণ।
চলিতে ত্রাসিত হৈত লোভের চরণ॥
দিবা নিশি গন্ধ দ্রব্য জ্বলিছে তথায়।
নাসিকার অতিশয় তৃপ্তি হয় তায়॥
রত্নময় খাট ছিল হর্ম্ম্যের ভিতরে।
সদত সুন্দররূপে ঝলমল করে॥
ভূমে তার প্রতিবিম্ব হেন সুশোভন।
নক্ষত্রগণের শোভা আকাশে যেমন॥
ভূমির বর্ণনা আমি কি করিব আর।
চন্দনের খণ্ড ছিল ভূভাগ তাহার॥
মর্ম্মর্ প্রস্তর ময় জলের লহরী।
চারি দিকে জল তার বহিছে সুন্দর॥

ধারে ধারে ঝাউ গাছ শোভা চমৎকার।
সেও আর বিহি বৃক্ষ দূরে দূরে তার॥
আঙ্গুরের মঞ্চ শোভা কি করি বর্ণন।
সেই দিকে চেয়্যে থাকে মদ্যপায়ী গণ॥
বায়ুযোগে পুষ্প সব লহ লহ করে।
সহজেই সে উদ্যান চারু শোভা ধরে॥
তৃণের সুন্দর বর্ণ পান্নার মতন।
কেয়ারির ধার ছিল প্রস্তরে শোভন॥
সে তৃণের প্রতিবিম্বে তাহার পাষাণ।
পান্নার সমান যেন হয় অনুমান॥
পুষ্পবনে পরিপূর্ণ ছিল উপবন।
পুষ্পবনে পুষ্পপূর্ণ সুন্দর শোভন॥
কোন স্থানে নরগেস্ গোলাপের ফুল।
কোন স্থানে ফুটে আছে যত বেল ফুল॥
কোন স্থানে রায়বেল কোথাও মতিয়া।
চামেলি মোগরা ফুল রয়্যেছে ফুটিয়া॥
রজনিগন্ধের শিখা যথায় তথায়।
কোথাও মদনবাণ অতি শোভা পায়॥
কোন স্থানে গুল্ লালা আর লালা যত।
সময়ানুসারে সবে শোভা পায় কত॥

কোথাও জাফরি গেঁদা ফুটেছে উদ্যানে।
নিশিতে দাউদি ফুল শোভে কোন স্থানে॥
জ্যোৎস্না যোগে পুষ্প সব বিচিত্র শোভন।
কোন কোন শুক্ল পুষ্প চন্দ্রের মতন॥
চম্পকের ঝাড় সব ঝাউ বৃক্ষ মত।
দেখিলে বলিতে তুমি সুগন্ধ পর্ব্বত॥
কোন স্থানে বেল আর পীত বর্ণ জাতি।
তাহাতেই পুষ্প বন পীত বর্ণ ভাতি॥
চারি দিগে লহরের জল বহিয়াছে।
ডাকিছে কুমরি পাখী বস্যে ঝাউ গাছে॥
লহরের ধারে ঝুলে যত পুষ্প গণ।
পরস্পরে করে যেন বদন চুম্বন॥
ঝুকে ঝুকে পড়ে ফুল কেয়ারি উপরে।
নেশার ব্যাপারি যেন উদ্যান ভিতরে॥
কোদাল করিয়া হাতে মালিনী সকলে।
উপবন দেখ্যে তারা ভ্রমে দলে দলে॥
কোন কোন স্থানে করে বীজের বপন।
কোথাও চীণের চাপা করিছে স্থাপন॥
পরস্পর পরস্পরে আশ্রয় করিয়া।
যতেক বৃক্ষের শাখা আছে দাঁড়াইয়া॥

মদ্যপায়ী গণ তথা মদেতে মাঁতিয়া।
পরস্পরে থাকে সবে কাঁধে হাত দিয়া॥
লহরের জলে দেখ্যে আপন শরীর।
ঝাউ বৃক্ষ ঢুলিতেছে হইয়া অস্থির॥
উদ্যানের চারি দিকে ভ্রমে সমীরণ।
নাসিকার মধ্যে করে সুগন্ধ প্রেরণ॥
কর্‌করা কাজ্‌ পাখী লহরের জলে।
রয়্যেছে সঙ্গেতে লয়্যে মুর্‌গাবির দলে॥
হংস আর কর্‌করা সুখে শব্দ করে।
শিখী আর বক ডাকে প্রাচীর উপরে॥
পুষ্পের অনলে যেন জ্বলে পুষ্পবন।
উদ্যান সুগন্ধ ময় বায়ুর কারণ॥
বকুলের কদ্‌লীর ছায়া এ প্রকার।
নাম নিলে হয় নেত্রে নিদ্রার সঞ্চার॥
যখন তথায় হয় বায়ুর গমন।
চারি দিকে হয় কত পুষ্পের পতন॥
বুল্‌বুলি পাখী বস্যে পুষ্পের উপরে।
প্রেমের আলাপ করে সুখে পরস্পরে॥
বৃক্ষ গণ পত্র রূপ নিজ পত্র দলে।
শুকের পাঠের জন্য খুলেছে সকলে॥

দাসী আর মগ্‌লানীরা পরিয়া ভূষণ।
চারি দিকে শোভা করো্যে করিছে ভ্রমণ॥
দাসী আর সখীদের জনতা অশেষ।
পুরি মধ্যে পরিহাস হত্যেছে বিশেষ॥
সর্ব্বদা উত্তম বস্ত্র করো্যে পরিধান।
রাজার পুত্রের কাছে করে অবস্থান॥
চন্দ্রমুখী দাসী যত মনোহর দেহ।
কাহারো চামেলি নাম রায়বেল কেহ॥
শগুফা কাহারো নাম কেহ কামরূপ।
চিৎলগন্ কেহ আর কেহ সাম্‌রূপ॥
কেহ বা কেতকী আর কেহ বা গোলাব্।
কেহ মহর্‌তন্ আর কেহ মহতাব্॥
কেহ বা সেউতী আর কেহ হাঁসমুখ।
কেহ দেল্‌লগন্ আর কেহ বা তন্‌সুখ॥
এ দিকে ও দিকে করি গমনাগমন।
যৌবনের গর্ব্বে সবে করিছে ভ্রমণ॥
কোথাও অঙ্গুল ধ্বনি আর করতালি।
কোথাও হাস্যের রব আর গালাগালি॥
কোথাও সাজায়্যে দল বস্যে আছে সবে।
কোন স্থানে কহে কথা ওরে হেঁরে রবে॥

চরণের মল কেহ বাজায়্যে বেড়ায়।
আহা আহা অরে বোল্যে কোন দাসী ধায়॥
গোখরু দেখায় কেহ গোটার উপরে।
সূত্রে বুটি কেট্যে কেহ তার তোড় করে॥
হুঁক্কা লয়্যে বস্যে কেহ করে ধূম্র পান।
প্রেমালাপ করি কেহ করে অবস্থান॥
স্নান করিবারে কেহ হউজেতে যায়।
লহরের ধারে কেহ চরণ দোলায়॥
কেহ করে আপনার শুকের রক্ষণ।
ময়্‌নার প্রতি কেহ করে নিরীক্ষণ॥
কেহ করে করাঘাত কাহারো মাথায়।
প্রাণের সহিত কেহ প্রণয় জানায়॥
আপন অগ্রেতে কেহ রেখ্যেছে মুকুর।
কেহ বা চিরুণী লয়্যে ঝাড়িছে চিকুর॥
কেহ বা মঞ্জন দেয় দন্তের উপরে।
দিতেছে মঞ্জন কেহ আপন অধরে॥
ইহাতে দ্বিগুণ শোভা উদ্যানে প্রচার।
এ আরামে থাকিতেন রাজার কুমার॥
তাঁহার সুখের জন্য দাস দাসী যত।
নিযোজিত হয়্যে তারা থাকিত সতত॥

অতিশয় সমাদরে যত্নের সহিত।
পিতৃ মাতৃ স্নেহে তিনি হল্যেন পালিত॥
পাঠাগারে নিযোজিত হল্যেন যখন।
আমোদ আহ্লাদ হল্যো পূর্ব্বের মতন॥
আতালিক্ মুন্সী আদি বিবিধ বিদ্বান্।
করিতে লাগিল সবে তাঁকে শিক্ষা দান॥
বিদ্যারম্ভ করাইল যথা রীতি মত।
পড়াতে লাগিল সবে বিদ্যা ছিল যত॥
হেন বুদ্ধি ছিল তাঁর ঈশ্বর কৃপায়।
পড়িলেন অল্প দিনে বিদ্যা সমুদায়॥
মন্তক বয়ান বিদ্যা মানি কি আদব।
মন্‌কুল মাকুল আদি পড়িলেন সব॥
বিদ্বান্ হল্যেন তিনি চিকিৎসা বিদ্যায়।
রীতি অনুসারে পাঠ হল্যো সমুদায়॥
হইএৎ জ্যোতিষ অঙ্ক হল্যো অধ্যয়ন।
ব্যাপিল বিদ্যার যশ আকাশ ভুবন॥
সমস্ত বিদ্যায় যত অক্ষর প্রকাশ।
তাহার প্রত্যেক বর্ণ হইল অভ্যাস॥
লিখিতে আরম্ভ তিনি করেন যখন।
নয় প্রকারের লেখা শিখেন তখন॥

পরেতে লেখনী করে করিয়া ধারণ।
লেখেন গোবার্ নস্খ রয়্হান্ লিখন॥
অকুসল খৎ সুল্‌স খর্দ্দেশোয়া আর।
নস্তালিক রোকা আর শেকস্তা গুল্‌জার॥
তদন্তর বেনজির লয়্যে ধনুর্ব্বান।
চল্লিশ দিবসে তায় হল্যেন বিদ্বান্॥
মনোযোগ করি পরে লকৃড়ি খেলায়।
হস্ত গত করিলেন তাহার উপায়॥
গান শিখিবার ইচ্ছা মনে করি পরে।
তাল রাগ সমুদায় শিখেন সত্বরে॥
চিত্র-পট লিখিবারে হইলে মনন।
সে বিষয়ে সুনিপুণ হল্যেন তখন॥
শিখিলেন কয়দিনে বন্দুক ছুড়িতে।
ফিরিঙ্গিরা তাহা দেখ্যে স্তব্ধ হল্যো চিতে॥
ইহা ভিন্ন আর যত লৌকিক নিয়ম।
তাহাতেও সুনিপুণ হল্যেন উত্তম॥
অসৎ নীচের প্রতি ঘৃণা ছিল তাঁর।
কেবল বিদ্বান্ সঙ্গে হৈত ব্যবহার॥
বেনজির হইলেন নাম অনুযায়।
অর্থাৎ অতুল্য তিনি হল্যেন বিদ্যায়॥

বেনজিরের পালকী আরোহণ বিবরণ।

করাও আমাকে সাকি! কিছু মদ্য পান।
এখন বসন্ত কাল হল্যো অধিষ্ঠান॥
একত্রে যে বন্ধুগণে করি কাল ক্ষয়।
ইহাই অত্যন্ত লভ্য জানিবে নিশ্চয়॥
দেখ দেখ উদ্যানের পুষ্প সমুদয়।
কিছু নয় কিছু নয় পাঁচ দিন রয়॥
যদি পার সুখ্যাতির ফল লও তবে।
যে কিছু করিতে পার শীঘ্র কর ভবে॥
পুষ্পের শোভার প্রতি বিশ্বাস কি আছে।
হেমন্ত বসন্ত তার ফিরে কাছে কাছে॥
—বারো বৎসরের শিশু হইল যখন।
দারুণ বিপদ্ ফুল ফুটিল তখন॥
তদন্তর এক দিন সন্ধ্যা কালে ভূপ।
নকীবদিগকে ডাকি বলেন এ রূপ॥
ছোট বড় ভৃত্য যত আছে নিযোজিত।
কল্য প্রাতে সবে যেন হয় উপস্থিত॥
সমারোহে নরযান বাহির হইবে।
আবশ্যক দ্রব্য সব প্রস্তুত করিবে॥

যত্ন করি সাজাইবে নগর এমন।
স্থান যেন হয় তাতে দ্বিগুণ শোভন॥
ছোট বড় প্রজা সব হবে হর্ষ মন।
বেনজির করিবেন নগর ভ্রমণ॥
এই কথা বলি পরে পৃথিবীর পতি।
নিজ অন্তঃপুর মধ্যে করিলেন গতি॥
নকীবেরা এ আদেশ করিয়া শ্রবণ।
আপন আপন পথ ধরিল তখন॥
রজনীর আগমন হল্যো তদন্তর।
মদের পিয়ালা যেন নিল নিশাকর॥
ঈশ্বরের উপাসনা করণ কারণ।
সূর্য্য যেন করিলেন সত্বরে গমন॥
সুখের রজনী শেষ হইল ত্বরিত।
অগ্রেতে প্রভাত কাল হল্যো উপস্থিত॥
নিজ পুত্রে নৃপবর বলেন তখন।
স্নান কর্য়ো ধৌত হয়্যে থাক হে নন্দন॥

বেনজির স্নানাগারে স্নান করেন
তাহার বর্ণন।

মনো মলা ধৌত কর্য়ো দাও হে আমার।
তোমার বোতল সাকি! কর পরিষ্কার॥

আমার মনের সুখ যদি মন চায়।
দিও না মদিরা তবে ক্ষুদ্র পিয়ালায় ॥
যেই হেতু বেনজির গিয়ে স্নানাগারে।
করেয়েছেন অভিলাষ স্নান করিবারে ॥
—স্নানাগারে বেনজির গেলেন যখন।
ঘর্ম্ম যুক্ত কলেবর হইল তখন ॥
কোমল শরীরে ঘাম হইল বাহির।
পুষ্পের উপরে যেন পড়িল শিশির ॥
কটি বদ্ধ হয়্যে তথা যতেক কিঙ্করে।
স্বর্ণ পাত্রে রৌপ্য পাত্রে জল লয়্যে পরে ॥
সে পুষ্প-গাত্রের গাত্র করিল মর্দ্দন।
জলে যেন পরিষ্কার হল্যো পুষ্পবন ॥
জলের সেচনে দেহ হেন দীপ্তি পায়।
বর্ষণ সময়ে যেন বিদ্যুৎ খেলায় ॥
ওষ্ঠের উপরে জল পড়িল যখন।
পুষ্পপত্রে জল যেন হল্যো দরশন ॥
হউজেতে বেনজির করিলে গমন।
জলে যেন চন্দ্র দ্যুতি হইল পতন ॥
গৌর গাত্র, কৃষ্ণবর্ণ কেশ ছিল তাঁর।
কেশ হৈতে জলবিন্দু পড়ে বার বার ॥

দেখিলে বলিতে হয় এ রূপ বচন।
শ্রাবণের সন্ধ্যা ঊষা একত্র যেমন॥
পান্নার প্রস্তর লয়্যে যত ভৃত্য গণ।
যখন করিল তাঁর চরণ মর্দ্দন॥
খল খল কর্য্যে তিনি হাসিয়া তখন।
টানিয়া নিলেন শীঘ্র আপন চরণ॥
হাস্য করিলেন তিনি এমন সুন্দর।
হাসিয়া উঠিল তায় যাবতীয় নর॥
ছোট বড় যত জন ছিল উপস্থিত।
আনন্দিত হল্যো সবে প্রাণের সহিত॥
হর্ষে আশীর্ব্বাদ করি বলে যত নর।
তোমাকে রাখুন সুখে পরম ঈশ্বর॥
যে হেতু তোমার সুখে সুখী হই সবে।
দিবা রাত্রি সুখ ভোগ কর তুমি ভবে॥
দুঃখ যেন তব মনে নাহি পায় স্থান।
নক্ষত্র সমান তুমি হও দীপ্তিমান॥
শুদ্ধ রূপে স্নান কার্য্য হল্যে পর শেষ।
ধরাধরি কর্য্যে আনে গায়ে দিয়া খেস্॥
মেঘ হৈতে চন্দ্র হয় বহির্গত যথা।
নেয়ে ধুয়ে সেই পুষ্প বহির্গত তথা॥

ভৃত্যেরা রাজার পুত্রে করাইয়া স্নান।
করাইল রাজবেশ বস্ত্র পরিধান ॥
পরাইয়া সমুদায় রত্নের ভূষণ।
রত্নের সমুদ্র যেন করিল স্থজন ॥
লড়ি কন্ঠী নবরত্ন আর লট্‌কন।
এক হৈতে অন্যে করে শরীর শোভন ॥
রত্নপাগ সলিলের তরঙ্গ সমান।
এ প্রকার পরিষ্কার যেন ভানুমান্ ॥
শত শত শোভা পায় রত্নের মালায়।
মন প্রাণ উভয়ের হর্ষ হয় তায় ॥
কুমারের অঙ্গে কত রত্ন শোভমান্।
এক এক রত্ন যেন কোহ্‌ভুর সমান ॥
এ রূপে সজ্জিত হয়্যে নৃপতি-নন্দন।
গৃহ হৈতে বাহিরেতে করেন গমন ॥
গৃহের বাহিরে এস্যে কুমার যখন।
পালকীতে করিলেন সুখে আরোহণ ॥
এক থাঞ্চা রত্ন লয়্যে বরণ করিয়া।
ভৃত্য গণ সেই রত্ন দিল ছড়াইয়া ॥
বাহিরেতে সমারোহ দেখিতে উজ্জ্বল।
ডঙ্কার শব্দেতে আর্‌ো হল্যো কোলাহল ॥

সারি সারি অশ্বারোহী অতি চমৎকার।
সারি হয়্যে আছে হস্তী হাজার হাজার॥
স্বর্ণের রৌপ্যের ছিল হস্তীর আমারি।
রাত্রি আর দিন যেন ছিল সারি সারি॥
অতিশয় শোভাপায় জরীর নিশান।
সারি সারি অশ্বারোহী দিকে দিকে বান॥
নরযান চলিয়াছে হাজার হাজার।
যত নালকীর শোভা অতি চমৎকার॥
জরীর সুচারু কুর্‌তি বাহকের গায়।
তাসের সুন্দর পাগ দিয়েছে মাথায়॥
নিঃশব্দ চরণে দ্রুত করিছে গমন।
দেখিলে অমনি হয় অস্থির নয়ন॥
সুবর্ণের মোটা বালা হাতে শোভাপায়।
প্রতি পদে তার ছটা পড়িতেছে পায়॥
মাহিমরাতেব্ আর তক্তরয়াঁ কত।
নওবৎ বাজিতেছে শব্দ নানা মত॥
অতিশয় মনোহর শানায়ের সুর।
নওবৎ বাদ্য তায় বাজিছে মধুর॥
ডঙ্কা বাদ্যকারী কর্য্যে অশ্বে আরোহণ।
বাজাইয়া ধীরে ধীরে করিছে গমন॥

এই রূপে বাদ্য লয়্যে সন্তোষে বাজায় ।
সুশোভিত হয়্যে সবে দলে দলে যায় ॥
অশ্বারোহী পদাতিক আর মন্ত্রী গণ ।
ভাগ্যবান্ পারিষদ্ ছোট বড় জন ॥
একত্র হইয়া তারা অত্যন্ত শোভায় ।
রাজার পুত্রের সঙ্গে সকলেতে যায় ॥
উপহার দিতে ইচ্ছা ছিল যার যার ।
রাজা আর রাজপুত্রে দিল উপহার ॥
পরে রাজাজ্ঞায় কর্য্যে যান আরোহণ ।
একত্র হইয়া সবে করিল গমন ॥
সকলে জরীর বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ।
দলে দলে যাইতেছে দুই দিক্ দিয়া ॥
কোতলের ঘোড়া ছিল রত্নেতে সজ্জিত ।
কি কহিব তার শোভা অতি মনোনীত ॥
মনোহর কলেবর হস্তী সমুদয় ।
মেঘডুম্বরের সাজ শোভা অতিশয় ॥
জরীযুক্ত চন্দ্রাতপ অতি শোভা পায় ।
তক্তরয়াঁ কাছে কাছে এ সকল যায় ॥
সুবর্ণের আসা সোঁটা লয়্যে ভৃত্য গণ ।
পালকীর অগ্রে যায় হইয়া শোভন ॥

চোবদার জেলোদার নকীব কিঙ্কর।
পরস্পর বলিতেছে কর্‌য়ে উচ্চস্বর ॥
রীতিমতে চল সবে বিবিধ বিধানে।
ছু দিকে চালাও অশ্ব অতি সাবধানে ॥
অগ্রে অগ্রে চল সবে মৃদু মৃদু পদে।
কুমারের আয়ু বৃদ্ধি হৌক পদে পদে ॥
পথ মধ্যে নরযান যায় এ প্রকার।
তাহাতে অত্যন্ত শোভা হইল প্রচার ॥
কৌতুক দর্শীর গোল পৃথক্ ব্যাপার।
দিকে দিকে বহু লোক অশেষ প্রকার ॥
ছুর্গ হৈতে নগরের সীমানার শেষ।
দোকান জরীতে মোড়া শোভা সবিশেষ ॥
সুসজ্জিত কর্‌য়েছিল সমস্ত নগর।
চক শোভা চারি গুণ অতি মনোহর ॥
তামামি-কাপড়ে মোড়া দ্বার আর ভিত্ত।
সমস্ত নগর যেন সুবর্ণে নির্ম্মিত ॥
সৈন্য আর প্রজাদের গোল এ প্রকার।
চারি দিকে দৃষ্টি রোধ হয় বার বার ॥
উঠিল হর্ম্ম্যের ছাতে স্ত্রীপুরুষ যত।
এক এক ছাত শোভে পুষ্পবন মত ॥

শুন সবে ঈশ্বরের মহিমার কথা।
গুর্ব্বিণীও সে কৌতুক দেখে এসে তথা॥
প্রাচীন অবধি আর ক্ষীণ খঞ্জ জন।
কৌতুক দেখিতে সবে করে আগমন॥
অবাধেতে পশু পক্ষী জন্তু সমুদয়।
বাসস্থান ছেড়্যে সবে বহির্গত হয়॥
" দিক্ দরশন শলা " পক্ষী-তুল্য প্রায়।
আসিতে সে পারে নাই তখন তথায়॥
এই জন্য নিজ স্থানে থেক্যে দুঃখ মনে।
সহজেই ছট্ ফট্ করে ক্ষণে ক্ষণে॥
অত্যন্ত সুন্দর দেহ রাজার নন্দন।
তাঁকে দেখ্যে মুগ্ধ হল্যো সকলের মন॥
সেই পূর্ণচন্দ্রে যারা দেখিল নয়নে।
নত শিরে প্রণিপাত করিল যতনে॥
আশীর্ব্বাদ করি পরে বলে হে ঈশ্বর।
এই সূর্য্য, চন্দ্র, যেন থাকে নিরন্তর॥
সন্তোষে থাকুন রাজা এই চন্দ্র লয়্যে।
নগর থাকিবে যাতে দীপ্তমান হয়্যে॥
নগর বাহিরে ছিল রাজ উপবন।
সেই উপবনে রাজা করিয়া গমন॥

সুখে তথা চারি দণ্ড করিয়া ভ্রমণ।
প্রজা গণে দেখাল্যেন আপন নন্দন॥
পরে যান আরোহণ করিয়া ভূপতি।
সৈন্য সঙ্গে করিলেন নগরেতে গতি॥
পুত্র সঙ্গে রাজা এলে বাটীর ভিতরে।
নিজ নিজ স্থানে গেল সৈন্য গণ পরে॥
পুরীর যতেক দাসী হয়্যে আনন্দিত।
অন্তঃপুর দ্বারে আসি হল্যো উপস্থিত॥
অগ্রসর হয়্যে সবে অতি সমাদরে।
রাজপুত্রে লয়্যে গেল পুরীর ভিতরে॥
অন্তঃপুরে রাজপুত্র গেলেন যখন।
নাচ গান মহোৎসব হইল তখন॥
সেই বেশে রাজপুত্র তাহাদের সঙ্গে।
এক যাম রাত্রি তথা থাকিলেন রঙ্গে॥
সে দিন পূর্ণিমা-রাত্রি ঈশ্বর ইচ্ছায়।
চন্দ্রের কিরণে শোভে দিক্ সমুদায়॥
চন্দ্রের আশ্চর্য্য দ্যুতি দেখিতে হে যদি।
বলিতে বহিছে যেন পারদের নদী॥
দেখিয়া জোৎস্নার শোভা রাজার নন্দন।
একেবারে হইলেন আহ্লাদিত মন॥

হইয়া মনের বশ বলিলেন পরে।
শয়নের খাট পাতো ছাতের উপরে॥
রাজার নিকটে পরে গিয়ে দাসী গণ।
সকলে করিল তারা এই নিবেদন॥
ছাতের উপরে সুখে করিতে শয়ন।
রাজকুমারের অদ্য হইয়াছে মন॥
বলিলেন মহীপাল দাসীদের প্রতি।
দ্বাদশ বৎসর কাল গিয়েছে সম্প্রতি॥
কুমারের মন যদি হয়্যেছে এমন।
কোন হানি নাই তায় করুন শয়ন॥
কিন্তু সবে সাবধানে রাখিবে তাঁহায়।
দেখ যেন প্রহরীরা নিদ্রা নাহি যায়॥
হর্ম্ম্যোপরে নিদ্রাগত হইলে কুমার।
শুরেন্দুর পাঠ করে্য দিবে ফুৎকার॥
তোমরা সকলে তথা সন্তোষে রহিবে।
তাহা হল্যে এই গৃহ উজ্জ্বল থাকিবে॥
দাসী গণ বলে বাক্য অতি অকপটে।
আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর নিকটে॥
সর্ব্বদা কুমার যেন থাকেন মঙ্গলে।
তাহা হল্যে সুখে থাক্রি আমরা সকলে॥

রাজার আদেশ লয়্যে ফিরে এস্যে পরে।
পাতিল শয়ন শয্যা ছাতের উপরে॥
পূর্ব্বে যাহা বল্যেছেন যত বিজ্ঞ গণ।
দ্বাদশ বৎসরে হবে অশুভ ঘটন॥
গত না হইয়া সেই দ্বাদশ বৎসর।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ছিল শেষের বাসর॥
ভ্রান্তি ক্রমে হয়্যেছিল জ্ঞান এ প্রকার।
গত হইয়াছে দিন ভয় নাই আর॥
পণ্ডিতের কথা সত্য চির কাল আছে।
বিজ্ঞের বিজ্ঞতা যায় অদৃষ্টের কাছে॥
নিজ নিজ সুখে সবে করে অধিষ্ঠান।
সংসারের ভাল মন্দ নাহি হল্যো জ্ঞান॥
থাকিবে সুখের দিন ভাবিল কেবল।
বুঝিতেও পারিল না সংসার-কৌশল॥
সংসারের নব নব ভাব অপরূপ।
ক্ষণে ক্ষণে ধরে রূপ এই বহুরূপ॥
কাহাকে এমন সুখ দিয়েছে সংসার।
যাহার পশ্চাতে নাই দুঃখের সঞ্চার॥
সংসারের ছলে তুমি হৈও না বিস্ময়।
ক্ষণমধ্যে সুখভোগ ক্ষণে দুঃখ হয়॥

রাজপুত্র অট্টালিকার উপরে শয়ন করিলে এক পরী তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার প্রসঙ্গ।

সতর্ক হইয়া সাকি উঠ হে সত্বরে।
নিশাকর চারি দিকে চারু শোভা করে॥
বেলয়ারি পাত্র আন মদ্যে পূর্ণ করি।
যে হেতু এস্যেছে চন্দ্র মস্তক উপরি॥
কোথায় যুবত্ব আর কোথা এ বয়স্।
সাক্ষী তার জ্যোৎস্না রয় দু চারি দিবস॥
মদ্য দিতে কালব্যাজ কর যদি আর।
তবে জেন্যো পুনর্ব্বার হবে অন্ধকার॥
—সেই যে পর্য্যঙ্ক ছিল সুবর্ণ জড়িত।
সুপুরুষ সুয়ো যায় হইত গর্ব্বিত॥
শব্‌নম্ কাপড়ের নির্ম্মল চাদর।
সুন্দর পাতিত ছিল তাহার উপর॥
সে চাদর এ প্রকার ছিল পরিষ্কার।
জ্যোৎস্না যেন আবরণ হয়্যেছিল তার॥
উপাধান ছিল তায় অত্যন্ত কোমল।
যাহা দেখ্যে লজ্জা যুক্ত হয় মখ্‌মল্॥

তাহার সুন্দর শোভা কেহ নাহি পায়।
যাহাকে দেখিবা মাত্র নয়ন জুড়ায়॥
জরী দিয়ে বাঁধা ছিল শয্যা সমুদয়।
মনোহর থোপা তার বহু রত্ন ময়॥
জরী যুক্ত আবরণে শোভিত এমন।
করিত তাহার হিংসা নির্ম্মল দর্পণ॥
গালের বালিশ তার ছিল চমৎকার।
বিধি মতে ছিল তায় শোভার ব্যাপার॥
যখন হইত তাঁর নিদ্রা আকর্ষণ।
সে বালিশে গাল দিয়ে হইত শয়ন॥
বিরূপ না হৈত কিছু তার আচ্ছাদনে।
দেখিলে বলিতে শশী রয়েছে বদনে॥
হয়েছিল কুমারের নিদ্রা উপস্থিত।
শয্যায় শয়ন মাত্র হল্যেন নিদ্রিত॥
এই রূপে বেনজির হল্যে নিদ্রাগত।
শশাঙ্ক রহিল যেন প্রহরীর মত॥
তাঁহার শয়নে শশী আসক্ত হইয়া।
ঠিক্ যেন তাঁর প্রতি রহিল চাহিয়া॥
বেষ্টন করিয়া হর্ম্ম্য চন্দ্র শোভা পায়।
তাহাতে দ্বিগুণ শোভা হইল তথায়॥

পুষ্পের সুগন্ধ তায় খাট পরিষ্কার।
যুবত্ব কালের নিদ্রা কি বলিব আর॥
প্রহরীর কর্ম্মে ছিল প্রহরীরা যত।
বায়ু যোগে সকলেই হল্যো নিদ্রাগত॥
ফলে নিদ্রাগত তথা হল্যো সর্ব্ব জন।
কেবল শশাঙ্ক একা করে জাগরণ॥
সেই দিকে এক পরী কর্য়েছিল গতি।
পড়িল তাহার দৃষ্টি কুমারের প্রতি॥
কুমারের দেহ কান্তি করি দরশন।
প্রেমাগ্নিতে তার দেহ হইল দাহন॥
রূপ দেখ্যে প্রেমাসক্ত হল্যো তার মন।
শূন্য হৈতে নামাইল নিজ সিংহাসন॥
সে চন্দ্রবদন হৈতে চাদর খুলিয়া।
চুম্বন করিল মুখ-গালে গাল দিয়া॥
যদিও হইল তার অপর মনন।
লজ্জা তারে নিবারণ করিল তখন॥
প্রেম মদে মত্ত হয়্যে ভাবিল অন্তরে।
খাট শুদ্ধ এই জনে লয়্যে যাই ঘরে॥
প্রেম করিবার ইচ্ছা হল্যে তার মনে।
তাঁহাকে লইয়া সুখে উড়িল গগণে॥

গগণেতে নীত হল্যে রাজার নন্দন।
অতি অপরূপ শোভা হইল তখন॥
অগ্নির শিখার তুল্য তাঁর কলেবর।
তারা অপেক্ষায় হল্যো দ্বিগুণ সুন্দর॥
ক্ষণকাল মধ্যে পরী উড়িয়া গগণে।
পরেস্তানে লয়্যে গেল রাজার নন্দনে॥

রাজপুত্র অদৃশ্য হওয়ায় তাঁহার শোকে
তাঁহার পিতা মাতার
দুঃখের কথা।

অহে সাকি মদ্য দাও হয়্যে ত্বরান্বিত।
এ সংবাদ শুনে মন হয়্যেছে দুঃখিত॥
ক্ষণে ভাল ক্ষণে মন্দ সংসারের গতি।
ক্ষণে সুখী ক্ষণে দুঃখি হয় তাই মতি॥
এই স্থানে এই কথা করি সমাপন।
কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর শোকের বর্ণন॥
কুমারের বিরহেতে যাহারা কাতর।
কি রূপ দুঃখিত হল্যো তাদের অন্তর॥
কত শোক কত তাপ হল্যো উপস্থিত।
ক্রমে ক্রমে সে সকল হইবে লিখিত॥

তথাকার এক দাসী নিদ্রা ত্যজি পরে।
দেখে রাজপুত্র নাই ছাতের উপরে ॥
নাই সেই খাট আর নাই রূপবান্।
নাই সেই পুষ্প আর নাই সেই ঘ্রাণ ॥
এ প্রকার দেখ্যে পরে হইয়া কাতর।
বলে এ কি হল্যো হায় পরম ঈশ্বর ॥
কোন দাসী এ প্রকার কর্য্যে দরশন।
করিতে লাগিল শোকে অত্যন্ত রোদন ॥
এমন দুঃখিত কেহ হল্যো ভাবনায়।
আপনার প্রাণ যেন হারাল্যো তথায় ॥
বিলাপ করিয়া কেহ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
নিস্তেজ হইয়া কেহ পড়িল ধরায় ॥
মনো দুঃখে থাকে কেহ শিরে হাত দিয়া।
কেহ বা চিত্রের ন্যায় রহিল বসিয়া ॥
গালে হাত দিয়ে কেহ থাকে দুঃখ মনে।
দাঁড়ায়্যে রহিল কেহ সুস্থির নয়নে ॥
দন্তেতে অঙ্গুলি কাটি কেহ করে খেদ।
কেহ বলে এই ঘর হইল উচ্ছেদ ॥
কেহ নিজ কেশ খুলি হইয়া দুঃখিত।
করাঘাতে নিজ গাল করিল লোহিত ॥

অপর উপায় আর না দেখিয়ে পরে।
বৃত্তান্ত বলিল গিয়ে রাজার গোচরে ॥
মহীপাল এ সংবাদ করিয়া শ্রবণ।
হা পুত্র ! বলিয়া ভূমে পড়েন তখন ॥
পুষ্পের কলির ন্যায় বিকসিত মুখে।
জননী হৃদয় ধরি রহিলেন দুখে ॥
অদৃশ্য হওয়ার গোল হইল যখন।
একত্র হইল তথা ভৃত্য যত জন ॥
মহীপাল বলিলেন এ রূপ বচন।
এক্ষণে আমার কথা শুন ভৃত্যগণ ॥
যে স্থান হইতে গেছে আমার সন্তান।
আমাকে দেখায়্যে দাও শীঘ্র সেই স্থান ॥
এ কথা বলিলে পর যতেক কিঙ্করে।
মহীপালে লয়্যে গেল হর্ম্ম্যের উপরে ॥
দেখাইয়া সেই স্থান বলে তার পর।
এই স্থানে নিদ্রাগত ছিলেন সুন্দর ॥
যে স্থান হইতে তিনি করেন প্রস্থান।
দেখ দেখ মহীপাল সেই এই স্থান ॥
মহীপতি বলিলেন বিলাপ বচন।
এ স্থান হইতে তুমি গেছ হে নন্দন ॥

তুমি যুবা আমি বৃদ্ধ যাইব কোথায়।
দেখিলে না বেনজির এখন আমায়॥
দারুণ শোকের নদে ডুবাল্যে এখন।
ফলত আমার প্রাণ করিলে হরণ॥
সে শোকের আমি আর কি করি বর্ণন।
বাড়িতে লাগিল ক্রমে বিলাপ ক্রন্দন॥
ছাতে গিয়ে এত লোক উঠিল সত্বরে।
বোধ হল্যো ভূমি যেন উঠেছে উপরে॥
সে নিশীতে হল্যো সবে শোকের অধীন।
সেই নিশী নিশী নয় প্রলয়ের দিন॥
রজনী প্রভাত হল্যে যাবতীয় নরে।
উড়াতে লাগিল ধুলা মস্তক উপরে॥
নগরেতে কলরব উঠিল এমন।
অদৃশ্য হয়েছে অদ্য রাজার নন্দন॥
শোকে পরিপূর্ণ হল্যো সকলের প্রাণ।
হইল শোকের বাটী সমস্ত উদ্যান॥
উদ্যান হইতে তিনি করিলে গমন।
শোভা শূন্য দৃশ্য হল্যো যত পুষ্পগণ॥
ভুলে গেল ঝাউগাছ নিজ ব্যবহার।
পূর্ব্বের মতন শোভা না করে প্রচার॥

যাবতীয় কুম্‌রী পাখী দুঃখিত অন্তরে।
নিক্ষেপ করিল ধুলি মস্তক উপরে॥
তখন তাদের রব যে করে শ্রবণ।
তার মন কু কু রবে হয় জ্বালাতন॥
পীতবর্ণ হয়্যে শুষ্ক হল্যো বৃক্ষ যত।
ফল পত্র শুষ্ক হয়্যে হল্যো ভূমিগত॥
বুল্‌বুলী সকল তথা মৌন হয়্যে রয়।
দুঃখেতে বিদীর্ণ হল্যো পুষ্পের হৃদয়॥
পুষ্পের কলিকা সব হাস্য ভুলে গিয়া।
শোকের শোণিত পানে রহিল ফুলিয়া॥
হউজের ধারে উড়ে ধুলি সমুদয়।
আশরফি কুল যত পীতবর্ণ হয়॥
নয়নের জ্যোতি হীন হইল নরগেস্‌।
শোকের রজনী হল্যো সম্বুলের কেশ॥
লালার হৃদয়ে যেন জ্বলে হুতাশন।
সুখের পিয়ালা তায় করিল ক্ষেপন॥
অতিশয় শোক যুক্ত হল্যো উপবন।
শোকেতে ব্যাকুল হল্যো যত বৃক্ষগণ॥
আঙ্গুর পড়িল শোকে হয়্যে অচেতন।
ছায়া যেন কৃষ্ণবস্ত্র করিল ধারণ॥

পরস্পর ছুলে ছুলে বৃক্ষপত্র গণ।
খেদে যেন করতল করিছে মর্দ্দন॥
স্থানে স্থানে ছিল যত জলের লহর।
জলপূর্ণ নেত্রে যেন হইল কাতর॥
শোকেতে কাতর তার ফোয়ারা সকল।
তাহা হৈতে বহির্গত নাহি হয় জল॥
শোকেতে ঝর্ণার ভাব হল্যো এ প্রকার।
জল যেন কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র হল্যো তার॥
কোথায় রহিল তার কূপ সমুদায়।
জলের সুন্দর ঘাট রহিল কোথায়॥
ক্রন্দন করিছে কেহ নিজ মনে মনে।
চিৎকার করিয়া কেহ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে॥
নাই সেই কর্করা বক নাই আর।
তৃণ আর জলশ্রেণী নহে চমৎকার॥
ময়ূর নাচিত যথা প্রাচীর উপরে।
সেই স্থানে কাক সব বস্যে শব্দ করে॥
পূর্ব্বে যে সকল ছায়া ছিল মনোনীত।
এক্ষণে তাহাতে মন না হয় মোহিত॥
বিচিত্র চিত্রিত হর্ম্ম্য ছিল যে-সকল।
রক্ত অশ্রুপাত যেন করিছে কেবল॥

পুষ্পের মতন ছিল প্রফুল্লিত মন।
দুঃখেতে কাতর তারা হইল এখন॥
না রহিল পুষ্প কলি আর উপবন।
বিরহ কণ্টকে শুদ্ধ বৃদ্ধ হল্যো মন॥
তদন্তর দেখিলেন মন্ত্রী সমুদয়।
নৃপতির দুরবস্থা হল্যো অতিশয়॥
মহীপালে বুঝাইয়া বলিলেন পরে।
তোমার চন্দ্রকে তুমি দেখিবে সত্বরে॥
যদিও অসহ্য বটে বিরহ তাঁহার।
ঈশ্বর ঈপ্সিত কর্ম্মে নাই প্রতীকার॥
এক ভাবে চির দিন না হয় অতীত।
কেহই মরে না দেখ মৃতের সহিত॥
এ রূপ কাতর হওয়া উচিত না হয়।
ভাগ্য বলে শীঘ্র তুমি পাবে সে তনয়॥
ঈশ্বর জানেন এতে আছে কি কারণ।
লোকে বলে আশা থাকে থাকিলে জীবন॥
ঈশ্বর যে করেছেন এ রূপ ব্যাপার।
না জানি কি ভাব আছে ভিতরে ইহার॥
অপার মহিমাবান্‌ পরম ঈশ্বর।
কিছু অসম্ভব নয় তাঁহার গোচর॥

এক ভাবে নাহি থাকে ভবে কোন নর।
এক ভাবে এক মাত্র থাকেন ঈশ্বর॥
এইরূপ বুঝাইয়া যত মন্ত্রীগণ।
নৃপতিকে বসাইল রাজ-সিংহাসনে॥
বুঝাইয়া পরস্পরে বিবিধ বচন।
একত্রে থাকিয়া করে সময় যাপন॥
অতিশয় ধন ব্যয় করি বার বার।
না পেলেন মহীপাল তাঁর সমাচার॥
—হে সাকি আমাকে তুমি কর্য়ো মদ্য দান।
পথদর্শী হয়্যে কর তাঁহার সন্ধান॥
এখানেতে সে পুষ্পের না পাইয়া ঘ্রাণ।
এই ক্ষণে পরেস্তানে করিব সন্ধান॥

বেনজিরকে পরেস্তানে
লইয়া যাওয়ার
বর্ণন।

তাঁহাকে লইয়া পরী আকাশে উড়িয়া।
পরে তাঁকে নামাইল পরেস্তানে গিয়া॥
সে খানেতে ছিল তার ভ্রমণের-বন।
যাহার পুষ্পের ঘ্রাণে হর্ষ হয় মন॥

সেই স্থানে ছিল পুষ্প অনেক প্রকার।
সমুদয় ছিল তার যাদুর ব্যাপার॥
যাদুর নির্ম্মিত ছিল ভিত আর দ্বার।
অট্টালিকা ছিল সব নূতন প্রকার॥
সুবর্ণে চিত্রিত চিত্র-জালী সমুদয়।
কি আশ্চর্য্য তবু তায় রৌদ্র নাহি হয়॥
অগ্নিভয় নাই আর নাই জলভয়।
গ্রীষ্মভয় শীতভয় তাতে নাহি হয়॥
বহু সঙ্খ্য বাটী ছিল কলের নির্ম্মিত।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু একত্রে স্থাপিত॥
যাকে যথা লয়্যে যেতে হৈত তার মন।
সেই স্থানে তাহা লয়্যে করিত স্থাপন॥
যে রূপ দীপের টাটি হয় মনোহর।
সে রূপ উজ্জ্বল ছিল হর্ম্ম্যের উপর॥
রত্নেতে চিত্রিত ছিল ভূমি সমুদায়।
শূন্যে থেক্যে পুষ্পবন শূন্যে শোভা পায়॥
যে দ্রব্যের আবশ্যক হইত যখন।
তাকের উপরে তাহা দেখিত তখন॥
মুক্তাদি নির্ম্মিত যত পশু পক্ষী গণে।
দূরে দূরে শোভা কর্য়ে ভ্রমিত প্রাঙ্গনে॥

দিবসেতে পশু হয়্যে ভ্রমে তারা সব।
নিশীতে করিত কর্ম্ম হইয়া মানব॥
আলয়ের চারি দিক্ মাণিক্যে মণ্ডিত।
দীপ হয়্যে রাত্রে তারা হৈত প্রজ্বলিত॥
বৃক্ষ যোগে সেই স্থান হেন আচ্ছাদন।
জালের সমান যেন ছিল বৃক্ষ গণ॥
কুসুম কুসুমকলি হেন শোভা পায়।
অনুমানে তুল্য তার নাহি দেখা যায়॥
কোথাও ঘড়ীর শব্দ হৈতেছে আপনি।
কোন স্থানে করতালি নর্ত্তনের ধ্বনি॥
সে স্থানেতে ছিল বটে কুঠরী বিস্তর।
তাহাদের দ্বার মুক্ত করে্য দিলে পর॥
সমস্ত পৃথিবী মধ্যে বাদ্য আছে যত।
তাহা হৈতে তার শব্দ হইত সদত॥
এক বারে যদি তার দ্বার বন্ধ করে।
আর্গনু যন্ত্রের তুল্য বহু রাগ ধরে॥
মখ্মলের শয্যা যুক্ত সমস্ত আলয়।
চিত্রকর্ম্মে শোভা পায় শয্যা সমুদয়॥
যবনিকা চিক সব যাতুর ব্যাপার।
ইচ্ছা মতে উঠে পড়ে কিবা শোভা তার॥

রূপবতী সহচরী যত্ত পরীগণ।
সে পরীর সঙ্গে সবে করিত ভ্রমণ॥
লহরের ধারে ছিল চাঁদনি এমন।
রত্নের সমান জ্যোতি অতি সুশোভন॥
সেই পরী সেই গৃহে যাইয়া ত্বরায়।
রাজকুমারের খাট নামায় তথায়॥
তাঁহার সুন্দর রূপে সে গৃহের রূপ।
হইল উজ্জ্বল কিবা অতি অপরূপ॥
হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হল্যে পর।
দেখিতে না পাইলেন আপন নগর॥
নিজ লোক নিজ বাটী তথা না দেখিয়া।
বিস্ময় হইয়া তিনি রহেন চাহিয়া॥
বিচিত্র ঘটনা এই দেখিয়া তথায়।
বলিলেন হে ঈশ্বর এলাম কোথায়॥
বালক স্বভাবে কিছু হইলেন ভীত।
কিছু চিন্তা কিছু ধৈর্য্য হল্যো উপস্থিত॥
দেখেন মাথার দিকে রহিয়াছে পরী।
পূর্ণিমার চন্দ্র তুল্য অত্যন্ত সুন্দরী॥
বলিলেন তুমি কেবা কার এ ভবন।
কে আমাকে এখানেতে আনিল এখন॥

মুখ ফিরাইয়া লয়্যে দিয়ে অন্তরণ।
হাস্য করে্য বলে পরী এ রূপ বচন॥
তুমি কেবা আমি কেবা জানেন ঈশ্বর।
আশ্চর্য্য হয়্যেছি আমি কি দিব উত্তর॥
কিন্তু হে অতিথি তুমি আমার ভবনে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা মতে এস্যেছ এক্ষণে॥
যদিও আমার ঘর তোমার এ নয়।
এক্ষণে তোমার ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
তব প্রেমে পাগলিনী করে্যছে আমারে।
হয়্যেছে তোমার চিন্তা হৃদয় মাঝারে॥
সেই হেতু তব দেশ হইতে হেথায়।
এই অপরাধী দাসী এন্যেছে তোমায়॥
আমি হই পরী জাতি এই পরেস্তান।
এই স্থানে পরী সব করে অবস্থান॥
কোথায় মনুষ্য জাতি কোথা পরীগণ।
অত্যন্ত কঠিন এই উভয়ে মিলন॥
—আহ্লাদিতা হল্যো পরী কুমার চিন্তিত
হায় এ কি অনুপায় হল্যো উপস্থিত॥
ক[illegible] এমন রীতি এ সংসারে হয়।
পুরুষেও আসক্তার বশীভূত রয়॥

অগত্যা তথায় বাস হইল তাঁহার।
পরী যাহা বল্যে তাই করেন স্বীকার॥
কিন্তু তাঁর বুদ্ধি জ্ঞান সব হল্যো হত।
ঔদাস্যেতে থাকিলেন বন্য পশু মত॥
বাষ্পজলে পরিপূর্ণ কখন নয়ন।
হায় বল্যে শ্বাস ত্যাগ করেন কখন॥
আপন বাটীর শোভা আর পরিহাস।
সর্ব্বদা তাঁহার মনে হইত প্রকাশ॥
মাতার পিতার স্নেহ করিয়া স্মরণ।
রাত্রি যোগে করিতেন এ রূপ রোদন॥
অতিশয় খেদ যুক্ত নয়নের জলে।
নদী যেন প্রবাহিত হইত ভূতলে॥
কখন একাকী থেক্যে হয়্যে ভীত মতি।
মন্ত্র পড়্যে ফুঁ দিতেন আপনার প্রতি॥
নিজ সুখভোগ মনে হইত যখন।
ক্ষণে ক্ষণে করিতেন গোপনে রোদন॥
শয়নেতে থাকিতেন কর্য্যে সদা ছল।
কেহ না থাকিলে হৈত ক্রন্দন কেবল॥
এ রূপ কাতর তিনি ছিলেন অন্তরে।
পক্ষী যথা জালে পড়্যে ছট্ ফট্ করে॥

মাহ্‌রোখ্ নামে খ্যাত ছিল সেই পরী।
পিতার অজ্ঞাতে ইহা করে সে সুন্দরী॥
কখন থাকিত ঘরে কখন তথায়।
যেহেতু সে সব কথা প্রকাশ না পায়॥
পরী মধ্যে সে পরীর বুদ্ধি অতিশয়।
এন্যে দিত নব নব দ্রব্য সমুদয়॥
পরেঁস্তানে ছিল যত দ্রব্য অসম্ভব।
প্রতি রাত্রে এস্যে তাঁরে দেখাইত সব॥
নব নব খাদ্য দ্রব্য নানা জাতি ফল।
সুখের সামগ্রী তথা প্রস্তুত সকল॥
প্রতি দিন পরিধেয় নূতন বসন।
কুমারের তোষামোদে করিত যতন॥
তাঁহার দুঃখিত চিত্ত করিতে মোহিত।
করিত রহস্য আর শুনাইত গীত॥
মদের বোতল আর চাট মনোহর।
সেই স্থানে তোলা ছিল তাকের উপর॥
মাদক রোচক দ্রব্য ছিল এ প্রকার।
সংসার ভিতরে নাই সদৃশ তাহার॥
মদিরা, ভর্জ্জিত মাংস, ছিল সমুদয়।
নিকটে প্রিয়সী তায় বসন্ত সময়॥

একেত যুবত্ব কাল তাহাতে মত্ততা।
আলিঙ্গন প্রেমালাপ প্রিয়ার মমতা॥
সে স্থানেতে চিন্তা কিছু নাহি ছিল আর।
আত্মীয় বিচ্ছেদ মাত্র দুঃখ ছিল তাঁর॥
এ চিন্তায় মৃত প্রায় হৈত অবস্থান।
করিতেন শ্বাস ত্যাগ শিখার সমান॥
পরী যে তাঁহার প্রতি আসক্তা হইয়া।
তাঁরে চুরি করে্য এনে্য ছিল যে বসিয়া॥
কিন্তু পরী বুদ্ধিমতী ছিল অতিশয়।
তাঁহার দুঃখেতে হৈল দুঃখিত হৃদয়॥
বলিল সে বেনজির কর হে শ্রবণ।
আমার ফাঁদেতে তুমি পড়্যেছ এখন॥
এই এক কর্ম্ম তুমি কর সম্পাদন।
প্রত্যহ প্রহর কাল কর হে ভ্রমণ॥
মনের মানস রোধ করো্য না কখন।
দেখ্যো যেন প্রাণ নাহি হয় জ্বালাতন॥
সন্ধ্যা হল্যে যাই আমি পিতৃ সন্নিধানে।
একাকী ঔদাস্যে তুমি থাক হে এখানে॥
কলের ঘোটক এই দিতেছি এখন।
কিন্তু তুমি অঙ্গীকার কর হে এমন॥

নগর ভ্রমণে তুমি করিয়ে গমন।
কারো সঙ্গে কর যদি প্রণয় স্থাপন॥
তাহা হল্যে দোষীদের যেই দণ্ড হয়।
অহে প্রিয় সেই দণ্ড পাইবে নিশ্চয়॥
বেনজির বলিলেন এ রূপ বচন।
তোমাকে ভুলিব আমি কিসের কারণ॥
প্রিয়জি আমারে তুমি বলিলে হে যাহা।
অবশ্য স্বীকার আমি করিলাম তাহা॥
মাহ্রোখ্ পরী পরে বলিল তখন।
অহে প্রিয় তব ভাগ্য প্রসন্ন এমন॥
এই যে দিলাম আমি ঘোটক উত্তম।
শূন্যে যায় সোলেমানী-সিংহাসন সম॥
এরূপ করিবে কল নামিবে যখন।
উঠিবার কালে কল করিবে এমন॥
ভূমি হৈতে শূন্যে শূন্যে যথা তব মন।
সেই স্থানে সুখে তুমি করিও গমন॥

কলের ঘোটকের প্রশংসা।

কি আর করিব আমি অশ্বের বর্ণন।

পক্ষীরাও শূন্যে যেত্যে পারে না তেমন ॥
কিঞ্চিৎ টিপিলে কল শূন্যে শূন্যে ধায়।
বল যদি ইহাকেই অশ্ব বলা যায় ॥
আহার না করে আর শয়নে না রয়।
পদাঘাত নাহি করে রোগী নাহি হয় ॥
হশ্‌রি নয় কম্‌রি নয় নহে শব্‌কোর।
সাপেন্‌ নাগেন্‌ নয় নহে মুখজোর ॥
সেতারা পেশানি নয় নাই ভোঁরিভয়।
অন্য কোন রোগ তার ছিল না নিশ্চয় ॥
খঞ্জ নয় স্বভাবত সুন্দর আকার।
সহজেই কোন দোষ ছিল না তাহার ॥
পরীর প্রদত্ত অশ্ব বহু গুণ ধাম।
ফলক্‌শয়ের অশ্ব ছিল তার নাম ॥
সন্ধ্যা কালে বেনজির হয়্যে সন্তোষিত।
সেই অশ্ব আরোহণে হইয়া শোভিত ॥
পরীর আদেশ মত প্রহর সময়।
ভ্রমিতেন প্রতি দিন চারি দিক্ ময় ॥
প্রত্যাগত হইতেন বাজিলে প্রহর।
নতুবা হইত পরী কুপিত অন্তর ॥

বদ্রেমুনিরের উদ্যানে বেনজিরের গমন এবং বদ্রেমুনির তাঁহার প্রতি আসক্তা হয়, তাহার প্রসঙ্গ।

কোথা তুমি আছ সাকি এস হে সত্বর।
তব জন্য বস্যে বস্যে হয়্যেছি কাতর॥
উত্তম মদিরা পান করাও আমায়।
নতুবা আমার বুদ্ধি লোপ হয়্যে যায়॥
মানস অশ্বের তুমি কর পক্ষ দান।
সে আমাকে শূন্যে লয়্যে করুক প্রস্থান॥
—এক দিবসের কথা কর হে শ্রবণ।
এক রাত্রে বেনজির করেন ভ্রমণ॥
হঠাৎ গেলেন তিনি কোন এক স্থান।
দেখিতে পেলেন এক উত্তম উদ্যান॥
হর্ম্ম্য এক দেখিলেন প্রসস্ত নির্ম্মল।
জ্যোৎস্না হৈতে ছিল তাহা দ্বিগুণ উজ্জ্বল॥
জ্যোৎস্নার সুন্দর কান্তি চতুর্দ্দিক্ ময়।
সুশীতল বায়ু বহে শীতল সময়॥
এ প্রকার শোভা তিনি কর্য়ে দর্শন।
অট্টালিকা উপরেতে এলেন তখন॥

এই ভেব্যে চারি দিকে করেন ঈক্ষণ।
দেখি হেথা আছে কি না অন্য কোন জন॥
দেখিলেন এ প্রকার বিচিত্র ব্যাপার।
দূর হয়্যে গেল তাঁর মনের বিকার॥
আপন মনের প্রতি বলিলেন পরে।
যাহা হৌক তাহা হৌক তোমার উপরে॥
কিঞ্চিৎ অগ্রেতে তুমি করিয়া গমন।
বিচিত্র ব্যাপার এই কর দরশন॥
এই বল্যে নিজ ছায়া করিয়া গোপন।
ধীরে ধীরে করিলেন নিম্নে আগমন॥
ধীরে ধীরে সে স্থানের কপাট খুলিয়া।
চলিলেন পাদপের অন্তরাল দিয়া॥
এ প্রকার ঘন ঘন ছিল বৃক্ষ গণ।
প্রিয়া সঙ্গে প্রিয় যথা করে আলিঙ্গন॥
গোপনে গোপনে করি নয়ন বিস্তার।
দেখেন সকল শোভা অতি চমৎকার॥
আশ্চর্য্য ব্যাপার সব দেখেন তথায়।
বিচিত্র চন্দ্রের কর চারু শোভা পায়॥
যতেক রমণী সব সুন্দর আকার।
মনোহর অট্টালিকা অতি পরিষ্কার॥

রমণীগণের রূপ করে্য দরশন।
এক বারে বিমোহিত হল্যো তাঁর মন॥
স্বজাতির ঘ্রান তথা প্রাপ্ত হয়্যে পরে।
দর্শন করেন তিনি আশ্চর্য্য অন্তরে॥
এমন উজ্জ্বল ছিল চন্দ্রের কিরণ।
দরশন কালে হয় চঞ্চল নয়ন॥
শুভ্রবর্ণ অট্টালিকা সহজে সুন্দর।
দর্শন করিলে হয় প্রফুল্ল অন্তর॥
তামামী-বস্ত্রের শয্যা পাতিত ধরাতে।
তাহার সুন্দর জ্যোতি ব্যাপিয়াছে ছাতে॥
এ রূপ হইত জ্ঞান হল্যে দৃষ্টিপাত।
রৌপ্য ময় ভূমি যেন স্বর্ণ ময় ছাত॥
বেল্লোর খণ্ডেতে চাপা শয্যা সমুদায়।
তাহার সুন্দর বর্ণে শয্যা শোভা পায়॥
দৃষ্টিপাত করিলেন গৃহের ভিতর।
চন্দ্রমুখি নারী হল্যো দৃষ্টির গোচর॥
অতিশয় মনোহর ছিল সে আলয়।
দর্পণে গঠিত যেন এই জ্ঞান হয়॥
সে শোভা দেখিলে পর বলে বিজ্ঞ নরে।
পরীকে রেখ্যেছে যেন দর্পণ ভিতরে॥

অনেক আলোক ছিল চারি দিক্ ময়।
বৃহৎ দর্পণ যুক্ত ছিল সে আলয়॥
জরী যুক্ত ছিল তথা বৃক্ষ অগণন।
ভূমি যেন রাজটুপী করেছে ধারণ॥
বায়ুর পক্ষেতে সেই পাদপ সকলে।
রাজ-সিংহাসন তুল্য ছিল সেই স্থলে॥
জলে পরিপূর্ণ ছিল লহরী সকল।
পড়্যেছে চন্দ্রের জ্যোতি কাঁপিতেছে জল॥
দেখিলে তাহার তীর হয় এই জ্ঞান।
বেল্লোর নির্ম্মিত যেন এ সকল স্থান॥
ফোয়ারার জল তায় পড়ে বার বার।
বায়ু যোগে রত্নতুল্য জলবিন্দু তার॥
খণ্ড খণ্ড জরী সব অতি শোভা পায়।
চন্দ্র যেন খণ্ড খণ্ড হয়্যেছে তথায়॥
ছোট বড় লোক যত ছিল সেই স্থলে।
খণ্ড খণ্ড জরী সব লইয়া অঞ্চলে॥
ঊর্দ্ধে সে জরীর খণ্ড ক্ষেপ কর্য্যে তারা।
সন্তোষে উড়ায় যেন চন্দ্র আর তারা॥
এত চন্দ্র এত তারা পড়্যে ছিল তায়।
ভূমি যেন হয়্যেছিল আকাশের ন্যায়॥

বায়ু যোগে জরী সব ঝল্‌মল্ করে।
খদ্যোত কীটের ন্যায় চারু শোভা ধরে ॥
তাহার সুন্দর শোভা এ রূপ চিক্কণ।
জ্যোৎস্নাকে করিছে যেন চরণে মর্দ্দন ॥
অন্য অন্য দ্রব্য যোগ না হইলে পরে।
শুদ্ধ কি চন্দ্রের জ্যোতি হেন শোভা ধরে ॥
স্বর্ণ ময় হল্যো যেন সমস্ত ভূতল।
আকাশ পর্য্যন্ত হল্যো অত্যন্ত উজ্জ্বল ॥
পরিধান পরিপাটি জরীর বসন।
সুন্দরী কামিনী সব করিছে ভ্রমণ ॥
তাহাদের সে রূপের জ্যোতি অতিশয়।
তাহা দেখ্যে চন্দ্র সূর্য্য মূর্চ্ছাগত হয় ॥
জরী যুক্ত চন্দ্রাতপ তথায় লম্বিত।
সকল ঝালর তার রত্নেতে শোভিত ॥
হীরক জড়িত খুঁটি অতি চমৎকার।
এক ছাঁচে ঢালা সব সমান আকার ॥
ঝালরের শোভা আমি কি করি বর্ণন।
চারি ধারে থাকে যথা সূর্য্যের কিরণ ॥
ধারেতে জরীর ডুরি শোভে এ প্রকার।
চারি দিকে আছে যেন কুসুমের হার ॥

জরী যুক্ত শয্যা তথা উজ্জ্বল এমন।
তার পদে পড়্যে যেন চন্দ্রের কিরণ ॥
এ প্রকার উপাধান ছিল সে শয্যায়।
পরিপূর্ণ হয়্যে যেন রয়্যেছে শোভায় ॥
বেল্লোরের পাত্র আর সুন্দর বোতল।
তাহার উপরে থেক্যে শোভিছে বিমল ॥
সে সব সুন্দর শোভা কর্যে দরশন।
অমনি মোহিত হয় চক্ষু আর মন ॥
আলো ময় ছিল তথা ভূতল আকাশ।
চারি দিকে হয়্যেছিল আলোক প্রকাশ ॥
দাউদি পুষ্পোতে পূর্ণ ছিল পুষ্পবন।
রজনীগন্ধের তরু অতি সুশোভন ॥
এমনি উজ্জ্বল ছিল চন্দ্রের কিরণ।
দ্বিগুণ উজ্জ্বল তায় হৈত তারা গণ ॥
তথাকার ছায়া দেখ্যে হৈত এই জ্ঞান।
শশী বা সূর্য্যের কর যেন বিদ্যমান ॥
দৃষ্টিপাত করা যায় যেই দিক্‌ ময়।
আলোক ব্যতিত কিছু দৃষ্টি নাহি হয় ॥
রূপের প্রশংসা নয়ে করিবে বা কার।
সকলেই ঈশ্বরের মহিমা প্রচার ॥

নিকট কি দূর যথা কর দরশন।
সর্ব্বত্রেই সেই এক চন্দ্রের কিরণ॥
এক মাত্র সেই বিভু আছেন সকলে।
তাঁর জ্যোতি প্রকাশিত আছে সর্ব্ব স্থলে॥
তাঁহা ভিন্ন যে না করে অন্য দরশন।
তাঁকে দেখিবার চক্ষু পায় সেই জন॥

বদ্‌রেমুনিরের প্রশংসা।

মদের পিয়ালা সাকি আনিয়া সম্মুখে।
দেখাইয়া নিশাকরে দোলাও হে সুখে॥
যাহাকে দেখিলে হয় সন্তোষিত মন।
চক্ষু করে দূরাদূর সব দরশন॥
—বাটীর কর্ত্রীর পরে শুন বিবরণ।
এক্ষণে করিব আমি তাহার বর্ণন॥
অঙ্গুরীর বিবরণ হল্যো সমাপন।
পরেতে করিতে হয় হীরক বর্ণন॥
শয্যা এক পাতা ছিল সুন্দর শোভন।
শোভা রূপ সরিতের তরঙ্গ যেমন॥
পরে তিনি দেখিলেন তাহার উপরে।
সুন্দরী রমণী এক বস্যে শোভা করে॥

পঞ্চদশ বর্ষ তার বয়সের মান।
অতি রূপবতী তার না দেখি সমান॥
আপন কুনুই রাখি বালিশ উপরে।
লহরের ধারে থেক্যে অতি শোভা করে॥
চারি দিকে দাঁড়াইয়া সহচরী গণ।
তারা গণে করে যথা চন্দ্রকে বেষ্টন॥
চন্দ্রের কিরণে করি মানস নিবেশ।
বস্যে ছিল সে রূপসী করিয়া সুবেশ॥
গগণের উপরেতে বিরাজিত শশী।
সুরূপসী সেই শশী ভূমিতলে বসি॥
সে দুই চন্দ্রের ছায়া পড়িয়া লহরে।
প্রত্যেক তরঙ্গে শশী বিলুণ্ঠন করে॥
এত চন্দ্র এক বারে হল্যো দরশন।
পরম আশ্চর্য্য যুক্ত হইল ভুবন॥
এমন তাহার রূপ ছিল অনুপম।
চন্দ্র যেন তার কাছে অত্যন্ত অধম॥
নূতন উদ্যান একে শোভা অতিশয়।
তাহাতে তখন ছিল বসন্ত সময়॥
তাহার বস্ত্রের কথা কি করি বর্ণন।
আব্‌রয়াঁর পেশ্‌ওয়াজ্‌ অতি সুশোভন॥

সমস্ত অঞ্চল তার ছিল রত্ন ময়।
দেখিলে বলিতে যেন রত্ন সমুদয়॥
উত্তরীয় বস্ত্র তার সমীরের ন্যায়।
শিশির সে বস্ত্র দেখ্যে মনে লজ্জা পায়॥
পরিষ্কার সুচিক্কণ অতি শোভা করি।
মস্তক হইতে আছে স্কন্ধের উপরি॥
হীরকের ঘুণ্ডি এক রয়েছে গলায়।
চন্দ্রের নিকটে যেন তারা শোভা পায়॥
সমুদয় অঙ্গ তার স্বভাবে সুন্দর।
কাঁচলি বন্ধন ছিল তাহার উপর॥
রত্ন ময় কাঁচলির শোভা অতিশয়।
মনোহর কুর্‌তি তায় বহুরত্ন ময়॥
পা জামার চারু ছবি দামন্ উপরে।
বিদ্যুতের ছটা যেন দর্পণ ভিতরে॥
পরিধান বস্ত্র তার ছিল এ প্রকার।
অতি মনোহর আর অতি পরিষ্কার॥
নয়ন তাহাকে দেখ্যে করে এই ভয়।
দৃষ্টি যোগে যদি ইহা মলা যুক্ত হয়॥
চন্দ্রের সমান তার চারু কলেবর।
নব রত্ন অলঙ্কার বাহুর উপর॥

রত্ন যুক্ত কর্ণবালা এমন উজ্জ্বল।
তাহা দেখ্যে হিংসা করে চন্দ্রের মণ্ডল॥
এমন মুক্তার মালা তাহার গলায়।
বিরহীর অশ্রুবিন্দু যেন শোভা পায়॥
প্রশস্ত নয়ন দ্বয় সুন্দর সদত।
চক্ষুর পাতার চুল ছিল উর্দ্ধগত॥
কর্ণফুল কর্ণবালা থাকিয়া শ্রবণে।
চারু শোভা প্রকাশিয়া দোলে ক্ষণে ক্ষণে॥
মুক্তা ময় দুই নরি মুক্তা ময় হার।
অশ্রুবিন্দু তুল্য শোভে অতি চমৎকার॥
পাঁচ নরি শাত নরি আদি অলঙ্কার।
ধুক্‌ধুকি অলঙ্কার গলে ছিল তার॥
চাঁপ্‌কলি ঝল্‌মল্‌ করে অতিশয়।
হীরক তাহাকে দেখ্যে ব্যাকুলিত হয়॥
তার নীচে ধারে ধারে মুক্তা শোভে যত।
গোলাব উপরে যেন শিশিরের মত॥
জাহাঁগির ভূষণের কি করি বর্ণন।
অতিশয় শোভা ময় না দেখি তেমন॥
মিনাকারি হয়কল্‌ভূষা মনোহর।
কটি হৈতে ছিল তার নিতম্ব উপর॥

শুদ্ধ রত্নময় ছিল পাজেব্ ভূষণ।
পাইয়া তাহার পদ রত্ন সুশোভন॥
কার হস্তগত হবে তেমন চরণ।
যে চরণে পড়্যে আছে মুক্তা অগণন॥
জিহ্বা যুক্ত হয় যদি দেহ সমুদয়।
তবু তার সব কথা বর্ণন না হয়॥
দেহের ইন্দ্রিয় সব স্বভাবে সুন্দর।
আপন আপন কর্ম্মে সকলে তৎপর॥
সোঝা হল্যে যেই স্থান হয় শোভমান্।
সহজেই ছিল তার সোঝা সেই স্থান॥
বাঁকা হল্যে শোভা পায় যে সকল স্থল
সহজেই ছিল তার বাঁকা সে সকল॥
এ প্রকার মনোহর ছিল তার মুখ।
যাহাকে দেখিলে হয় চন্দ্রের অসুখ॥
তাহার সুন্দর মূর্ত্তি নয়নে দেখিয়া।
চিত্রপট আছে যেন অবাক্ হইয়া॥
যে রূপ সুরূপ চাই ছিল অবিকল।
সেউতি পুষ্পের মত শরীর কোমল॥
সুধীরা কামিনী সেই সরল স্বভাব।
ফলে তার বিধি মতে ছিল নব ভাব॥

অপাঙ্গ বিস্তার করে্য সকল সময়।
মানস হরিতে তার শক্তি অতিশয়॥
লজ্জা ভঙ্গি নির্লজ্জতা আর অহঙ্কার।
সময়ানুসারে সব করিত প্রচার॥
হাস্য দয়া অত্যাচার বাক্য যথোচিত।
সময়ে সময়ে তাহা হৈত প্রচারিত॥
তাহার যুগল ভুরু শোভার আকর।
বক্র ভাবে শোভা পায় চক্ষুর উপর॥
বিপদ্-কারক ছিল তাহার নয়ন।
দৃষ্টি যোগ মাত্রে হৈত আপদ্ ঘটন॥
যেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিত যখন।
সেই দিকে অচেতন হৈত সর্ব্ব জন॥
মুক্তা যুক্ত কর্ণ শোভা করে্য দরশন।
মুক্তাময় শুক্তি হয় সলজ্জিত মন॥
নাসার তুলনা তার নাহি যায় দেখা।
ঈশ্বরের মহিমার যেন সোঝা রেখা॥
অতি সুকোমল ছিল তার গণ্ডদেশ।
তাহার রূপের কথা কি কব বিশেষ॥
কেহ যদি ইচ্ছা করে করিতে চুম্বন।
তাহাতে অমনি হয় লোহিত বরণ॥

সে দেহের ভাল মন্দ কি বাছিব আর।
সমুদায় অঙ্গ তার ছিল চমৎকার॥
বাহু আর বাহুমূল সুন্দর গঠন।
পরিষ্কার ছিল যেন হীরার মতন॥
মেহদির রসে তার নখ রক্ত ময়।
সূর্য্যের কিরণ যথা উদিত সময়॥
তাহার আকার ছিল নির্ম্মল এমন।
অতি মনোহর যেন সাক্ষাৎ দর্পণ॥
এমনি সুন্দর ছিল তার নাভি স্থল।
চিবুকের প্রতিবিম্ব যেন অবিকল॥
কি রূপে বলিব তার কটিদেশ নাই।
কপালের দোষ যদি দেখিতে না পাই॥
যদি কোন সময়েতে জানুদেশ তার।
কোন ক্রমে হস্তগত হয় এক বার॥
বিলাপ করিতে তবে হয় নিরন্তর।
করাঘাত কর্য়ে নিজ জানুর উপর॥
তার পদতল যার হয় দৃষ্টিগত।
নয়ন মনেতে তার ভ্রমে সে নিয়ত॥
এমনি আপদ্-ময় তাহার আকার।
প্রলয় তাহাকে দেখ্যে করে নমস্কার॥

ভঙ্গি ভাব যুক্ত তার এমনি চলন।
চরণে মর্দ্দন করে সকলের মন ॥
হংস যদি যত্ন করো মৃদু চল্যে যায়।
তাহার সুচারু গতি তথাপি না পায় ॥
নিঃশব্দ চরণে করে এমন গমন।
তাহার চরণ ভিন্ন না দেখি তেমন ॥
চরণের পৃষ্ঠদেশ নির্ম্মল শোভন।
চরণ তলের ছায়া হয় দরশন ॥
বহুবিধ রত্ন যুক্ত চারু পাদুকায়।
চরণ কি শোভা পাবে সেই শোভা পায় ॥
এরূপ দেখিয়া তথা রাজার নন্দন।
করিলেন মনো সুখে ঈশ্বরে স্মরণ ॥
বৃক্ষের অন্তরে থেক্যে করেন ঈক্ষণ।
হঠাৎ তাঁহাকে কেহ দেখিল তখন ॥
এই কথা প্রকাশিত হল্যে পরক্ষণে।
দেখিতে লাগিল তাঁকে সকলে যতনে ॥
দেখিল তাঁহার রূপ এ রূপ প্রকার।
অগ্নির শিখার ন্যায় অতি চমৎকার ॥
কেহ বলে ইহা কিছু হবে ভয়ঙ্কর।
কেহ বলে লুকাইয়া আছে নিশাকর ॥

কেহ বলে পরী হবে কেহ বলে জিন্ ।
কেহ বলে ইহা বুঝি প্রলয়ের দিন ॥
করাঘাত করেয়ে শিরে বলে কোন জন ।
হয়েছ্যে হয়েছ্যে বুঝি নক্ষত্র পতন ॥
কেহ বলে হল্যো বুঝি প্রভাত সময় ।
বৃক্ষের অন্তর হৈতে হয় সূর্য্যোদয় ॥
কেহ বলে দেখ দিদি সত্বর হইয়া ।
স্পষ্টই পুরুষ এক আছে দাঁড়াইয়া ॥
কেহ বলে এই জন মানস-রঞ্জন ।
কেহ বলে আছে কিছু ইহাতে কারণ ॥
এই রূপ বাক্যালাপ করে পরস্পর ।
হইতে লাগিল তথা ইঙ্গিত বিস্তর ॥
এই কথা রাজকন্যা করিয়া শ্রবণ ।
একবারে হইলেন সবিস্ময় মন ॥
বলিলেন চল আমি দেখিব নয়নে ।
এই বল্যে উঠে পরে ভয় হল্যো মনে ॥
পরে সখিদের স্কন্ধে রাখি নিজ কর ।
ধীরে ধীরে চলিলেন হইয়ে তৎপর ॥
কিছু কিছু ভয়োদয় হয়্যেছিল মনে ।
কাঁপিতে কাঁপিতে যান তাহারি কারণে

মহামন্ত্র পাঠ করো্যে যত সখিগণ।
অগ্রসর হয়্যে তারা করিল গমন ॥
যেখানে ছিলেন তিনি বৃক্ষে আচ্ছাদিত।
সখিগণ তথা গিয়্যে হল্যো উপস্থিত ॥
ঝুঁকে ঝুঁকে দরশন করে অবিরত।
হঠাৎ সে বেনজির হল্যো দৃষ্টিগত ॥
নিবিষ্ট হইয়া পরে দেখিল সকলে।
সুন্দর যুবক এক দাঁড়ায়্যে ভূতলে ॥
পোনের কি ষোল বর্ষ বয়েসের মান।
যুবত্ব সময় একে তায় রূপবান্ ॥
অল্প অল্প শ্মশ্রু সব হৈতেছে উদ্ভব।
অতিশয় শোভা তায় হয় অনুভব ॥
রক্তবর্ণ ওষ্ঠ যেন অনলের মত।
শ্মশ্রু রূপে ধূম যেন হৈতেছে নির্গত ॥
শব্‌নম্ বস্ত্রের নিমা শোভে অতিশয়।
তাঁহা হৈতে অঙ্গ কান্তি বহির্গত হয় ॥
তামামি বস্ত্রেতে শোভে সঞ্জাফ্ এমন।
গতিশীল জলে যথা চন্দ্রের কিরণ ॥
শিরে শোভে চারু-পাগ মনোহর বেশ।
তামামি বস্ত্রেতে বদ্ধ ছিল কটিদেশ ॥

পাকে পাকে সেই পাগ সুন্দর শোভন।
প্রত্যেক পাকেতে তার পাকে পড়ে মন॥
রত্নময় ঘুণ্ডি আছে গলার উপরে।
ঊষা কালে তারা যথা ঝল্‌মল্ করে॥
মুক্তা ময় থুপি আর মুক্তা ময় হার।
পাগের উপরে থেকে দোলে চমৎকার॥
পরিষ্কার শোভা যুক্ত চারু কলেবর।
নব রত্ন শোভা পায় বাহুর উপর॥
অঙ্গুলীতে হীরকের অঙ্গুরী ভূষণ।
মেহদিতে হস্ত পদ অতি সুশোভন॥
সরল সুন্দর দেহ তেজী অতিশয়।
বিধিমতে প্রকাশিত যৌবন সময়॥
পরিষ্কার দেহ তার দর্পণের ন্যায়।
শোভা রূপ বনে যেন পুষ্প শোভা পায়॥
কুঞ্চিত চাঁচর কেশ শোভা পায় কত।
কৃষ্ণ বর্ণ ছিল যেন যামিনীর মত॥
সুবুদ্ধি প্রকাশ পায় সুন্দর আকারে।
প্রশস্ত কপাল শোভা ক্ষমতা প্রচারে॥
প্রণয়ের করবালে আঘাতী হইয়া।
কাহারো চিন্তায় যেন আছে দাঁড়াইয়া॥

সমাগতা সখিগণ দেখিয়া এমন।
মৃত প্রায় হয়ো যেন হল্যো অচেতন॥
পরে তারা অবিলম্বে করিয়া গমন।
সুন্দরীর কাছে গিয়া বলে বিবরণ॥
শুক্ল রজনীর অদ্য শোভা চমৎকার।
স্বপ্নেতেও দেখি নাই শোভা এ প্রকার॥
আমরা বলিলে পর তুমি না মানিবে।
যখন দেখিবে চক্ষে তখনি জানিবে॥
এখনি গমন তুমি কর গো সত্বরে।
সেই শোভা দেখা যদি নাহি যায় পরে॥
আর কিছু নয় তাহা নাহি কর ভয়।
শীঘ্র শীঘ্র বৃক্ষ তলে চল সুনিশ্চয়॥
—যখন সেখানে গেল বদ্‌রেমুনির।
যে সময় দেখিলেন তাকে বেনজির॥
দৃষ্টি মাত্রে হয়্যেছিল এ রূপ মিলন।
প্রাণে প্রাণে মনে মনে নয়নে নয়ন॥
ফলে বেনজির আর বদ্‌রেমুনির।
উভয়ে উভয় প্রেমে হল্যেন অস্থির॥
পড়িলেন দুই জনে হয়ো অচেতন।
শরীরেতে কোন জ্ঞান না রহে তখন॥

সুন্দরীর কাছে ছিল মন্ত্রীর দুহিতা।
বুদ্ধিমতি রূপবতী ভূষণে ভূষিতা॥
নক্ষত্রের মত সেই ছিল সুশোভিত।
নজ্মুন্নেসা তাকে সকলে বলিত॥
শীঘ্র গিয়ে সে করিল গোলাব্ সেচন।
তাহাতেই উভয়ের হইল চেতন॥
ভূতল হইতে উঠে বদ্রেমুনির।
কাঁদিতে লাগিল তথা হইয়া অস্থির॥
রাজার তনয় পরে আশক্ত হইয়া।
স্থির রূপে থাকিলেন তথা দাঁড়াইয়া॥
এক স্থানে পদচিহ্ন থাকে যে প্রকার।
সেই রূপে থাকিলেন রাজার কুমার॥
ভয় যুক্তা হয়্যে সেই রূপবতী পরে।
কটি আর কেশ শোভা দেখায়্যে সত্বরে॥
তাঁহাকে করিয়া যেন অর্দ্ধেক ছেদন।
সম্মুখ হইতে গেল ফিরায়্যে বদন॥

বদ্রেমুনিরের বিনান কেশের
প্রশংসা।

সুগন্ধি মদিরা সাকি দাও হে এখন।
যেহেতু করিব আমি কেশের বর্ণন॥

সন্ধ্যা হৈতে এত মদ্য দাও হে আমায়।
চেতন হইলে যেন সূর্য্য দেখা যায়॥
—তাহার সুন্দর কেশ কি বর্ণিব আর।
কোন রাত্রে দেখি নাই কাল সে প্রকার॥
দেখিলে তাহার কেশ মন উচাটন।
কিন্তু সেই উচাটন সন্তোষ-কারণ॥
বিনান আঁচড়া কেশ অতি পরিষ্কার।
শেষেতে জরীর থুপি শোভে চমৎকার॥
সে থুপিতে ছিল কিবা আশ্চর্য্য ঘটন।
দিন আর রাত্রি যেন একত্রে বন্ধন॥
উত্তরীয় বস্ত্র তার শোভে অতিশয়।
বিদ্যুৎ চমকে যেন বর্ষণ সময়॥
কেন না পাইবে শোভা সে বিনানে কেশ।
যেহেতু উজ্জ্বল থুপি আছে তার শেষ॥
সেই থুপি পড়্যে থেক্যে পৃষ্ঠের উপরে।
প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় চারু শোভা করে॥
কিন্তু তাহা হস্ত গত সহজে না হয়।
যেহেতু সর্পের মণি ছিল সে নিশ্চয়॥
বুদ্ধিমান্ লোকে তাহা ফিরে না দেখিত।
ধূমকেতু তারা যেন ছিল প্রকাশিত॥

দর্পণের তুল্য তার পৃষ্ঠ পরিষ্কার।
বিনান চিকুর পড়ে উপরে তাহার॥
তাহার শোভার কথা কি কব বিস্তর।
কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যেন নদীর উপর॥
তাহার চুলের সিঁথি শোভিত এমন।
সকলের মন যেন করিছে হরণ॥
আশক্ত গণের চিত্ত হইয়ে মোহিত।
এক বারে হয়্যে ছিল তাহাতে পতিত॥
যে রমণী করে্যছিল সে কেশ বন্ধন।
আশক্তের প্রতি তার দয়াশীল মন॥
কঠিন রূপেতে যদি বাঁধা হৈত কেশ।
বাঁধা পড়্যে আশক্তের মন হৈত শেষ॥
তারি জন্য করে্যছিল শিথিল বন্ধন।
যাহাতে না মর্যে যায় আশক্তের মন॥
রূপের স্বভাব তার ছিল এ প্রকার।
আশক্তের সুখ দুঃখ করিত প্রচার॥
সে কেশের বিবরণ কি বর্ণিব আর।
বর্ণিতে না পারি কেশ যেমন বিস্তার॥
যদ্যপিও করিলাম অনেক বর্ণন।
কিন্তু সবে গ্রাহ্য কর এই নিবেদন॥

এত যে অধিক আমি করেছি ব্যাখ্যান।
কি কহিব ইহা নহে সংক্ষেপের স্থান॥
তথাপি হল্যো না তার বর্ণন বিশেষ।
এই ভাবনায় আমি পাইতেছি ক্লেশ॥
এই জন্যে ত্যাগ করে্য সেই অভিলাষ।
করিতেছি অন্য কথা পরেতে প্রকাশ॥
—মুখ ফিরাইয়ে কেশ দেখায়ে্য সে কালে।
আবদ্ধ করিল যেন প্রণয়ের জালে॥
সুমধুর হাস্য করে্য লুকায়ে্য বদন।
হাব ভাব দেখাইয়া করিল গমন॥
প্রকাশ্যে বিরক্ত মুখ অভিলাষ মনে।
প্রকাশ্যেতে উপহাস আক্ষেপ গোপনে॥
উপহাস করে্য পরে বলিল কথায়।
এ যে কোন্ হতভাগা এসেছে হেথায়॥
উপায় না দেখি আর কি করি এখন।
কোথায় যাইব ছাড়ি আপন ভবন॥
এইৰূপ কথা তথা বলিয়া সত্বরে।
লুকাইল গিয়ে নিজ হর্ম্ম্যের ভিতরে॥
নিজ করে যবনিকা করিল ক্ষেপণ।
মেঘেতে করিল যেন সূর্য্য আচ্ছাদন॥

ইতিমধ্যে মন্ত্রিকন্যা করে্য আগমন।
অতিশয় মিষ্ট বাক্য বলিল তখন॥
এক্ষণেতে এত ছলা ভাল নয় আর।
কেন মিছে এত লজ্জা করিছ প্রচার॥
আহা মরি চেয়ে্য তুমি দেখ না আমায়।
মন চায় বটে কিন্তু মস্তক নড়ায়॥
উহাকে আঘাত যদি করে্যছ এমন।
অর্দ্ধ ছেদ করে্য তবে ছেড় না এখন॥
কিঞ্চিৎ সংসার-সুখে কর মনোযোগ।
যুবত্ব কালের সুখ কর কিছু ভোগ॥
প্রেম মদ পান কর সুখেতে এখন।
ইহ পর কালে চিন্তা হবে বিস্মরণ॥
এ নব যৌবন এই সুখের সময়।
এ সময়ে ক্ষান্ত থাকা উচিত না হয়॥
প্রেম মদ পান কর হইয়া সত্বর।
ক্ষমা করিবেন ইহা পরম ঈশ্বর॥
কোথা রবে এ যৌবন কোথা সুখ রবে।
পুনর্ব্বার এ সকল স্মরণীয় হবে॥
সর্ব্বদা সন্তোষ দান করে না সংসার।
যে সময় যাবে তাহা না পাইবে আর॥

বহু বিধ কার্য্য আছে সংসারে প্রচার।
প্রিয়জন সঙ্গে প্রেম প্রধান তাহার॥
উভয়ে একত্র হয়্যে যে সম্বন্ধ রয়।
তাহাকেই বলা যায় উত্তম সময়॥
চন্দ্র আর সূর্য্য যেন একত্রেতে স্থিত।
অতিশয় শোভা তায় হয় প্রকাশিত॥
উত্তম অতিথি তব এস্যেছে ভবনে।
আশ্চর্য্য ঘটনা ইহা জানিবে এক্ষণে॥
অবিলম্বে সমাজের কর আয়োজন।
ইহাকে লইয়া কর ভবন শোভন॥
মদ্য দাতা সাকিদিগে ডাকায়্যে আনাও।
মনের সন্তোষে তুমি পিয়ালা ঘুরাও॥
ইহাকে লইয়া সুখে কর্য্যে অধিষ্ঠান।
দিবা রাত্রি অবিরত কর মদ্য পান॥
মদের পিয়ালা এত ঘুরিবে ত্বরিতে।
চন্দ্র সূর্য্য সে প্রকার না পারে ঘুরিতে॥
এই কথা শুনে হেঁসে বলিল সুন্দরী।
বেশ্ বেশ্ ভাল ভাল আহা মরি মরি॥
বুঝেছি তাহার প্রতি গেছে তব মন।
আমার নিকটে ছল কর কি কারণ॥

হাস্য করি মন্ত্রিকন্যা বলিল ত্বরিত।
আমিইত তাকে দেখ্যে হয়্যেছি মূর্চ্ছিত॥
তাতেই গোলাব্ ভুঙ্গি লয়্যে নিজ করে।
সেচন করেছ বুঝি আমারি উপরে॥
যাহা হোক সে কথায় নাই প্রয়োজন।
আমারি নিমিত্ত তাকে ডাকাও এখন॥
পরস্পরে বাক্যালাপ হল্যে সমাপিত।
ডাকিতে বলিল তাকে করিয়া ইঙ্গিত॥
পরে সেই মন্ত্রিকন্যা যুবাকে ডাকিয়া।
করিল গৃহের কর্ত্তা সন্তোষ হইয়া॥
সমাদরে বসাইয়া বাটীর ভিতরে।
বাটীর সকল শোভা দেখায় সত্বরে॥
পরে সুন্দরীর হস্ত যতনে ধরিয়া।
তাঁহার নিকটে তাকে দিল বসাইয়া॥

বদ্‌রেমুনিরের সহিত
বেনজিরের প্রথম
মিলন।

আমোদের মদ্য সাকি দাও হে আমায়।
পেয়্যেছি সুখের দিন ভাগ্যের কৃপায়॥

—প্রিয়ার সহিত প্রিয় শোভে অতিশয়।
চন্দ্র আর সূর্য্য যেন হইল উদয়॥
জোর করে্য ধরে্য তারে বসালে্য যখন।
তখন যেরূপ শোভা না হয় বর্ণন॥
আশ্চর্য্য রূপেতে নারী বসিল তথায়।
সঙ্কোচ করিয়া নিজ অঙ্গ সমুদায়॥
লজ্জায় লজ্জিতা হয়ে্য বিনত বদনে।
ঢাকিল আপন মুখ অঞ্চল-বসনে॥
সর্ব্বাঙ্গেতে স্বেদবিন্দু হল্যো প্রকাশিত।
শিশিরেতে বেলাফুল যেন সুশোভিত॥
উভয়ে হইয়া তথা লজ্জিত-হৃদয়।
করিলেন বসে্য বসে্য দুই দণ্ড ক্ষয়॥
তাঁহাদিগে সলজ্জিত করে্য দরশন।
মন্ত্রীর তনয়া হল্যো বিষাদিত মন॥
সম্মুখে মদের পাত্র আনি তার পরে।
পিয়াল্লার মধ্যে মদ ঢালিল সত্বরে॥
রাজার কন্যার প্রতি বলিল বচন।
একরূপেতে বসে্য তুমি আছ কি কারণ॥
মদের পিয়ালা তুমি লইয়া যতনে।
সন্তোষে করাও পান এই প্রিয় জনে॥

আমার এ অনুরোধ করিয়া গ্রহণ।
ঈষৎ সহাস্য মুখে কর আলাপন॥
লইলাম সমুদায় বালাই তোমার।
তোমাকে আমার দিব্য জান বার বার॥
কয়েক পিয়ালা মদ লয়্যে ক্ষণে ক্ষণে।
পান করাইয়া দাও এই প্রিয় জনে॥
এ রূপ বিনয় বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করিল সুন্দরী সুখে পিয়ালা গ্রহণ॥
পশ্চাতে ফিরায়্যে লয়্যে আপন বদন।
ঈষৎ হাসিয়া পরে বলিল বচন॥
সেবন করুক সুরা ইচ্ছা আছে যার।
নতুবা করুক তাই যাহা ইচ্ছা তার॥
হাস্য করি বলিলেন ভূপতি-সন্তান।
কারো অনুরোধে কেন করি সুরা পান॥
এ প্রকার আলাপন হল্যে পরস্পরে।
দুই পাত্র সুরা পান করিলেন পরে॥
রাজপুত্র সুরা পাত্র লয়্যে মন সুখে।
যতনে দিলেন তাহা সুন্দরীর মুখে॥
উভয়ে মদিরা পান চলিল যখন।
পুষ্পকলি তুল্য মন ফুটিল তখন॥

পরস্পরে পরিচয় হল্যো প্রকাশিত।
পরস্পরে বাক্যালাপ হল্যো যথোচিত ॥
বচনের দ্বার মুক্ত হইলে তখন।
বেনজির বলিলেন নিজ বিবরণ ॥
প্রথম অবধি যত ঘট্যেছে ঘটন।
কুল শীল আদি তাহা করেন বর্ণন ॥
পরীর বৃত্তান্ত আর গোপন প্রণয়।
একে একে কহিলেন তাহা সমুদয় ॥
বলিলেন এক যাম আছে অবসর।
থাকিতে সমর্থ নই প্রহরের পর ॥
এই কথা শুনে হয়্যে সরাগ অন্তর।
বদ্‌রেমুনির দিল এ রূপ উত্তর ॥
মরুক সে পরী আর তুমি যাও মর্য্যে।
দূর হও হতভাগা কে রেখ্যেছে ধর্য্যে ॥
এ রূপ অধম প্রেমে মন নাহি হয়।
আমাকে লাগে না ভাল ভাগের প্রণয় ॥
নিশ্চয় জেন্যেছি, তুমি অত্যন্ত চতুর।
আমার নিকট হৈতে শীঘ্র হও দূর ॥
বৃথায় তোমার সঙ্গে কে করে প্রণয়।
কে পোড়াবে আপনার সুস্থির হৃদয় ॥

কে জ্বলিবে অকারণে প্রদীপের ন্যায়।
হিংসার আগুণে কেন পুড়িবে বৃথায়॥
এই কথা শুনে পায়ে পড়্যে বেনজির।
বলেন কি করি হায় বদ্‌রেমুনির॥
কেহ যদি এক বারে সহস্র অন্তরে।
অত্যন্ত আশক্ত হয় আমার উপরে॥
আমার কি প্রয়োজন তাহার সহিত।
তোমার প্রণয়ে আমি হয়্যেছি মোহিত॥
রাজকন্যা বলে পরে এ রূপ বচন।
দূরে যাও আর কেন কর জ্বালাতন॥
রেখ্যো না রেখ্যো না শির আমার চরণে।
কি আছে কাহার মনে জানিব কেমনে॥
এই রূপে হল্যো কত বাক্য আলাপন।
হাসিতে হাসিতে শেষে করেন ক্রন্দন॥
মনের যতেক কথা মনেতেই রয়।
হইল প্রহর রাত্রি এমন সময়॥
বাজিল প্রহর শুনে উঠে বেনজির।
বলেন এক্ষণে যাই বদ্‌রেমুনির॥
যদি তার কারা হৈতে মুক্তি লাভ হয়।
এখানে আসিব কল্য এমনি সময়॥

সন্তোষেতে আছি আমি ভেব না এমন।
কি করি আশ্চর্য্য ফাঁদে হয়্যেছে পতন॥
এখান হইতে মন উঠিতে না চায়।
জেনেশুনে কেহ কভু মরিতে না যায়॥
চলিলাম মন রেখ্যে তোমার গোচরে।
কিঞ্চিৎ করুণা রেখ্যো আমার উপরে॥
এই কথা বল্যে তিনি করেন প্রস্থান।
এ দিকে অস্থির হল্যো সুন্দরীর প্রাণ॥
বেনজির যান তথা নিরূপিত ক্ষণে।
দুই দিকে বদ্ধ হয়্যে রহিলেন মনে॥
পরীর সহিত থেক্যে পরীর আগারে।
যামিনী যাপন হল্যো যে কোন প্রকারে॥
আক্ষেপেতে করতল করিয়া মর্দ্দন।
ঊষা কালে উঠিলেন হয়্যে দুঃখ-মন॥
দেখিয়াছিলেন যাহা নিশিতে তথায়।
নেত্র অগ্রে ছিল যেন সেই সমুদায়॥
আমোদ প্রমোদ আর প্রেম আলাপনে।
তথাকার যত সুখ সব ছিল মনে।
মিলনের স্বপ্ন দেখ্যে উঠে যেই নর।
মিলন না হল্যে তার ব্যাকুল অন্তর॥

নূতন প্রণয়ালাপ ভুলা নাহি যায়।
প্রথম প্রণয় করা হয় বড় দায়॥
কত ক্ষণে যায় দিন এই চিন্তা মনে।
তাহার মিলন লাভ হবে কত ক্ষণে॥
কৃষ্ণবর্ণ কেশ তার করিয়া স্মরণ।
করেন সন্ধ্যার পথ সদা অন্বেষণ॥
অত্যন্ত বিপদ্ময় বিরহের দিন।
সে দিন যাপন করা হইল কঠিন॥
এ স্থানের যে সকল বৃত্তান্ত বিশেষ।
সংক্ষেপে বর্ণন তার করিলাম শেষ॥
এক্ষণেতে তথাকার শুন বিবরণ।
ক্রমে ক্রমে সমুদয় করিব বর্ণন॥
বিরহেতে সুন্দরীর কষ্ট অতিশয়।
বহু কষ্টে হল্যো ক্ষয় যামিনী সময়॥
নয়নে আবদ্ধ ছিল বন্ধুর আকার।
ভাবিতে ভাবিতে হল্যো প্রভাত সঞ্চার॥
ক্ষণেতে নিরাশ ক্ষণে আশাযুক্ত মন।
রদনেতে হাসি কিন্তু মলিন বদন॥
নজ্মুন্নেসা তাকে বুঝায়্যে যতনে।
বলিল আমার এই ইচ্ছা হয় মনে॥

অদ্য তুমি বেশ ভূষা করে্য সমুদায়।
আপন রূপের শোভা দেখাও আমায়॥
সুন্দরী তাহার কথা করিয়া শ্রবণ।
বলে যাও কেন হও উন্মাদ এমন॥
স্বভাবত যে আকৃতি সেই মনোহর।
কি হইবে বেশ ভূষা করিয়া বিস্তর॥
কার জন্য বেশ ভূষা করিব এখন।
যাহাকে দেখাব বেশ সে বা কোন্ জন॥
অত্যন্ত চতুরা ছিল রাজার সন্ততি।
পূর্ব্বেই এ কর্ম্মে তার হয়্যেছিল মতি॥
স্নান করে্য বেশ ভূষা করে অতিশয়।
সুসজ্জিতা কন্যা যথা বিবাহ সময়॥
হইল তাহার মুখ অতি শোভা ময়।
তাহা দেখ্যে রাকা শশী হয় সবিস্ময়॥
রক্তবর্ণ ওষ্ঠ তায় দশনে মঞ্জন।
দেখিলে তাহার শোভা মুগ্ধ হয় মন॥
নয়ন যুগল তার সহজে সুন্দর।
বিচিত্র অঞ্জন তায় শোভে মনোহর॥
পেশ্‌ওয়াজ্ ঝল্‌মল্ করিছে এমন।
তারাগণে যেন তাহা করে দরশন॥

চাদর দিয়েছে দেহে অতি পরিষ্কার।
চন্দ্রিকা সদৃশ শোভা করিছে বিস্তার॥
রত্নের কাঁচলি তার অতি শোভাকর।
ফেরেস্তাও তাহা দেখ্যে হয়েন কাতর॥
কুর্‌তি যুক্ত কলেবর শোভিছে এরূপ।
তাহাতে প্রকাশ পায় শরীরের রূপ॥
পা জামার মধ্যে আছে সে চারু চরণ।
ফানুষের মাঝে যেন বাতি সুশোভন॥
জরীর বন্ধন ডুরি কটিতে বিস্তর।
নক্ষত্র হইতে তাহা দ্বিগুণ সুন্দর॥
জরীর পাদুকা শোভা অতি চমৎকার।
ভূতলে পড়্যেছে এসে উজ্জ্বলতা তার॥
আপাদ মস্তকে তার রত্ন সুপ্রকাশ।
রত্নের নদীতে যেন করিতেছে বাস॥
সহেজে সুন্দর তার ছিল অবয়ব।
তাহাতে কর্যেছে শোভা বেশ ভূষা সব॥
অতি চমৎকার তার সমস্ত আকার।
দেখিলে অন্তরে যায় অন্তর-বিকার॥
ঈশ্বরের মহিমার উদ্যান ভিতরে।
কল্পতরু তুল্য তার দেহ শোভা করে॥

সিঁথিতে মুক্তার শ্রেণী শোভা অতিশয়।
নক্ষত্রের শোভা যেন রজনী সময়॥
তাহার কর্ণের বালা উজ্জ্বল এমন।
চপলা যাহাকে দেখ্যে হয় অচেতন॥
গলায় হীরার ঘুণ্ডি এরূপ সুন্দর।
গলা যেন উষা আর ঘুণ্ডি দিবাকর॥
চারি দিকে চাঁপ্‌কলি শোভিছে এমন।
বোধ হয় এই যেন সূর্য্যের কিরণ॥
হীরকের ধুক্‌ধুকি হৃদয় উপরে।
সূর্য্যও তাহার জ্যোতি দরশন করে॥
ঝুলিছে মুক্তার মালা শোভা অতিশয়।
যাহাকে দেখিলে মন বিমোহিত হয়॥
হীরকের হয়্‌কল্‌ গলায় ভূষণ।
তাহার রূপের ভাবে মুগ্ধ হয় মন॥
ভুজবন্ধ্‌ নবরত্ন বাহুর উপরে।
প্রস্ফুটিত ফুলে যেন শাখা শোভা করে॥
মনোহর দস্তবন্ধ্‌ পঁহুচা ভূষণ।
পান্নায় নির্ম্মিত তাহা সহজে শোভন॥
শাখায় ফুটিলে ফুল যত শোভা করে।
তা হৈতে দ্বিগুণ শোভা হয় তার করে॥

পাজেব্ ভূষণ তার মাণিক্য রচিত।
তাহার সুন্দর শোভা না হয় বর্ণিত ॥
চরণের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী বিস্তর।
তাহাকে দেখিলে হয় ব্যথিত অন্তর ॥
চিকুর সুগন্ধিময় ছিল অতিশয়।
মৃগনাভি তার বাসে সলজ্জিত হয় ॥
দেহের আঘ্রাণে হয় প্রফুল্ল অন্তর।
আতরেতে ডুবে যেন ছিল কলেবর ॥
তাহাতে সুগন্ধি ময় হয়েছে ভুবন।
সুবাসেতে পরিপূর্ণ হয়েছে গগণ ॥
এই রূপে বেশ ভুষা করিল যতনে।
চন্দ্র সূর্য্য মুগ্ধ হয় তাহা দরশনে ॥
তাহার বেশের শোভা ব্যাপিল গগণ।
সে বেশকারিণী করে স্বহস্ত চুম্বন ॥
দাসী গণে সুসজ্জিত করিল আলয়।
তামাম্মির যবনিকা দিল দ্বারময় ॥
সজ্জিত পর্য্যঙ্ক সবে পরিষ্কার করি।
জরীর চাদর দিল তাহার উপরি ॥
সুগন্ধি পুষ্পের গুচ্ছ তাকের উপর।
অপর তেমন নাই ভুবন ভিতর ॥

বিলাতীয় বহু ফল গৃহে বিদ্যমান।
সুগন্ধি পুষ্পের তুল্য ছিল তার ঘ্রাণ॥
অগ্নিযোগে গন্ধদ্রব্য প্রকাশে সুবাস।
সেই বাসে পরিপূর্ণ হয়েছে সে বাস॥
এক দিকে পুষ্পপাত্রে পুষ্প বহুতর।
অন্য দিকে বহুবিধ দ্রব্য মনোহর॥
খাটের উপরে এক শয্যা শোভা পায়।
জামামির উপাধান পাতিত তাহায়॥
কোন স্থানে চাঙ্গারিতে আছে পানদান।
কোন স্থলে চাঙ্গারিতে হার আর পান॥
অনেক আতরদান ছিল রত্নময়।
গোলাপ্‌পাশের শোভা বর্ণন না হয়॥
শিরোদেশে ছিল এক গ্রন্থ সুশোভন।
অতিশয় মনোহর উত্তম বন্ধন॥
জহুরি নজিরি নামে গ্রন্থ মনোহর।
এ দুয়ের সার ছিল তাহার ভিতর॥
উত্তম কলম্‌দান অত্যন্ত শোভিত।
খাটের নীচেতে তাহা হয়েছে সজ্জিত॥
অপর পুস্তক এক তথা শোভা পায়।
বিমোহিত হয় মন দেখিলে তাহায়॥

মীর হসনের পদ্য আর সওদার।
তাহার ভিতরে ছিল অনেক প্রকার॥
সুন্দর গঞ্জিফা তথা হয়েছে স্থাপন।
অন্য দিকে পাশা আছে অতি সুশোভন॥
কাবাব্, পিয়ালা আর মদের বোতল।
চৌকীর উপরে সাকি রাখে এ সকল॥
রেখ্যেছিল বটে মদ্য কর্য়ে সংগোপন।
না হয় গোপন তাহা করিলে সেবন॥
পাচক দিগকে বলে হও সাবধান।
সমুদয় খাদ্য যেন থাকে বিদ্যমান॥
এই রূপে দ্রব্য সব হল্যে আয়োজন।
সুন্দরী সে স্থান হৈতে উঠিল তখন॥
সন্ধ্যাকালে রত্ন ছড়ি করিয়া ধারণ।
কেয়ারির ধারে করে সন্তোষে ভ্রমণ॥

বেনজির দ্বিতীয় বার আসিয়া বদ্রেমুনি-
রের সহিত সাক্ষাৎ করেন,
তাহার বর্ণন।

মিলনের মদ্য সাকি দাও শীঘ্রগতি।
বিরহে হয়েছে দেখ বিশেষ দুর্গতি॥

—এ দিকেতে বেনজির ছিলেন কাতর।
সন্ধ্যাকাল হল্যে তাঁর হল্যো অবসর॥
সে দিন তিনিও কিছু হল্যেন শোভিত।
হরিত বর্ণেতে বস্ত্র করেন রঞ্জিত॥
যত্নে কর্য্যে তামামির সঞ্জাফ্ নির্ম্মাণ।
পরিশেষে করিলেন তাহা পরিধান॥
সুবিমল নবরত্ন বাহুর উপর।
তাহাতে হইল শোভা অতি মনোহর॥
কলের অশ্বের পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
আনন্দে আকাশ-পথে করেন গমন॥
ভ্রমণ করিতেছিল সুন্দরী যথায়।
তথা গিয়ে উপস্থিত হল্যেন ত্বরায়॥
বদ্রেমুনির তাঁরে কর্য্যে দরশন।
বৃক্ষের অন্তরে গিয়ে হইল গোপন॥
দেখিল গোপন ভাবে কর্য্যে প্রণিধান।
সুবেশে এস্যেছে যুবা হয়্যে শোভমান্॥
পরিধান ধানিযোড়া শোভিছে সুন্দর।
তৃণেতে লুকায়্যে যেন আছে শশধর॥
সে রূপ যদ্যপি তুমি করিতে ঈক্ষণ।
তখনি বলিতে তবে এরূপ বচন॥

রজনীর পতি যেন রজনী সময়।
ধানের ভূমিতে আসি হয়্যেছে উদয়॥
রূপ বেশ সে যৌবন সুন্দর এমন।
পান্নায় শোভিছে যেন সূর্য্যের কিরণ॥
হরিত বর্ণের বস্ত্র ছিল দেহ ময়।
জ্বলিছে অগ্নির শিখা এই জ্ঞান হয়॥
তাহা দেখ্যে সুন্দরীর ইচ্ছা হল্যো মনে।
শীঘ্র গিয়ে দগ্ধ হয় সেই হুতাশনে॥
তাহার মনন বুঝে কোন এক দাসী।
বলিল এ কথা তার নিকটেতে আসি॥
সম্প্রতি ইহাঁকে লয়্যে বল কোথা যাই।
যে খানে আদেশ হয় সে খানে বসাই॥
সুন্দরী বলিল পরে এরূপ বচন।
সেই যে সজ্জিত আছে সুন্দর ভবন॥
অবিলম্বে লয়্যে যাও গোপনে তথায়।
দেখ্যো দেখ্যো কেহ যেন দেখিতে না পায়॥
আদেশ পাইয়া দাসী করিয়া গোপন।
তাঁহাকে লইয়া তথা করিল গমন॥
ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল্যো বেনজির।
ত্বরায় আইল তথা বদ্রেমুনির॥

সুন্দরীর রূপ বেশ করো্যে দরশন।
অমনি হলো্যেন তিনি বিমোহিত মন॥
এক বারে ধৈর্য্য হীন হইল অন্তর।
লজ্জার সহিত হলো্যা প্রেমের সমর॥
প্রণয়ে প্রিয়ার হস্ত ধরো্যে নিজ করে।
সত্বরেতে টানিলেন শয্যার উপরে॥
সুন্দরী বলিল কথা হইয়া সত্বর।
কি কর কি কর তুমি ছেড়ে দাও কর॥
এ রূপ প্রণয় আছে যাহার সহিত।
এ রূপ করিয়া তারে হইও মোহিত॥
বেনজির বলিলেন অতি অকপটে।
ক্ষণ কাল বসো্যা প্রিয়ে আমার নিকটে॥
বহু ক্ষণ হৈতে মন আছে উচাটন।
এক বার প্রিয় ভাবে কর আলিঙ্গন॥
এই রূপে বহু বিধ বিনয়ের পরে।
সুন্দরী বসিল গিয়্যে শয্যার উপরে॥
আরম্ভ হইলে পরে সুরার সেবন।
অপর প্রকার রীতি হইল তখন॥
উভয়ে প্রমত্ত হয়ো্যে সন্তোষিত মন।
হইতে লাগিল কত কথোপকথন॥

সে কালে সে খানে ছিল যত দাসীগণ।
কর্ম্ম করিবার ছলে করিল গমন ॥
ক্রমে ক্রমে মদে মত্ত হয়্যে দুই জন।
একত্রে পর্য্যঙ্কে গিয়ে করেন শয়ন ॥
উভয়ে করেন সুখে প্রেম মদ্য পান।
উভয়ের আশা বৃক্ষ হল্যো ফলবান্ ॥
সুখেতে মিলিল মুখ অধরে অধর।
দেহে দেহ মিলে গেল অন্তরে অন্তর ॥
সন্তোষে মিলিত হল্যো নয়নে নয়ন।
দূরে গেল উভয়ের মনের বেদন ॥
হৃদয়ে হৃদয় যোগে কত সুখ ভোগ।
পরস্পর কলেবরে করতল যোগ ॥
ছিঁড়ে গেল সুন্দরীর কাঁচলি বন্ধন।
খুলে গেল যুবকের কুঞ্চিত বসন ॥
উভয়ের দুঃখ চিন্তা গেল সমুদয়।
এক বারে উভয়ের প্রফুল্ল হৃদয় ॥
উভয়ে করিলে দেহ বস্ত্রে আচ্ছাদন।
চন্দ্র সূর্য্য হল্যো যেন একত্রে গোপন ॥
ক্রমে ক্রমে লজ্জা হীন হইলে উভয়।
আনন্দের দ্বার মুক্ত হল্যো সে সময় ॥

এই রূপে আশা মদ পান করি পরে।
শয্যা হৈতে দুই জন উঠেন সত্বরে॥
আরক্ত হইল কারো সুচারু বদন।
কারো মুখ শুক্ল বর্ণ হইল তখন॥
প্রণয়ের শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে।
পর্য্যঙ্ক হইতে নিম্নে নামেন ত্বরিতে॥
সুখের আস্বাদ মদে প্রমত্ত হইয়া।
নিরবেতে থাকিলেন শয্যায় বসিয়া॥
স্বেদে যেন সুন্দরের ডুবিল শরীর।
ও দিকে সুন্দরী আছে হয়্যে নতশির॥
এ রূপে উভয়ে বস্যে সন্তোষ হৃদয়।
হইল প্রহর রাত্রি এমন সময়॥
উঠিলেন বেনজির বাজিলে প্রহর।
বদ্রেমুনির হল্যো তাপিত অন্তর॥
সে সময়ে কোন কথা বলিল না আর।
করিল না এক বার অপাঙ্গ বিস্তার॥
বেনজির বলিলেন করি অনুরাগ।
দেখ্যো হে প্রিয়সি যেন করিও না রাগ॥
সময়ানুসারে আমি আসিব আবার।
বদ্রেমুনির বলে যা ইচ্ছা তোমার॥

সুন্দরীর ক্রোধভাব করে্য দরশন।
কাঁদিতে কাঁদিতে যুবা করেন গমন ॥
উভয়ের প্রেমে বদ্ধ উভয় অন্তর।
উভয়ের বিরহেতে উভয়ে কাতর ॥
এই রূপে মনসুখে রাজার তনয়।
আসিতেন প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় ॥
প্রহর রজনী তথা করিয়া বিহার।
করিতেন বিমোক্ষণ প্রণয়ের দ্বার ॥
কখন বিরহে মন হৈত জ্বালাতন।
কখন মিলন সুখে সন্তোষিত মন ॥

মাহ্‌রোখ্‌ পরী বেনজিরের গুপ্ত প্রেমের
সংবাদ জ্ঞাত হয়, তাহার
বৃত্তান্ত।

অগৌণে আমাকে সাকি এনে দাও মদ।
বিরুদ্ধ হয়্যেছে গ্রহ ঘটিবে বিপদ্‌ ॥
সুখী নাহি হয় গ্রহ কাহারো মিলনে।
রাখে না বন্ধুত্ব ভাব উভয়ের মনে ॥
মিলনের শত্রু এ যে সহজে স্বাধীন।
প্রেমের রাত্রিকে করে বিরহের দিন ॥

ইহাকে লাগিল ভাল তাঁদের বিরহ।
সহ্য নাহি হল্যো প্রেম উভয়ের সহ ॥
—পরীর নিকটে গিয়ে দৈত্য এক জন।
এ রূপ সংবাদ পরে করিল জ্ঞাপন ॥
তুমি যাকে প্রিয়জন ভাবিছ অন্তরে।
আসক্ত হয়েছে সে যে অন্যের উপরে ॥
এই কথা শুনে পরী ক্রোধে কম্পবান।
জ্বলিতে লাগিল যেন অগ্নির সমান ॥
বলিতে লাগিল মুখে এ রূপ বচন।
এ আবার কি হইল বিপদ্ ঘটন ॥
দিব্য করিলাম অদ্য স্মর্য়্যে সোলেমানে।
অবিলম্বে আমি তারে বিনাশিব প্রাণে ॥
পরেতে দৈত্যের প্রতি বলিল বচন।
আমাকে বলিয়া দাও তার বিবরণ ॥
দৈত্য বলে কোন এক উদ্যান ভিতরে।
তোমার বান্ধব ছিল প্রফুল্ল অন্তরে ॥
তাহার নিকটে ছিল এক রূপবতী।
তার করে কর যোগে প্রফুল্লিত মতি ॥
হঠাৎ সে দিকে আমি উড়ে গেলে পর।
তাহারা উভয়ে হল্যো দৃষ্টির গোচর ॥

দৈত্য মুখে শুনে পরী এই সমাচার।
ক্রোধে বলে যদি আমি দেখা পাই তার॥
তবে সে দুষ্টাকে সদ্য করিব ভক্ষণ।
সপত্নী হয়্যেছে, তার নাই কি মরণ॥
আমার নিকটে অগ্রে আসুক দুর্ম্মতি।
খণ্ড খণ্ড কর্য্যে বস্ত্র করিব দুর্গতি॥
কর্য্যেছিল দুরাত্মা কি এই অঙ্গীকার।
কেমন স্বভাব তার বুঝিব এবার॥
সত্য কথা বল্যেছেন পিতৃলোক গণ।
নর জাতি নাহি করে প্রতিজ্ঞা পালন॥
বসিয়া রহিল পরী সরাগ হৃদয়।
আইলেন বেনজির এমন সময়॥
তার ক্রোধে ভয় যুক্ত হল্যেন এমন।
মৃত হইলেন যেন থাকিতে জীবন॥
পরে পরী রাজপুত্রে করি নিরীক্ষণ।
বিপদের ন্যায় যেন করে আক্রমণ॥
নিষ্ঠুর ভাবেতে তাঁকে বলে বার বার।
অরে দুষ্ট শোন্‌ তুই বচন আমার॥
হায় হায় এ কি কর্ম্ম করিলি এখন।
দিয়েছি ঘোটক তোকে করিতে ভ্রমণ॥

সেই কুলটার সঙ্গে করিবে প্রণয়।
এই জন্য তোকে আমি দিয়েছি কি হয়॥
আমাকে ছাড়িয়া তুই করিস্ গমন।
গোপনে গোপনে হয় প্রেম সম্পাদন॥
পূর্ব্বেতে কি করেছিলে এই অঙ্গীকার।
অবশ্যই প্রতিফল পাইবে ইহার॥
রজনীতে সুখে যত করেছ ভ্রমণ।
বহু দিন সে সকল করিবে স্মরণ॥
আপন প্রেমের ফল দেখিবে সত্বরে।
থাক থাক ফেলিতেছি কূপের ভিতরে॥
জীবন বিনাশ করে ফল নাই তায়।
আমি কি করিব তোর ভাগ্য এই চায়॥
সর্ব্বদা থাকিবে বদ্ধ বিপদের কূপে।
যে রূপে হেঁসেছ অগ্রে, কাঁদিবে সে রূপে॥
এই কথা বল্যে পরে অতি ক্রোধ মনে।
অবিলম্বে ডাকাইল দৈত্য এক জনে॥
বলিল তাহার প্রতি এ রূপ বচন।
ইহার রোদন তুমি করো না শ্রবণ॥
কষ্টের প্রান্তর ভূমি রয়েছে যথায়।
ইহাকে লইয়া তথা যাও হে ত্বরায়॥

ক্লেশের যে কূপ আছে তাহার ভিতরে।
কয় মোন শীলা আছে তাহার উপরে॥
ইহাকে করিয়ে বন্ধ তাহার ভিতরে।
সেই শীলা দিয়ে দ্বার বন্ধ করে্যা পরে॥
সন্ধ্যা কালে কিছু খাদ্য খাওয়াবে কেবল।
পান করাইবে মাত্র এক পাত্র জল॥
ইহা ভিন্ন যাহা চাবে তাহা নাহি দিবে।
এই রূপ নিয়মেতে প্রত্যহ রাখিবে॥
হঠাৎ হইলে এই বিপদ্ ঘটন।
ভয়ে যেন যুবকের উড়্যে গেল মন॥
এই কথা শুনে দৈত্য নিকটে আসিয়া।
ধরিয়া তাঁহার হস্ত চলিল উড়িয়া॥
এ রূপ দুর্ভাগ্য কাল করে্য দরশন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি করেন রোদন॥
কাফ্ নামা পর্ব্বতের পথ সন্নিধানে।
বিপদের কূপ এক ছিল সেই স্থানে॥
তাঁহাকে লইয়া দৈত্য যাইয়া তথায়।
সেই কূপে বন্ধ করে্য রাখিল ত্বরায়॥
কূপ মধ্যে বন্ধ হল্যে রাজার সন্তান।
অতিশয় বৃদ্ধি হল্যো সে কূপের মান॥

কূপের হইল যেন সৌভাগ্য বিশেষ।
পূর্ণচন্দ্র তায় যেন করিল প্রবেশ ॥
কূপের অত্যন্ত শোভা হইল তখনি।
হইলেন তিনি তার নয়নের মণি ॥
অন্ধকার কূপ হল্যো চারু কান্তি ময়।
ফণীশিরে মণি যেন রজনী সময় ॥
তাঁহার চরণ স্পর্শ হল্যে মৃত্তিকায়।
পরিপূর্ণ হল্যো কূপ অত্যন্ত চিন্তায় ॥
যে কিছু সলিল ছিল কূপের ভিতরে।
বিস্ময়েতে সমুদায় শুখায় সত্বরে ॥
প্রস্তরেতে বদ্ধ হল্যে সে কূপের দ্বার।
রহিল না তথা আর বায়ুর সঞ্চার ॥
ছট্‌ফট্‌ করে মন থাকিয়া থাকিয়া।
ভয়েতে তাঁহার প্রাণ উঠিল কাঁপিয়া ॥
কখন যে যায় নাই গৃহের বাহিরে।
সে জন আবদ্ধ হল্যো এরূপ তিমিরে ॥
দেখিতে না পান পথ করিতে গমন।
সমুদায় অন্ধকার দেখিল নয়ন ॥
বার বার উচ্চ স্বরে করিয়া ক্রন্দন।
চারি দিকে শিরাঘাত করেন তখন ॥

ডাকিলেন যাকে তাকে হইয়া কাতর।
সে দিকেতে আসিল না কোন পান্থ নর॥
বন্ধু কি আত্মীয় কেহ ছিল না তথায়।
কেবল ঈশ্বর মাত্র ছিলেন সহায়॥
অন্ধকার কূপ যেন হল্যো মিত্রবর।
আত্মীয় হইল তথা দ্বারের প্রস্তর॥
পবনের গতি নাই বন্ধ আছে দ্বার।
কি রূপে হইবে তথা শব্দের সঞ্চার॥
কূপের ভিতরে শব্দ করিলেন যত।
অন্যেতে কি রূপে তাহা হবে অবগত॥
নিরন্তর সহযোগী হইল সে কূপ।
যে প্রকার শব্দ শুনে বলে সেই রূপ॥
কূপের সঙ্গেতে যেন হয় আলাপন।
অন্ধকার ভিন্ন কিছু নহে দরশন॥
দুর্জ্জনের মন তুল্য মন্দ অবিকল।
নরক হইতে মন্দ ছিল সেই স্থল॥
নিশির তিমির আর দিনের প্রভাব।
এ দুয়ের ভাব সদা তথায় অভাব॥
দুঃখরূপ অন্ধকার হয়্যে ঘোরতর।
সেই স্থানে বিদ্যমান্ আছে নিরন্তর॥

চিন্তা দুঃখ প্রেম আদি করিয়া ভক্ষণ।
জীবিত থাকেন কূপে রাজার নন্দন ॥
আপনার শরীরের শোণিত সকল।
পানের সময়ে যেন তাই হৈত জল ॥
হায় সে দুঃখের কথা কি করি বর্ণন।
লেখনী মসির ছলে করিছে ক্রন্দন ॥
সেই কূপ কূপ নয় বিপদ্ সমান।
দুঃখ শোক যাতনার সক্ষাৎ নিশান ॥
সংক্ষেপে হইল শেষ এ শোকের কথা
এই রূপে বেনজির থাকিলেন তথা ॥
সে কূপ হইতে তিনি পান পরিত্রাণ।
এ রূপ উপায় কিছু নাহি হয় জ্ঞান ॥
পরম ঈশ্বর প্রভু করুণা আধার।
দেখা যাক্ কোন্ দিন করেন উদ্ধার ॥
এই রূপে কারাবদ্ধ হল্যে বেনজির।
বদ্রেমুনির হল্যো অত্যন্ত অস্থির ॥
পরস্পর দুই মনে প্রেম হল্যে পর।
একের অসুখে হয় অপরে কাতর ॥
সেখানে তাঁহার যত দুঃখ ভোগ হয়।
এখানে ইহার তত শোকের উদয় ॥

সেখানেতে প্রাণ যত হয় ওষ্ঠাগত।
এখানে ইহার মন ব্যাকুলিত তত ॥
কয় দিন না আসায় রাজার কুমার।
সুন্দরীর চক্ষু সদা দেখে অন্ধকার ॥
নজ্মুন্নেসাকে কর্‌য়ে প্রিয় সম্ভাষণ।
বদ্‌রেমুনির বলে এ রূপ বচন ॥
কি ঘটনা ঘটিয়াছে বন্ধুর উপর।
কে আর জানিবে তাহা জানেন ঈশ্বর ॥
এই কথা শুনে বলে মন্ত্রীর সন্ততি।
কর্ত্রি তুমি পাগলিনী হয়েছ সম্প্রতি ॥
তোমার উপরে সেত প্রেমাসক্ত নয়।
কাযেই বলিতে হয় তাহার কি ভয় ॥
সে কি কার্য্যে আছে তাহা জানেন ঈশ্বর।
ভাল নয় তুমি হও এ রূপ কাতর ॥
থেক্যে থেক্যে সে তোমার হরিতেছে মন।
বৃথায় ব্যাকুল তুমি হয়্যো না এমন ॥
তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর দ্বন্দ্বী যেই হয়।
তার সঙ্গে প্রেম কর যে করে প্রণয় ॥
গণনা করিয়া কর ভাল মন্দ জ্ঞান।
আপনা আপনি তুমি হও সাবধান ॥

মন্ত্রীর কন্যার মুখে শুনে এই কথা।
সুন্দরী নিরব হল্যো মনে পেয়্যে ব্যথা॥
মনে মনে অতিশয় হইল কাতর।
তাহার কথায় কিছু দিল না উত্তর॥
এ রূপে কয়েক দিন গত হল্যে পর।
ক্রমেতে লাবণ্য হীন হয় কলেবর॥
পাগলের ন্যায় হয়্যে চারি দিকে যায়।
গড়াগড়ি দেয় গিয়ে বৃক্ষের তলায়॥
প্রণয়-বিরহে প্রাণ হয় জ্বালাতন।
ভয়ঙ্কর স্বপ্ন কত করে দরশন॥
মনেতে করিল ঘর বিরহের জ্বর।
মুক্তা তুল্য অশ্রু পাত হয় নিরন্তর॥
অত্যন্ত বিরক্ত জ্ঞান আপন জীবনে।
ছল করে্য সর্ব্বদাই থাকিত শয়নে॥
বিয়োগ-জ্বরের তাপে কাঁপিতে কাঁপিতে।
একাকিনী মুখ ঢেক্যে লাগিল কাঁদিতে॥
নাই আর হাস্যালাপ পূর্ব্বের মতন।
নাই সেই পান ভোগ নাই সে ভোজন॥
যে খানেতে বস্যে আর উঠিতে না চায়।
দিবা নিশী হয় ক্ষীণ প্রণয়-চিন্তায়॥

উঠ ওগো ঠাকুরাণি ! কেহ যদি বলে ।
চল তবে যাই বল্যে উঠে শীঘ্র চলে ॥
কেহ বা জিজ্ঞাসা যদি করিত এমন ।
কি প্রকার অবস্থায় রয়্যেছ এখন ॥
যুবতী বলিত তায় এ রূপ বচন ।
যেমন দেখ্যেছ তুমি, রয়্যেছি তেমন ॥
কেহ যদি কোন কথা করিত প্রচার ।
তবেই উত্তর কিছু করিত তাহার ॥
দিবসের কোন কথা সুধাইলে পর ।
বলিয়া রাত্রির কথা করিত উত্তর ॥
কেহ যদি সুধাইত করিবে ভোজন ।
তবেই বলিত কিছু কর আনয়ন ॥
কেহ যদি সুধাইত করিবে ভ্রমণ ।
বলিত বেড়াতে আর নাহি চায় মন ॥
পান করাইয়া দিলে হৈত জল পান ।
ফলত পরের বশে ছিল তার প্রাণ ॥
মনেতে প্রেমের ঢেউ উঠে বার বার ॥
পান ভোজনের জ্ঞান ছিল না তাহার ।
কুসুমের কেয়ারিতে শ্রদ্ধা নাই আর ।
করিত না পুষ্প প্রতি অপাঙ্গ বিস্তার ॥

সেই প্রিয় বান্ধবের প্রিয় কলেবর।
নয়নের অগ্রে যেন ছিল নিরন্তর॥
তাঁহারি সঙ্গেতে যেন হইত সম্ভাষ।
সর্ব্বদা শোকের পঁথি সম্মুখে প্রকাশ॥
কবিতা পাঠের যদি হৈত আলাপন।
হসনের এই পদ্য পড়িত তখন॥
"বিপদ্ ঘটায় এ যে কেমন প্রণয়।
আমা হৈতে হর্য্যে লয় আমার হৃদয়॥
মনচোর মিলাইয়া দাও পরমেশ!।
নতুবা আমার প্রাণ হয় বুঝি শেষ॥
নয়নে যে বহে নীর দোষ নাই তার।
আমাকে ডুবাল্যে কিন্তু মানস আমার॥
সে রূপ হাঁসায় নাই যত গ্রহ গণ।
যার পরিবর্ত্তে এত কাঁদায় এখন॥
বিপক্ষের দোষ নাই শুন হে হসন্।
আমাকে আমার বন্ধু করে জ্বালাতন॥
গজল্ রোবায়ি কিম্বা ফর্দ যদি হয়।
মিষ্টভাষে এ সকল পড়িবে নিশ্চয়॥
চর্চা যদি হয় তবে কর্য্যো অধ্যয়ন।
নতুবা তাহার পাঠে নাই প্রয়োজন॥

যে হেতু মনের মধ্যে সকল ব্যাপার।
মনোযোগ না থাকিলে কি ফল কথার॥
নিজ প্রাণ ব্যাকুলিত হয় যে সময়।
রোবায়ি গজল্ আদি কোথায় বা রয়॥”

বদ্‌রেমুনির বিরহে ব্যাকুলা হইয়া
হসন্‌বাইকে আহ্বান করে,
তাহার বৃত্তান্ত।

কলির বোতল তুমি আনিয়া ত্বরায়।
কেতকীর মদ্য সাকি দাও হে আমায়॥
পুষ্পপাত্রে দাও মদ অহে প্রিয় জন।
সুরাপানে সুখী হয়্যে দেখি উপবন॥
বিশেষ বৃত্তান্ত বলি শুন অতঃপরে।
সুখ দুঃখ দুই আছে সংসার ভিতরে॥
—এক দিন নিদ্রা শেষে সকাতর মনে।
সুন্দরী বলিল আমি যাব উপবনে।
তাহার সুন্দর শোভা কর্য়ে দরশন।
পুষ্পের কলির ন্যায় ফুটে যদি মন॥
যেহেতু দারুণ শোক হয়্যেছে উদয়।
অত্যন্ত কাতর হল্যো তাহাতে হৃদয়॥

পুষ্প হৈতে আসিতেছে বন্ধুর আঘ্রাণ।
এই হেতু তথা যেতে ইচ্ছা করে প্রাণ॥
তদন্তর হস্ত মুখ কর্‌য়ে প্রক্ষালন।
বিকালে সুন্দরী যায় করিতে ভ্রমণ॥
পান্নায় নির্ম্মিত মোড়া ছিল পুষ্পবনে।
সুন্দরী তথায় গিয়ে বসিল যতনে॥
জানুমধ্যে এক পদ করিয়া স্থাপন।
মোড়াতে ঝুলায়্যে দিল অপর চরণ॥
রক্তবর্ণ পদতল অতি চমৎকার।
মেহদির রক্ত রস তুল্য নয় তার॥
সুবর্ণের মল শোভে সুচারু চরণে।
তরুণ অরুণ যেন জ্ঞান হয় মনে॥
অঙ্গুলিতে সুবর্ণের অঙ্গুরী ভূষণ।
মখ্‌মলের ধারে যেন জরী সুশোভন॥
তখনি জাগ্রত হয়্যে এসেছে তথায়।
নিদ্রায় নীরস মুখ তাও শোভা পায়॥
নয়নে নিদ্রার ঘোর আলস্য সঞ্চার।
শরীরে যৌবন শোভা অতি চমৎকার॥
বিধিমতে সুপ্রকাশ যৌবন সময়।
মনোহর পয়োধর হৃদয়ে উদয়॥

স্বরূপে হইয়া মত্ত করো্যে অহঙ্কার।
আপনার অবয়ব দেখে বার বার॥
দাঁড়াইয়া ছিল দাসী হুঁকা লয়্যে করে।
লালাফুল ছিল সেই হুঁকার ভিতরে॥
কাঁচের নির্ম্মিত হুঁকা তাহে রত্নময়।
সুন্দর জরীর নল শোভা অতিশয়॥
নলের সুন্দর পাক শোভে এ প্রকার।
অন্য শোভা তুচ্ছ হয় নিকটে তাহার॥
মুখনল মুখে দিয়ে করে ধূম পান।
সেই ধূঁয়া দরশনে হয় এই জ্ঞান॥
বিরহ অনলে জ্বলে জীবন তাহার।
সেই ছলে তার ধুঁয়া করে পরিহার॥
থেক্যে থেক্যে রূপবতী চারি দিকে চায়।
রয়্যেছে তথায় যেন কারো অপেক্ষায়॥
সুন্দরীর চারি দিকে থেক্যে দাসী গণ।
আপন আপন কর্ম্ম করে সম্পাদন॥
ময়ূরছল্ ধর্যে কেহ, কেহ পিক্দান।
কারো হস্তে পুষ্পপাত্র কারো হস্তে পান॥
স্বভাবত সকলেই প্রফুল্ল অন্তর।
বেশ ভুষা সমুদয় ছিল মনোহর॥

লজ্জিতের ন্যায় হয়্যে বিনত নয়নে।
বিধিমতে দাঁড়াইয়া ছিল দাসী গণে॥
ভঙ্গিভাবে তারা যাকে করে দরশন।
একেবারে বিমোহিত হয় তার মন॥
চৌকীর উপরে বস্যে সহচরী গণ।
সুন্দরীর চারি দিকে করেয়্যেছে বেষ্টন॥
তাহাতে যে রূপ শোভা বলা নাহি যায়।
নক্ষত্রের মাঝে যেন শশী শোভা পায়॥
তাহার বিচিত্র রূপে শোভে উপবন।
তাহাই দেখিছে যেন যত পুষ্প গণ॥
উদ্যান উজ্জ্বল রূপ ধরেয়্যেছে তাহায়।
শোভা পায় কলি আর পুষ্প সমুদায়॥
আতরেতে পরিপূর্ণ ছিল অবয়ব।
তাহাতে দ্বিগুণ ঘ্রাণ ধরে পুষ্প সব॥
ব্যাপিল নারীর রূপ উপবন ময়।
তাহা দেখ্যে লালাফুল হীনবর্ণ হয়॥
গোলাব্-ফুলের ন্যায় হল্যো লালাফুল।
মল্লিকার ন্যায় হল্যো গোলাপের ফুল॥
বৃক্ষেতে রূপের জ্যোতি পড়িল যখন।
ধরিল দ্বিগুণ রূপ যত পত্র গণ॥

সুন্দরীর অধিষ্ঠানে উপবন ময়।
অতি অপরূপ শোভা হইল উদয়॥
উপবন সেই শোভা দেখিয়া নয়নে।
দেখিতে না চায় যেন নিজ পুষ্প গণে॥
একত্র হইয়া বলে পুষ্প সমুদয়।
উদ্যানের প্রাণ ইনি এই জ্ঞান হয়॥
তথাকার দ্বার ভিত হইল বিস্ময়।
সেই রূপ সকলের হল্যো মনোময়॥
ইতিমধ্যে রূপবতী ভাবি কিছু মনে।
বলিল এরূপ কথা সত্বর-বচনে॥
কোথা দাসি! শীঘ্র তথা করিয়া গমন।
হসন্‌বাইকে হেথা কর আনয়ন॥
উত্তম সময় এ যে শোভা অতিশয়।
করুক সঙ্গীত চর্চ্চা এমন সময়॥
অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে রয়েছি এখন।
তাহা হল্যে যদি কিছু সুস্থ হয় মন॥
কোন মতে সুস্থ নয় আমার হৃদয়।
থেক্যে থেক্যে প্রাণ যেন জ্বলে অতিশয়॥
ইহা শুনে এক দাসী করিয়া গমন।
হসন্‌বাইকে শীঘ্র ডাকিল তখন॥

আসিতে লাগিল বাই এমন শোভায়।
সকল লোকের প্রাণ মুগ্ধ হয় তায়॥
মাদকেতে মত্ত হয়্যে করে্যছে গমন।
রীতিমত ভূমিতলে পড়ে না চরণ॥
মাদকের মত্ততায় উষ্ণতা উদয়।
তাহাতে হয়্যেছে মুখ রক্তবর্ণ ময়॥
চিকুর পড়্যেছে তার মুখের উপর।
শশাঙ্কের চারি দিকে যেন জলধর॥
ওষ্ঠের উপরে শোভে সুন্দর মঞ্জন।
দেখিলে তাহার শোভা মুগ্ধ হয় মন॥
কাণে তার কাণবালা রয়্যেছে কেবল।
অবিকল তাহা যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥
মনোহর পেশ্‌ওয়াজ্‌ পরিধেয় তার।
নর্‌গেশ্‌ কুসুমের শোভাময় হার॥
কিম্‌খাব্‌ বস্ত্রেতে তার আবৃত চরণ।
তাহার শোভায় পদ অতি সুশোভন॥
বেঁধেছে চুলের ঝুঁটি মস্তক উপরে।
পীতবর্ণ শাল কিবা শোভে কলেবরে॥
কাঁপাইয়া কটিদেশ করে্যছে গমন।
গতির ভঙ্গিমা আর না দেখি তেমন॥

শব্নমের কাঁচলিতে শোভে পয়োধর।
জরী যুক্ত ধার তার অতি মনোহর॥
মেহদি রঞ্জিত ছিল যুগল চরণ।
তোড়া ছড়া অলঙ্কার তাহে সুশোভন॥
এক এক পদে আছে দুই দুই মল।
সুবর্ণ নির্ম্মিত তাহা সহজে বিমল॥
তুলে ধর্য্যে পেশ্ওয়াজ্ দ্রুতগতি যায়।
মলে মলে যোগ হয়্যে শব্দ হয় তায়॥
তাহাতে তাহার শোভা হইল এমন।
দৃষ্ট মাত্রে মুগ্ধ হয় জগতের মন॥
অপর কয়েক নারী সুন্দর আকার।
নিজ নিজ সাজ লয়্যে সঙ্গে যায় তার॥
এই রূপে ভঙ্গিভাবে যাইয়া ত্বরায়।
সারি সারি হয়্যে সবে দাঁড়ায় তথায়॥
আসন পাতিত ছিল তাহার সম্মুখে।
বসিল তথায় সবে মানসের সুখে॥
গৌরী গাইবার আজ্ঞা হইল যখন।
নিজ নিজ সাজ সবে করিল ধারণ॥
পরে তব্লার সুর বাঁধিল এমন।
প্রত্যেক চাপড়ে তায় হর্য্যে লয় মন॥

গাইতে লাগিল টপ্‌পা এরূপ বিধানে।
হয়্যে লয় প্রাণ, তার এক এক তানে॥
সঙ্গীতের ভাব আর তাহাদের বেশ।
অপর সে আরামের শোভা সবিশেষ॥
তাহার বৃত্তান্ত আমি কি বলিব আর।
সে সময়ে হল্যো কিবা শোভা চমৎকার॥
চারি দণ্ড দিন মাত্র থাকিল যখন।
তখন হইল হ্রাস সূর্য্যের কিরণ॥
কোন স্থানে তরুছায়া শোভার আকর।
কোন স্থানে কিছু কিছু দিবাকর-কর॥
কোথাও ধানের তরু চারু সুশোভন।
সর্ষপের ফুল কিবা হরিতেছে মন॥
পাদপের অবয়ব সুবর্ণ মণ্ডিত।
কোন কোন তরুদেহ রজত রঞ্জিত॥
প্রস্ফুটিত লালাফুল শোভে অতিশয়।
হাজারা ফুলের রূপ বর্ণন না হয়॥
তথাকার যাবতীয় ভিত আর দ্বার।
হয়্যেছে হয়্যেছে সব আরক্ত আকার॥
অস্তগামী আদিত্যের আরক্ত কিরণ।
তাহার আভায় শোভে যত তরু গণ॥

অতিশয় শোভা পায় ফোয়ারার জল।
বৃক্ষেতে বসিয়া ডাকে বিহঙ্গ সকল॥
কোন স্থানে ঝাউ গাছ কোথাও লহর।
লহরে জলের ঢেউ বহিছে সুন্দর॥
ধীরে ধীরে নওবৎ বাজে নানা মত।
দূর হৈতে তার শব্দ হয় কর্ণগত॥
সুন্দরী কামিনী যত নাচিছে সেখানে।
উঠিছে মধুর সুর তাহাদের গানে॥
হৈতেছে গৌরীর তান অতি পরিপাটি।
মাঝে মাঝে চলিতেছে তব্‌লায় চাটি॥
নাচিতে নাচিতে তারা করে দিয়ে কর।
মর্দ্দন করিছে যেন লোকের অন্তর॥
তালে তালে পদাঘাত করিছে এমন।
থেক্যে থেক্যে দুলে দুলে উঠিছে দামন॥
এরূপ মধুর ভাব কর্য্যে দরশন।
কেবল মোহিত নহে মানুষের মন॥
পশু পক্ষী আদি যত জন্তু সমুদয়।
সকলেই হইতেছে মোহিত হৃদয়॥
সঙ্গীত শ্রবণে হয়্যে বিমোহিত কায়।
যে যথা দাঁড়ায়্যে ছিল রহিল তথায়।

যে জন যে খানে থেক্যে শুনিল সঙ্গীত।
সে খানে রহিল সেই হইয়া মোহিত॥
পশ্চাতে যে জন ছিল পশ্চাতে সে রয়।
অগ্রেতে যাইতে তার শক্তি নাহি হয়॥
যে খানে যে বস্যে ছিল রহিল তথায়।
এমন না ছিল শক্তি উঠ্যে চল্যে যায়॥
নর্‌গেস্‌ ফুল যেন মীলিয়া নয়ন।
তথাকার চারু শোভা করে দরশন॥
কুসুম সকল যেন তুল্যে নিজ কাণ।
মনোযোগ করে্য সুখে শুনিতেছে গান॥
ঢুলিতেছে তরু যেন সঙ্গীতের ভাবে।
দাঁড়াইয়া আছে ঝাউ অচল স্বভাবে॥
বৃক্ষের উপর হৈতে পক্ষীগণ যত।
ক্রমে ক্রমে ভূমিতলে পড়ে অবিরত॥
তথাকার সমুদায় দ্বার আর ভিত।
স্থির ভাবে আছে যেন হইয়া মোহিত॥
যাবতীয় কুম্‌রি পাখী প্রফুল্ল অন্তরে।
সঙ্গীত শ্রবণে সবে সুখে রব করে॥
বুল্‌বুল্‌, গানের ভাবে করিছে ক্রন্দন।
সেই জলে পূর্ণ যেন হল্যো উপবন॥

লহরের ধারে ছিল শিলা সমুদায়।
দ্রব হয়্যে তারা যেন জল হয়্যে যায়॥
সঙ্গীতের ভাবে যেন হইয়া বিহ্বল।
উথল্যে উঠিল সব ফোয়ারার জল॥
জগতের মধ্যে গান কিবা মধুময়।
যাহার মধুর ভাবে শিলা জল হয়॥
সঙ্গীতের সদালাপ হইল এমন।
বিস্ময়ে নিমগ্ন হল্যো সকলের মন॥
বদ্‌রেমুনির হয়্যে বিরহে কাতর।
হায় হায় এই শব্দ করে নিরন্তর॥
স্মরণ করিয়া মনে নিজ প্রিয় জন।
বদনে বসন দিয়া করিল রোদন॥
সঙ্গীতের সমীরণ বহিল এমন।
দ্বিগুণ জ্বলিল তায় বিরহ দহন॥
বলিতে লাগিল পরে সখেদ বচনে।
বৃথায় আমোদ করি এসে উপবনে॥
হায় হায় কাছে নাই সেই প্রিয় জন।
স্মরণ মঙ্গল তার হইল এখন॥
সেই জানে যেই জন কর্যেছে প্রণয়।
প্রিয় না থাকিলে বন অগ্নিতুল্য হয়॥

বিরহ ভাবনা যার পিছে পিছে রয়।
কখন কি তার মন সন্তোষিত হয়॥
দুঃখের দারুণ শূল থাকে যদি মনে।
কণ্টক সমান জ্ঞান হয় পুষ্প গণে॥
যার মনে প্রিয় জন সদা দীপ্তি পায়।
সেও কি মোহিত হয় বৃক্ষের শোভায়॥
আপনার প্রেমিকের তত্ত্ব নাই যার।
সে জন পুষ্পের শোভা কি দেখিবে আর॥
এই বল্যে তথা হৈতে করিয়া গমন।
পর্য্যঙ্ক উপরে গিয়ে করিল শয়ন॥
গমনের পরে তার যত দাসী গণ।
কে কোথায় একেবারে করিল গমন॥
—এ সকল দেখ্যে আমি হয়্যেছি বিস্ময়।
একেবারে বুদ্ধিহীন হয়্যেছে হৃদয়॥
অহে জগদীশ! এই সংসার উদ্যান।
কর্য্যেছ কর্য্যেছ তুমি কেমন বিধান॥
ক্ষণে ক্ষণে রীতি সব পরিবর্ত্ত হয়।
এখনি যা হয় তাহা পরে নাহি রয়॥
ক্ষণে শীত ক্ষণে হয় বসন্ত সময়।
দিবা রাত্রে সংসারের এক রীত নয়॥

বেনজিরের বিরহে বদ্রেমুনির যেরূপ ব্যাকুলিতা হয়, তাহার বর্ণন।

অহে সাকি! মদ্য দাও হইয়ে সত্বর।
রজনীর ব্যবধানে গেল দিবাকর॥
বিরহের নিশি ক্রমে হইল উদয়।
বিরহীগণের যেন ঘটিল প্রলয়॥
—সুন্দরী শয়ন করে্য পর্য্যঙ্ক উপরে।
বলিল সকলে যাও গৃহের অন্তরে॥
বিরহ চিন্তায় হয়ে্য ব্যাকুলিত মন।
একাকিনী হয়ে্য করে অত্যন্ত রোদন॥
ক্রমে ক্রমে হল্যো তার এত অশ্রুপাত।
সেই জলে মুখ ধৌত করিল প্রভাত॥
—প্রভাতের মদ সাকি! দাও হে এখন।
কেঁদে কেঁদে করিলাম যামিনী যাপন॥
শোকরূপ দিবাকর হইল উদয়।
ঔদাস্যের দিন ক্রমে প্রকাশিত হয়॥
—পরে সেই রূপবতী লইয়া দর্পণ।
বদনের প্রতিবিম্ব দেখিল যখন॥

একেবারে অভিভূত হইল হৃদয়।
চিত্রের সমান থাকে হইয়া বিস্ময়॥
দেখিল সমস্ত দেহ হয়েছে এমন।
কেহ যেন করিয়াছে ইহা নিষ্পীড়ন॥
পরেতে গগণে করে্য নয়ন নিবেশ।
বিলাপে করিয়া মনে স্মরে পরমেশ॥
এই রূপে মনে মনে করে্য অনুযোগ।
এ দিক্ ও দিকে পরে করে মনোযোগ॥
বদন হইতে হয় বচন প্রকাশ।
কিন্তু তার নিরন্তর অন্তর উদাস॥
ভাল মন্দ বিবেচনা ছিল না তাহার।
স্বভাবে অভাব যেন উন্মাদ আকার॥
নাহি দেখে এক বার আপন শরীর।
বেশ হীন হইয়াছে মুখ আর শির॥
শিরে নাই আবরণ ছুঃখ নাই তায়।
সুমলিন কুর্ত্তি আছে কাঁচলি কোথায়॥
ছু দিন দিয়েছে মিশি দাঁতে আছে তাই।
নাই নাই সে কেশের কিছু বেশ নাই॥
সুচারু হৃদয়ে তার নাই আবরণ।
বোধ হয় বুক যেন হল্যো বিদারণ॥

অতিশয় সুখময় প্রভাত সময়।
তাহার পক্ষেতে যেন হল্যো শোক ময়॥
অঞ্জনের আবশ্যক ছিল না তাহার।
নয়নাগ্রে শোক-সন্ধ্যা সদাই প্রচার॥
সুন্দরী গণের এ কি ভাব মনোহর।
দুঃখেও দ্বিগুণ শোভা ধরে কলেবর॥
এ রূপেও রূপবতী রূপহীন নয়।
মন্দ হয়্যে থাকিলেও ভাল জ্ঞান হয়॥
সে রূপ বিরূপ নয় দুঃখের সময়।
ভালোর সকলি ভাল জানিবে নিশ্চয়॥
শোকে তার কপালের মাংস সমুদায়।
কুঞ্চিত হইয়া যেন তাও শোভা পায়॥
এমন সুন্দর শোভা হইতেছে তায়।
মদের নদীতে যেন ঢেউ চল্যে যায়॥
শোক-জলে পরিপূর্ণ নয়ন যুগল।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা যেন আছে অবিকল॥
বিরহের জ্বরে গাল হয়্যেছে এমন।
বিকালে যে রূপ হয় লালাফুল গণ॥
আবরণ দেওয়া নাই বুকের উপরে।
তাহাতে হৃদয় যেন চারু শোভা করে॥

এ প্রকার পরিষ্কার ছিল সে হৃদয়।
সুখের প্রভাত যেন হয়েছে উদয়॥
কৃশতায় পীতবর্ণ হয়েছে বদন।
ভাবনায় দীর্ঘ শ্বাস বহে প্রতি ক্ষণ॥
তাহাতেও চারু শোভা হয়েছে এমন।
জ্যোৎস্নায় বহিছে যেন শীতল পবন॥

বেনজিরের অদর্শনে বদ্‌রেমুনির ব্যাকুলা হয় এবং নজ্‌মুন্‌নেসা তাহাকে প্রবোধ দেয়, তাহার বর্ণন।

অহে সাকি! শুন তুমি আমার বচন।
সত্বরে উত্তম মদ্য কর আনয়ন॥
—পরে সেই রূপবতী বদ্‌রেমুনির।
বিরহের ফাঁদে পড়ো হইল অস্থির॥
একে অপরূপ রূপ তাহাতে যৌবন।
তাহাতে এ রূপ শোক হইল ঘটন॥
এমন যাতনা দেখো দেহ হয় ভেদ।
কি খেদ কি খেদ ইহা কি খেদ কি খেদ॥
বসিবার কালে হয়ো অত্যন্ত কাতর।
অসুখে নিশ্বাস ত্যাগ করে নিরন্তর॥

তাহা দেখ্যে এই রূপ হৈত নিরূপণ।
সুখের শরীর তাই হৈতেছে এমন॥
ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় করিত রোদন।
অন্যকে দেখিবা মাত্র মুদ্রিত নয়ন॥
আপনার সখিগণে ভুলাইয়া ছলে।
একাকিনী বস্যে গিয়ে পাদপের তলে॥
সন্ধ্যা কালে বেনজির কর‍্যে আগমন।
যে বৃক্ষের অন্তরেতে হৈতেন গোপন॥
দিবসের শেষ ভাগে তথায় যাইয়া।
সায়াহ্ন পর্য্যন্ত নিত্য থাকিত বসিয়া॥
এই রূপে এক মাস হইল যাপন।
দৃষ্টি গত হইল না সেই প্রিয় জন॥
ক্রমে ক্রমে রূপ হীন হল্যো কলেবর।
মনের অসুখে বস্যে কাঁদে নিরন্তর॥
সময় যাপন হয় সকাতর মনে।
বিরক্তি প্রকাশ করে শয়নে ভোজনে॥
প্রেমের মত্ততা ক্রমে হইলে উদয়।
উন্মাদের ন্যায় হল্যো তাহার হৃদয়॥
নিকট হইতে লজ্জা করিল প্রস্থান।
প্রেমেতে বুদ্ধিতে হল্যো সমর বিধান॥

সর্ব্বদা নিরব হয়্যে রহিল তখন।
দিন দিন দুর্ব্বলতা করে আক্রমণ॥
এরূপ অবস্থা তার দেখিয়া নয়নে।
মন্ত্রীর তনয়া তারে বলিল যতনে॥
বদ্‌রেমুনির! তুমি ছিলে গো এমন।
করিতে সকল জনে বুদ্ধি বিতরণ॥
এখন কোথায় গেল সেই বিবেচনা।
মুগ্ধ হয়্যে কেন কর এরূপ শোচনা॥
বিদেশীর সঙ্গে কেহ করে কি প্রণয়।
যোগী কি কখন কারো প্রিয় জন হয়॥
তাহারা দু চারি দিন থাকে প্রেমময়।
প্রথমেতে করে প্রেম শেষেতে না রয়॥
এক স্থানে নাহি থাকে নানা স্থানে যায়।
যখন যে খানে বস্যে তখন তথায়॥
ওগো দিদি! কি কথায় এত ভুলে রও।
পাগলিনী কেন হও নিজ তত্ত্ব লও॥
ওগো প্রণয়িনি! আমি বলি শুন তবে।
যে জন আমার প্রতি প্রেমাসক্ত হবে॥
প্রথমেই সেই জন অতি অকপটে।
দিবেই আপন মন আমার নিকটে॥

সে আসক্ত জন যদি না হয় আমার।
আমিও তাহার চেষ্টা করিব না আর॥
পরীকে লইয়া সুখী হবে সেই জন।
বৃথা তুমি বস্যে আছ তাকে দিয়ে মন॥
যদি সেই প্রিয় জন চাহিত তোমায়।
তবে কি অদ্যাপি তাকে দেখা নাহি যায়॥
বদ্‌রেমুনির পরে বলিল এমন।
নজ্‌মুন্‌নেসা! শুন আমার বচন॥
না কর কাহারো নিন্দা কাহারো গোচর।
যেহেতু মনের কথা জানেন ঈশ্বর॥
সে জন উত্তম লোক উত্তম অন্তর।
জানি না কি ঘটিয়াছে তাহার উপর॥
এত দিন গত হল্যো এল্যো না যখন।
তখন আমার মন ভাবিছে এমন॥
কারাগারে বন্ধ বুঝি হয়্যেছে তথায়।
কিম্বা কোন কারণেতে আসিতে না পায়॥
দিবা নিশি এই ভয় হৈতেছে আমার।
সে পরী না পেয়্যে থাকে এই সমাচার॥
বিপদে না ফেল্যে থাকে সেই প্রিয় জনে।
কারাতে না রেখ্যে থাকে নিগূঢ় বন্ধনে॥

কোপ যুক্ত হয়্যে পরী আপন অন্তরে।
তাহাকে না ফেল্যে থাকে কোহ্‌কাফ্ ভিতরে॥
পরেস্তান্ হৈতে সেই প্রিয়কে আমার।
বাহির না কর্য্যে থাকে কর্য্যে তিরস্কার॥
এ প্রকার ভয়োদয় হয় ক্ষণে ক্ষণে।
নিক্ষেপ না কর্য্যে থাকে দৈত্যের বদনে॥
সহিতে পারিব্‌ আমি তার অদর্শন।
প্রাণে যেন বেঁচে থাকে সেই প্রিয় জন॥
এই রূপে বহু খেদ করিয়া তখন।
করিতে লাগিল পরে অত্যন্ত রোদন॥
তাহাতে এ রূপ অশ্রু পড়ে বার বার।
গাঁথিতে লাগিল যেন মৌক্তিকের হার॥
পরিশেষে বদনেতে দিয়ে আবরণ।
পর্য্যঙ্কের এক ধারে করিল শয়ন॥

কূপস্থিত বেনজিরকে বদ্‌রেমুনির স্বপ্নে দর্শন করে এবং নজ্‌মুন্‌নেসা যোগিনী হয়, তাহার বৃত্তান্ত।

মদের পিয়ালা সাকি কর আনয়ন।
প্রকাশ হউক যত গুপ্ত বিবরণ॥

সন্তোষে অন্যের কর্ম্ম কর সমাধান।
পরিশেষে এ সংসার স্বপ্নের সমান ॥
—সে রূপসী নিদ্রাগত হইল যখন।
বিপদে পড়েছে প্রিয় জানিল তখন ॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় স্বপ্ন দেখিল এমন।
শত্রুও না দেখে যেন তেমন স্বপন ॥
এরূপ প্রান্তর এক দেখিল নয়নে।
রোস্তম্ যাহাকে দেখ্যে ভীত হয় মনে ॥
নাই কোন পশু তথা নাই কোন নর।
কেবল রয়েছে এক প্রকাণ্ড প্রান্তর ॥
কিন্তু এক কূপ আছে তাহার ভিতর।
নিশ্বাসের ধূঁয়া তায় বহে নিরন্তর ॥
তার মুখে দেওয়াছিল এমন পাষাণ।
লক্ষ লক্ষ মোন হবে তার পরিমাণ ॥
তাহা হৈতে এই শব্দ হৈতেছে বাহির।
কোথায় রহিলে তুমি বদ্‌রেমুনির ! ॥
তোমার বিরহ-কূপ অতি ভয়ঙ্কর।
আবদ্ধ হয়েছি আমি তাহার ভিতর ॥
ক্ষণেও তোমাকে আমি ভুলি নাই প্রাণ ! ।
কি করি হয়েছে বড় বিপদ্ বিধান ॥

কারাগারে থেক্যে করি তোমাকে স্মরণ।
সদা ভাবিতেছি আমি তোমার মিলন॥
দেখাও যদ্যপি তুমি আপন বদন।
এ কারা বন্ধন তবে হয় বিমোচন॥
কিছু মাত্র ভীত নই আপন মরণে।
সংবাদ না পাবে তুমি এই খেদ মনে॥
তোমার দর্শন যদি পাই এ সময়।
আমার পক্ষেতে তাহা হয় সুখোদয়॥
তোমার সাক্ষাতে হল্যে মৃত্যু সংঘটন।
সেই মৃত্যু, মৃত্যু নয় তাহাই জীবন॥
বৃথা আমি করিতেছি এরূপ মনন।
মরণ না হল্যে পর না হবে মিলন॥
দুই এক দিনে হবে মরণ বিধান।
কূপেই বাহির হবে আমার এ প্রাণ॥
বদ্রেমুনির শুনে এ রূপ বচন।
উত্তর করিতে তার করিল মনন॥
সিদ্ধ না হইল আশা বিরূপ ঈশ্বর।
নাহি শুনাল্যেন তাঁকে তাহার উত্তর॥
ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাহার।
নয়নেতে অশ্রুপাত হয় বার বার॥

সেই কূপ সেই বন্ধু দেখিতে না পায়।
সে দুঃখের কথা আর শুনা নাহি যায়॥
আপন বন্ধুর কথা শুনিয়া স্বপনে।
উঠিল ক্ষিপ্তের ন্যায় অতি দুঃখ মনে॥
বলিল না কারো কাছে এই বিবরণ।
প্রভাতের চন্দ্র তুল্য হইল বদন॥
নয়নেতে অশ্রুপাত হইল এমন।
জ্যোৎস্না ময় রাত্রে যেন শোভে তারা গণ॥
চন্দ্রতুল্য মুখ হল্যো পীতবর্ণ ময়।
সমস্ত শরীর যেন শোকের আলয়॥
বার বার শ্বাস ত্যাগে দেহ হল্যো ক্ষীণ।
ক্রমে ক্রমে মুখ শুষ্ক হয় দিন দিন॥
এরূপ অবস্থা তার কর্য়ো দরশন।
চিত্রের সমান হল্যো যত দাসী গণ॥
সঙ্গিনী গণের কাছে করিতে গোপন।
করিল সে রূপবতী অধিক যতন॥
গোপন করিতে কিন্তু পারিল না তায়।
যত্ন কর্য়ো কখন কি অগ্নি ঢাকা যায়॥
কারো সঙ্গে কারো হল্যে প্রণয় স্থাপন।
তাহার বিরহ যদি সে করে গোপন॥

তাহাতে তাহার ক্লেশ দূর নাহি হয়।
দ্বিগুণ আগুণ তায় জ্বলেই নিশ্চয়॥
বিশেষ স্নেহের পাত্রী যত সহচরী।
যাহারা করিত সেবা দিবস-সর্ব্বরী॥
তাহাদের নিকটেতে করিয়া রোদন।
প্রকাশ করিল সব স্বপ্ন বিবরণ॥
শোকের পুস্তক পাঠ করিয়া যতনে।
তাহাদিগে কাঁদাইল সখেদ বচনে॥
নজ্মুন্নেসা তাহা শুনিল যখন।
শোকেতে হইল তার অস্থির জীবন॥
বলিতে লাগিল আর করো না রোদন।
সহিব সকল দুঃখ তোমার কারণ॥
সন্ধান করিয়া তাকে আনিতে সত্বরে।
এই জন্য চলিলাম প্রান্তরে প্রান্তরে॥
যদ্যপি আমার দেহে থাকে এ জীবন।
তবে এস্যে পুনর্ব্বার দেখিব চরণ॥
তোমার বালাই লয়্যে যদি মর্যে যাই।
যায় যাবে এই দেহ তায় ক্ষতি নাই॥
বলিল রাজার কন্যা কর্যে সম্বোধন।
আমিত শোকের কূপে ডুবেছি এখন॥

বৃথা হারাও না প্রাণ অহে সহচরি ! ।
তুমি হল্যে নর জাতি সে যে জেতে পরী ॥
কি রূপে তোমার হবে তথা অধিষ্ঠান ।
আমাকে ছেড় না তুমি হে আমার প্রাণ ! ॥
জীবিত রয়েছি আমি এই প্রত্যাশায় ।
নিকটে থাকিলে তুমি শোক দূরে যায় ॥
তা না হল্যে কেঁদে কেঁদে মরিব নিশ্চয় ।
এ রূপ যাতনা পেল্যে জীবন কি রয় ॥
সে বলিল তবে আর কি করি উপায় ।
হঠাৎ বিপদ্ এসে পড়্যেছে মাথায় ॥
জানি না এ প্রেমে হবে এত অমঙ্গল ।
তোমার চিন্তায় আমি হৈতেছি পাগল ॥
তোমার এমন ক্লেশ দেখা নাহি যায় ।
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি এ রূপ চিন্তায় ॥
এই বল্যে কেঁদে কেঁদে ফেলিল ভূষণ ।
পেশ্ওয়াজ্ খণ্ড খণ্ড করিল তখন ॥
অঙ্গ হৈতে অঙ্গ্রাখা করিয়া মোচন ।
খণ্ড খণ্ড কর্য্যে ভূমে করিল ক্ষেপণ ॥
কিঞ্চিৎ চেতনোদয় হল্যে তার পরে ।
যোগিনীর বেশ ভূষা পরিধান করে ॥

দেহে দিয়ে আবরণ গেরুয়ার খেষ।
গমন ইচ্ছায় ধরে যোগিনীর বেশ॥
কয় সের মুক্তা ভস্ম করিয়া সত্বরে।
ভস্ম বিলেপন করে নিজ কলেবরে॥
জরীর লহেঁগা পরে করিয়া যতন।
করিল নির্ম্মল দেহ তাতে আচ্ছাদন॥
জরীর চাদর বাঁধি হৃদয় উপরে।
তদন্তরে আবরণ দিল পয়োধরে॥
পান্নার ভূষণ এক পরিল শ্রবণে।
তৃণ আর পুষ্প যেন শোভে উপবনে॥
অনেক বিচিত্র মালা পরিল গলায়।
আলু থালু করে পরে কেশ সমুদায়॥
জরীর বেষ্টন বস্ত্র দিল শিরোদেশে।
তাহাতেই অতিশয় শোভা হল্যো কেশে॥
পাক দেওয়া কেশ পড়্যে স্কন্ধের উপরে।
অশ্বের বল্‌গার তুল্য চারু শোভা করে॥
চিন্তা-মদে দুই চক্ষু করিল লোহিত।
নেত্রে যেন প্রকাশিত মনের শোণিত॥
পান্নার জপের মালা নিল নিজ করে।
তুলিয়া রাখিল বীণ স্কন্ধের উপরে॥

মনের ইচ্ছার মালা ছিল মনোহর।
যতনেতে তাহা যেন পরিল সত্বর ॥
আপনার বেশ ভূষা দেখায়্যে সকলে।
যোগিনী হইয়া পরে বাহিরেতে চলে ॥
দগ্ধ হইতেছে মন মুখেতে প্রকাশ।
ধুনা পোড়া ধুঁয়া যেন প্রকাশিছে শ্বাস ॥
দর্পণের ন্যায় তার নির্ম্মল আকার।
তাহার বর্ণনা আমি কি করিব আর ॥
তাহাতে করিলে পরে ভস্ম বিলেপন।
ঝল্মল্ কর্য়্যে তাহা হইল শোভন ॥
বিরূপ করিতে রূপ পারে কে কোথায়।
ধূলা দিয়ে কখন কি চন্দ্র ঢাকা যায় ॥
গোপন করিতে যত করিল উপায়।
তাহাতে তাহার রূপ আরো শোভা পায় ॥
মুক্তামালা সে শরীরে শোভিছে এমন।
অন্ধকার রাত্রে যেন শোভে তারা গণ ॥
জরীর বেষ্টন বস্ত্র ধর্য়্যেছে মাথায়।
রজনীতে কেউ যেন বনেটি ঘুরায় ॥
এরূপ বিদ্যুৎ আর এই কাল ঘন।
অবশ্য কাঁদিবে দেখ্যে প্রেমাসক্ত জন ॥

পান্নার শ্রবণ-ভূষা অতি চমৎকার।
কর্ণে যত শোভা পায় কি বলিব আর ॥
শরীরের ভস্মে আর শ্রবণ-ভূষায়।
তাহাতে রূপের ক্ষেত্র আরো শোভা পায় ॥
তাকে দেখ্যে তৃণ, পুষ্প, হয়্যে অচেতন।
দাস হয়্যে আছে যেন তাহারা দুজন ॥
শ্রবণের নির্ম্মলতা কর্যে দরশন।
পান্না যেন প্রেমে তথা কর্য়েছে গমন ॥
কেন না হইবে বৃদ্ধি পান্নার সম্মান।
যেহেতু এমন কাণে হল্যো অধিষ্ঠান ॥
রত্নের সুন্দর মালা প্রবালের হার।
মল্লিকা গোলাব্ যেন শোভে চমৎকার ॥
আরক্ত নয়ন তার চারু দীপ্তিমান্।
লালা যেন নিজ বর্ণ কর্য়োছে প্রদান ॥
সিন্দূরের ফোঁটা আছে মস্তক উপর।
আলোকে পড়্য়েছে যেন মাণিকের কর ॥
আসক্ত পুরুষ তাহা দেখিলে অস্থির।
কেঁদে কেঁদে নেত্রে করে শোণিত বাহির ॥
স্কন্ধের উপরে বীণ চারু শোভা পায়।
বোতল লইয়া যেন মাতালেতে যায় ॥

প্রেমের নগরে তাহা মহার্ঘ নিশ্চয় ।
আমোদের বাঁগি সেই বীণ বীণ নয় ॥
সে বীণ রাখিয়া স্কন্ধে চলিল এমন ।
কাঁয়ুর লইয়া যেন করিছে গমন ॥
কেবল আসক্ত নয় মনুষ্য সকল ।
যোগ তার যোগ দেখ্যে হইল পাগল ॥
এরূপে যোগিনী-বেশ ধরিল যখন ।
শিরে করে শিলাঘাত যত সখী গণ ॥
এরূপে যখন হয় গমনে বাহির ।
কাঁদিতে লাগিল শোকে বদ্রেমুনির ॥
কেঁদে কেঁদে দুই জনে মিলিল এমন ।
শ্রাবণের সঙ্গে যথা ভাদ্রের মিলন ॥
তাহাতে অশ্রুর ধারা পড়ে এ প্রকার ।
পড়্যে গেল যেন সব ভিত আর দ্বার ॥
যোগিনীর চারি দিকে লোক ছিল যত ।
কাঁদিতে লাগিল শোকে সবে অবিরত ॥
কেঁদে কেঁদে হল্যো সবে এরূপ আকার ।
পুষ্পের উপরে যেন পড়্যেছে নীহার ॥
না দেখিতে পেয়্যে কেউ অপর উপায় ।
পরিশেষে সকলেতে বলিল তাহায় ॥

করিলাম সমর্পণ তোমাকে ঈশ্বরে।
বিদায় হইয়া তুমি গতি কর পরে॥
পৃষ্ঠ দেখাইয়া তুমি করিলে গমন।
মুখ দেখাইয়া পুন দিও দরশন॥
কেহ বলে দেখ্যো দেখ্যো ভুল না আমায়।
সমর্পণ করিলাম ঈশ্বরে তোমায়॥
সে বলিল আমি অদ্য হৈলাম বিদায়।
পুনশ্চ আসিব হেথা যদি পাই তায়॥
আমি যাহা বলি তাহা কর প্রণিধান।
তোমাকেও করিলাম ঈশ্বরে প্রদান॥
ভাল মন্দ যাহা কিছু বল্যেছি তোমায়।
কৃপা কর্য়ে ক্ষমা কর তাহা সমুদায়॥
ক্রন্দন-কারিণী গণে ত্যাগ কর্য়ে পরে।
ভবনে বিমুখ হয়্যে চলিল সত্বরে॥
মঙ্গল কি বুধবার না করিয়া জ্ঞান।
নগর হইতে করে অরণ্যে প্রস্থান॥
এমন কাহারো যদি দেখা পায় বনে।
পাওয়া যায় যার গুণে সেই প্রিয় জনে॥
ধূলায় ধূসর করি নিজ কলেবর।
বীণ লয়্যে এই জন্য ভ্রমে নিরন্তর॥

যোগিনী যে খানে বস্যে বাজাইত বীণ।
শুনিতে আসিত তথা চীনের হরিণ॥
যোগিনী বসিয়া যথা যোগিয়া বাজায়।
ধূনি জ্বেলে বস্যে তথা লোক সমুদায়॥
তাহা শুনে প্রফুল্লিত হইল কানন।
তার শব্দে শব্দ করে যত বৃক্ষ গণ॥
স্বররূপ পুষ্পপাত হইত বিস্তর।
অঞ্চলে করিয়া তাহা লইত প্রান্তর॥
কোন স্থানে দলে দলে একাকী কোথায়।
চারি দিক্ হৈতে শুনে বৃক্ষ সমুদায়॥
যতই উত্তম রূপে সে বীণ বাজিত।
বনের কণ্টক তৃণ ততই শুনিত॥
তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যত বৃক্ষ গণ।
আপন ইচ্ছায় বীণ করিত শ্রবণ॥
কোন কালে দেখে নাই তেমন ঘটন।
বিস্ময়ে প্রান্তর যেন হল্যো অচেতন॥
সেই স্থানে ছিল যত পদচিহ্ন সব।
কাণ পেতে তারা যেন শুনিছে সে রব॥
সে বীণের রাগরূপ পুষ্প শোভা পায়।
তার অগ্রে বনপুষ্প কণ্টকের প্রায়॥

উত্তম সঙ্গীত তার করিতে শ্রবণ।
স্থিরভাবে বস্যে যেন আছে গিরি গণ॥
শুনিয়া বীণের রব হইয়া অস্থির।
আপনার গতিরোধ করিতেছে নীর॥
কেবল্‌ জলের গতি ছিল না এমন।
মধুর রবেতে কূপ নহে স্থির মন॥
কেবল কি বীণরবে কাঁদিছে নির্ঝর।
তা নয় নদীর ভাব হয়্যেছে প্রখর॥
শ্রবণেতে প্রবেশিলে বীণের সুস্বর।
নিদ্রা যুক্ত রাগ যেন জাগিল সত্বর॥
শুনিয়া বীণের শব্দ যত নর গণ।
মত্ত হয়্যে নিজ বস্ত্র ছিঁড়িল তখন॥
পুষ্প আর বুল্‌বুল্‌ সুধু মত্ত নয়।
মত্ত হয়্যে পড়্যেছিল বৃক্ষশাখা চয়॥
বীণ শুনে হল্যো সবে আশ্চর্য্য অন্তর।
যেহেতু মুখের কর্ম্ম করিতেছে কর॥
ফিরে ফিরে সে বনকে করে উপবন।
বসাত্যে লাগিল বনে যত জীব গণ॥
বীণের সুরবে আরু তাহার গমনে।
বিচিত্র বিচিত্র ভাব হল্যো বনে বনে॥

যে প্রকার দিবা নিশি ভ্রমে সমীরণ।
সেই রূপে লোক-তথা করিত ভ্রমণ॥

জেনের রাজপুত্র ফিরোজ্‌শাহ্ যোগি-
নীর প্রতি আসক্ত হয়,
তাহার কথা।

সুন্দর আকৃতি সাকি! কোথায় এখন।
বনে বনে ভ্রম্যে মন হল্যো জ্বালাতন॥
এমন সুন্দর মদ দাও হে সত্বরে।
উপস্থিত হই যাতে অভীষ্ট-নগরে॥
এমন মদিরা পান করাও আমায়।
হৃদয় সন্তোষ যুক্ত হয় যেন তায়॥
রোগী যেন এ প্রকার আশা করে মনে।
রোগ মুক্ত হয়্যে আমি থাকিব জীবনে॥
ঈশ্বরের বৈভবাদি কর দরশন।
তাঁহার শক্তিতে নাই কি আছে এমন!॥
শ্বেত আর কৃষ্ণ বর্ণে তিনিই কারণ।
করেছেন দিবা নিশি তিনিই সৃজন॥
সুখ, শোক, সম্মিলিত হয়্যে নিরন্তর।
দুই জনে রহিয়াছে সংসার ভিতর॥

কোথাও সুখের ঊষা হৈতেছে উদয়।
কোন স্থানে শোকরূপ সন্ধ্যার সময়॥
সংসারের দুই রীতি আছেই প্রচার।
ক্ষণে হেথা আলো হয় ক্ষণে অন্ধকার॥
—ঈশ্বর ইচ্ছায় এক উত্তম প্রান্তরে।
যোগিনী যামিনী যোগে সুবিশ্রাম করে॥
পূর্ণিমার নিশি সে যে সহজে সুন্দর।
সে রূপসী তথা বস্যে শোভে বহুতর॥
চন্দ্রিকার চারু শোভা চারি দিক্ময়।
তাহাই চাহিতেছিল তাহার হৃদয়॥
পাতিয়া মৃগের চর্ম্ম বীণ লয়্যে করে।
দুই জানু পাতি বস্যে তাহার উপরে॥
আপনার ইচ্ছা মত কেদারা বাজায়।
তাহার আমোদে সুখে তাল দেয় পায়॥
কেদারা তাহার করে বাজে এ প্রকার।
দায়েরা বাজায় শশী সঙ্গে যেন তার॥
সেখানে এমন শোভা হইল যখন।
নাচিতে লাগিল যেন সুখে সমীরণ॥
অতিশয় জ্যোৎস্না ময় নিরব প্রান্তর।
সহজেই চারি দিকে শোভা মনোহর॥

উজ্জ্বল প্রান্তরে বালি ঝল্‌মল্ করে।
শশী আর তারাগণ চারু দীপ্তি ধরে॥
ঝল্‌মল্ করিতেছে বৃক্ষপত্র চয়।
তৃণাদি কণ্টক সব অতি শোভাময়॥
পত্রের অন্তর হৈতে প্রকাশে কিরণ।
চালনী হইতে যেন আলোক পতন॥
এমনি আশ্চর্য্য ভাব হইল তখন।
নিজ নীড় ভূল্যেগেল যত পক্ষীগণ॥
লেগে লেগে সমীরণ বৃক্ষের উপরে।
প্রমত্ত হইয়া যেন ধন্যবাদ করে॥
কেদারা এমন ভাবে বাজিছে তখন।
চন্দ্রিকা পড়্যেছে যেন হয়্যে অচেতন॥
এখানে এরূপ রঙ্গ হৈতেছে প্রচারে।
ইহা ভিন্ন শুন এক কৌতুক ব্যাপার॥
পরী জাতি এক জন চারু কলেবর।
জেনের রাজার পুত্র স্বভাবে সুন্দর॥
পরিধেয় পরিপাটি অতি রূপবান্।
কুড়ি কি একুশ্ বর্ষ বয়সের মান॥
উড়াইয়া শূন্যপথে নিজ সিংহাসন।
করেয়ছিল এক দিকে সত্বরে গমন॥

চন্দ্রের কিরণ দেখ্যে চলে কুতূহলে।
তাহাকে ফিরোজ্‌শাহা সকলেতে বলে ॥
সহসা সে বীণ বাদ্য করিয়া শ্রবণ।
সেই স্থানে নামাইল স্বীয় সিংহাসন ॥
দেখিল যোগিনী এক পরীর স্বরূপ।
বিশ্ব কভু দেখে নাই সেরূপ সুরূপ ॥
দেখিয়া তাহার রূপ হারাইল জ্ঞান।
একেবারে প্রেমাসক্ত হল্যো তার প্রাণ ॥
ভাবিল ধর্‌য়্যেছে ছলে এরূপ আকার।
বলিল অহে যোগিনি! কুশল তোমার ॥
বল দেখি হয়্যেছে কি বিপদ্ পতন।
কার জন্য যোগবেশ কর্‌য়্যেছ ধারণ ॥
কোথা হৈতে এলে তুমি যাইবে কোথায়।
কিঞ্চিৎ করুণা তুমি করিবে আমায় ॥
যোগিনী শুনিয়া কথা ভাবিল এমন।
আমাতে এ যুবকের হইয়াছে মন ॥
এই অনুভব কেন না হইবে তার।
মন যে জানিতে পারে মনের ব্যাপার ॥
প্রণয় তৃণের তুল্য রূপ হুতাশন।
এই দুয়ে নিরন্তর আছেই মিলন ॥

সঙ্গীত ইহার পক্ষে বায়ুর সমান।
কাযেই ইহাতে অগ্নি হয় দীপ্তিমান্ ॥
যোগিনী বলিল হেঁসে বল হর হর।
যথা হৈতে আসিয়াছ তথা গতি কর ॥
পরী যুবা বলে পরে এ রূপ বচন।
আহা মরি ভাল বটে এই আচরণ ॥
ভুমিত বিষম রাগী হইল প্রচার।
হে ঈশ্বর ! এ কেমন ভাব চমৎকার ॥
এরূপ বিরক্ত তুমি হৈও না এখন।
ক্ষণ কাল বীণ শুনে করিব গমন ॥
সে বলিল তোমার যে আছে প্রিয় জন।
তার কাছে গিয়ে বল এ রূপ বচন ॥
ফকীরের সঙ্গে কেন রঙ্গ কথা কও।
চুপ কর্য়ে বস্যে থাক স্থির হয়্যে রও ॥
দুই জনে এই রূপ হল্যে আলাপন।
উভয়েই প্রেমে যেন হল্যো অচেতন ॥
পরী যুবা মুগ্ধ হয়্যে তাহার উপরে।
সম্মুখেতে নিরাসনে বসিল সত্বরে ॥
ক্ষণে বীণ ক্ষণে রূপ করে নিরীক্ষণ।
সুন্দরীর প্রতি কিন্তু বিমোহিত মন ॥

অবশ হইল যেন অঙ্গ সমুদায়।
দেখিতে লাগিল নেত্র কেবল তাহায়॥
শ্রবণ অনন্য ভাব করিয়া ধারণ।
কেবল তাহার বীণ করিল শ্রবণ॥
যোগিনীর মনে দুঃখ ছিল নিরন্তর।
যুবাও তাহার জন্য হইল কাতর॥
গৃহচিন্তা পথচিন্তা মনে অপ্রকাশ।
কিঞ্চিৎ চেতন হল্যে ত্যাগ করে শ্বাস॥
প্রভাত পর্য্যন্ত বীণ বাজাইল সুখে।
অত্যন্ত কাঁদিল যুবা তাহার সম্মুখে॥
ও দিকে বীণের স্বর অতি চমৎকার।
এ দিকে রোদন ধারা পড়ে বার বার॥
সুন্দরী বীণের বাদ্য কর্য্যে সমাপন।
আলস্য ত্যজিয়া সুখে উঠিল যখন॥
পরী যুবা তার হস্ত ধরিয়া যতনে।
শীঘ্র তাকে বসাইল নিজ সিংহাসনে॥
ভুমি হৈতে গগণেতে উড়িল যখন।
সে তখন না না বল্যে করিল বারণ॥
পরী যুবা মানিল না তাহার কথায়।
পরেস্তানে লয়্যে গিয়ে বসাইল তায়॥

পিতৃ সন্নিধানে পরে করিয়া গমন।
বলিল আমার এক আছে নিবেদন॥
সুবিজ্ঞা যোগিনী এক এন্যেছি এখন।
কিঞ্চিৎ ইহার বীণ করুন শ্রবণ॥
ইহার গুণেতে মন হবে সন্তোষিত।
শুনিলে ইহার বীণ হইবেন প্রীত॥
সে বলিল বটে বাপু! ভাল অভিপ্রায়।
সঙ্গীত শুনিতে মন সর্ব্বদাই চায়॥
পরে বলে হে যোগিনি! বস্যে এক বার।
চরণে পবিত্র কর আলয় আমার॥
পিতা পুত্র উভয়ের সৌভাগ্য এখন।
আমাদের শিরে রাখ আপন চরণ॥
এই রূপ বহুবিধ করিয়া সম্মান।
থাকিবার জন্য তাকে দিল দিব্য স্থান॥

ফিরোজ্‌শাহা সভার আয়োজন করিয়া
যোগিনীকে আহ্বান করে,
তাহার প্রসঙ্গ।

প্রণয়ের মদ সাকি দাও হে আমায়।
সমুদায় দিন গেল অতিথি সেবায়॥

যোগিনী বসিয়া আছে বিরাগ-হৃদয়।
যামিনী যোগিনী হয়্যে এল্যো এ সময়॥
ভস্ম বিলেপন যুক্ত যেন কলেবর।
মাথার বেষ্টন যেন হল্যো নিশাকর॥
গলায় তারার মালা কর্য্যে পরিধান।
ক্রমে ক্রমে পরেস্তানে হল্যো অধিষ্ঠান॥
মনোহর সেই নিশি উজ্জ্বল এমন।
দিন যেন তার রূপে হইল গোপন॥
—পরেস্তানে রাজা কর্য্যে সমাজ বিধান।
যোগিনীকে ডাকাল্যেন করিয়া সম্মান॥
যোগিনীর চারু শোভা করিতে দর্শন।
উপস্থিত হল্যো তথা যত পরী গণ॥
যথার্থই সে যোগিনী চারু রূপ ধরে।
সত্বরে সভায় এল্যো বীণ লয়্যে করে॥
বিনয় করিয়া রাজা ডাকিয়ে তাহায়।
সমাদরে বসাল্যেন আপন সভায়॥
বলিলেন শ্রবণার্থে কিছু গান গাও।
বীণের কেমন গুণ কিঞ্চিৎ দেখাও॥
সে বলিল বাদ্য করা কর্ম্ম নহে ফলে।
কেবল হরের নাম লই কোন ছলে॥

আদেশে বিরক্ত হয় উদাসীন জন।
কি করিব বন্দী তুল্য হয়েছি এখন ॥
রাজা বলিলেন বল এ কেমন কথা।
যোগিনি ! তোমার দয়া আছেই সর্ব্বথা ॥
ইচ্ছা যদি হয় তবে কষ্ট দিতে চাই।
নতুবা যা ইচ্ছা বল আমি করি তাই ॥
সে বলিল এই ভাবে বলিলে আমায়।
তবেই আমাকে কিছু পাইবে সেবায় ॥
এই বল্যে বীণ লয়্যে স্কন্ধের উপরে।
বাজাতে লাগিল বীণ সুমধুর স্বরে ॥
ভিত দ্বার স্তব্ধ যেন হইল তখন।
তথাকার সকলেই করিল ক্রন্দন ॥
মোমের বাতির তুল্য গল্যে গেল মন।
তাই যেন নেত্র দিয়ে হৈতেছে পতন ॥
এ রূপে বীণের তারে অঙ্গুলি চালায়।
সকলের প্রাণ যেন হর্য্যে লয় তায় ॥
বিমোহিত হয়্যে গেল সকলের মন।
বীণের ভাবেতে সবে করিল রোদন ॥
আসক্ত ফিরোজ্শাহা বিষণ্ন-আকার।
যত কষ্ট হৈতে হয় হইল তাহার ॥

কখন সম্মুখে এসে করে দরশন।
কখন কখন দেখে হইয়া গোপন॥
কখন দাঁড়ায়্যে থেক্যে থামের অন্তরে।
কাঁদিতে কাঁদিতে তারে দরশন করে॥
এ দিক্ ও দিকে ক্ষণে বেড়াইয়া পরে।
মুখের বালাই তার লয় সকাতরে॥
সে কিন্তু শোনে না কথা কিছু নাহি বলে।
মাঝে মাঝে আড়্ চক্ষে দেখে কুতূহলে॥
যুবক তাহাকে যদি দেখিত তখন।
অমনি সে অন্য দিকে ফিরাত নয়ন॥
এ ভাবে ফিরোজ্‌শাহা থেক্যে সেই স্থানে।
ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস ছাড়ে সকাতর প্রাণে॥
যদ্যপি প্রশংসা তার করে কোন জন।
তোর কি বলিয়া তাকে বলে কুবচন॥
ফলে সে সভার শোভা কি বলিব আর।
তার ইচ্ছা যোগিনীকে দেখে বার বার॥
সে সভায় এ প্রকার বাজাইল বীণ।
দোষ দর্শীরাও হল্যো মোহের অধীন॥
প্রশংসা করিয়া রাজা বলিলেন পরে।
করিলে অত্যন্ত দয়া আমার উপরে॥

হে যোগিনি! এই রূপে প্রত্যেক নিশায়।
স্বর্গ তুল্য কর এসে আমার সভায়॥
আমার সন্তোষ লাভ শ্রেষ্ঠ জান তায়।
তোমার দর্শন-প্রিয় জানিবে আমায়॥
আপনার জান তুমি এই ঘর দ্বার।
আজি হৈতে দাস আমি হৈলাম তোমার॥
করো্যা না করো্যা না মনে কিছু লজ্জা ভয়।
তাহাই গ্রহণ কর যাহা ইচ্ছা হয়॥
সে বলিল কিছুতেই নাই প্রয়োজন।
তব পক্ষে শুভ হৌক তোমার ভবন॥
আমি কোথা তুমি কোথা হল্যো যে মিলন
এ সকল কার্য্য মাত্র দৈবের ঘটন॥
এই কথা বল্যে উঠে যোগিনী সত্বরে।
গমন করিল পরে নিজ বাসা ঘরে॥
করিতে লাগিল তথা সময় যাপন।
মনে মনে বিবেচনা করিল এমন॥
মনকে বলিল মন! কর হে শ্রবণ।
আপনার মনে চিন্তা করো্যা না এখন॥
যে ঘটনা ঘটিয়াছে আমার উপর।
দেখ হে ইহাতে কি বা করেন ঈশ্বর॥

কলত সে এই রূপে থাকিয়া তথায়।
রাজার সমাজে যায় প্রত্যেক নিশায়॥
মুখে করে্য গান বাদ্য মিষ্ট আলাপন।
প্রহর যামিনী তথা করিত যাপন॥
বীণ বাদ্যে সন্তোষিত করে্য সর্ব্ব জনে।
প্রহর বাজিলে পরে আসিত ভবনে॥
ফিরোজ্‌শাহের কথা কি বলিব আর।
দিন দিন দুরবস্থা হইল তাহার॥
ইহ পর কাল চিন্তা ভুলিল তাহায়।
দিবস যামিনী যায় তাহারি চিন্তায়॥
সে দীপের কাছে সদা ঘুরিয়া বেড়ায়।
তাহাতেই পড়ে যেন পতঙ্গের প্রায়॥
কর্ম্ম করিবার ছলে সমস্ত সময়।
যোগিনীর কাছে থেকে্য সন্তোষিত হয়॥
যোগিনীও রঙ্গ করে্য তাহার সহিত।
আপনার প্রেমে তাকে করিত মোহিত॥
ইঙ্গিতে জানিলে তার প্রেমের আভাস।
অমনি অত্যন্ত ক্রোধ করিত প্রকাশ॥
যুবা যদি কোন কথা বলিত গোপনে।
পাগল করিত তাকে অন্য আলাপনে॥

কখন সন্তোষ মন কখন ওদাস।
ক্ষণে দূরে থাকে ক্ষণে কাছে করে বাস॥
কখন কুদৃষ্টি যোগে করে জ্বালাতন।
কখন সুমিষ্ট বাক্যে মুগ্ধ করে মন॥
কখন কুবাক্যে করে আঘাত বিধান।
কখন সন্তোষ মনে করিত আহ্বান॥
কখন সহাস্যে দেখে কর্য়ে সন্তোষিত।
কখন চিন্তিত হয়্যে করিত চিন্তিত॥
কখন দেখায় মুখ কখন লুকায়।
কখন মারিয়া ফেলে কখন বাঁচায়॥
কখন ঝুলায়্যে কেশ ঝুলাইত মন।
কখন ঝাড়িয়া কেশ করিত ক্ষেপণ॥
সর্ব্বদা করিত বটে রোষে দরশন।
কিন্তু দৃষ্টি যোগে মন করিত হরণ॥
চতুরতা হীন যুবা পরীকুলে জাত।
মনুষ্যের সুকৌশল কিসে হবে জ্ঞাত॥
এই রূপে কিছু দিন গত হল্যে পর।
যুবার দেহেতে হল্যো প্রণয়ের জ্বর॥
হৃদের শোণিত যেন চক্ষু দিয়ে ক্ষরে।
মন যেন গল্যে গেল ভিতরে ভিতরে॥

ভিতরে হইতে মন বলিল এমন।
ধৈর্য্য ধরা এত দিনে হল্যো সমাপন॥
বলিতে যা হয় তাহা বল এই ক্ষণে।
যেহেতু অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে মনে॥
যদি পার অবিলম্বে হও সাবধান।
নতুবা এখনি আমি করিব প্রস্থান॥
এখনি মর্দ্দন কর বিলাপের কর।
মান লজ্জা লয়্যে তুমি থাক নিরন্তর॥
মনের এ কথা শুনে হইয়া বিধুর।
লজ্জাকে বলিল তুমি শীঘ্র হও দূর॥
কিছু ক্ষতি নাই তায় যায় যাক মান।
না বলিলে কোন মতে নাহি থাকে প্রাণ॥
এক দিন এই কথা ভেব্যে নিজ মনে।
সময়ের প্রতীক্ষায় রহিল যতনে॥
কোন ক্ষণে সর্ব্ব জন হল্যো অবসর।
কেবল যোগিনী হল্যো দৃষ্টির গোচর॥
একাকিনী দেখ্যে তাকে হইয়া কাতর।
অমনি পড়িল তার পায়ের উপর॥
এ রূপে পড়িল যদি তাহার চরণে।
সে বলিল এই কথা সহাস্য-বদনে॥

অদ্য এ কি বিপরীত দেখি আচরণ।
চরণে পড়িলে কেন হারায়্যে চেতন ॥
কেহ কি ফেল্যেছে দুঃখে তোমারে এখন।
কেহ কি তোমার মন কর্য়েছে হরণ ॥
হয়্যেছে কি দুঃখ এত আমার থাকায়।
বিপদে কি পড়িয়াছ আমার সেবায় ॥
ফকীরের প্রতি রাগ কেন কর আর।
ভাল আমি যাই, হৌক কুশল তোমার ॥
আমা হৈতে এত কষ্ট পাইতেছ মনে।
বিদায় করিছ বুঝি পড়িয়া চরণে ॥
কাঁদিয়া ফিরোজ্‌শাহা বলিল তখন।
ভাল ইহা না বলিয়ে কি বল এখন ॥
এই যে বুঝেছ তুমি দুঃখ হয় তায়।
সম্প্রতি এরূপ কথা সহ্য নাহি যায় ॥
দুঃখী জনে কেন আর এত দুঃখ দাও।
বিদগ্ধ যে মন তাকে কেন বা পোড়াও ॥
আসক্ত হয়্যেছি আমি লয়্যে ধন প্রাণ।
আমার এ ক্লেশ তুমি না করিলে জ্ঞান ॥
আপনার ন্যায় সুস্থ বুঝেছ আমায়।
এ স্থলে কি কথা লোকে বলিবে তোমায় ॥

নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নাই তোমার সমান।
ফলে নিজে বট তুমি অতি সাবধান॥
যোগিনী এ কথা শুনে হয়্যে হাস্যানন।
বলিল কি বল দেখি নিজ বিবরণ॥
আমার চরণে তুমি দিয়ে নিজ শির।
পদতলে পড়্যে কেন হইলে অস্থির॥
বলিল ফিরোজ্‌শাহা কর হে শ্রবণ।
কতই মনের কথা করিব গোপন॥
তোমার বিরহে কত থাকিব ঔদাস।
প্রিয়সি! আমাকে তুমি কর নিজ দাস॥
হাস্য কর্য্যে সে বলিল এরূপ বচন।
সাবধানে শুন বলি নিজ বিবরণ॥
করিতে যদ্যপি পার বাসনা পূরণ।
বোধ হয় পূর্ণ হবে তোমার মনন॥
সে বলিল শীঘ্র বল বিলম্ব না সয়।
আমা হৈতে যাহা হবে করিব নিশ্চয়॥
যোগিনী বলিল তবে শুন উপাখ্যান।
সরন্‌দিপ নগরেতে আছে এক স্থান॥
মস্‌য়ুদ্‌শাহা নামে রাজা তথাকার।
তাঁহার সন্ততি এক চন্দ্রের আকার॥

বদ্‌রেমুনির নাম বিখ্যাত ধরায়।
নিয়ত নিযুক্ত আমি তাঁহার সেবায়॥
করেছেন তিনি এক পৃথক্ উদ্যান।
সহজে তাহার শোভা স্বর্গের সমান॥
পিতা হৈতে ভিন্ন হয়্যে থাকেন সেখানে।
সর্ব্বদা ভ্রমণ কার্য্য বিবিধ বিধানে॥
নজ্‌মুননেসা আমি মন্ত্রিকন্যা তাঁর।
সখী বটি জানি সব গুপ্ত সমাচার॥
তাঁহা ভিন্ন এক দিন করি না যাপন।
নিদ্রিত না হল্যে তিনি না করি শয়ন॥
কেবল সন্তোষ তথা নাই দুঃখ-লেশ।
প্রফুল্ল উদ্যান তুল্য সন্তোষ বিশেষ॥
কোন রূপে কোন চিন্তা নাহি ছিল মনে।
কেবল সন্তোষ বৃদ্ধি হৈত ক্ষণে ক্ষণে॥
এক দিন শুন তথা আশ্চর্য্য ঘটন।
নিশিযোগে উপস্থিত হল্যো এক জন॥
অতি বড় তার কথা কত বলি আর।
সে নর সামান্য নয় পরীর আকার॥
রাজার কন্যার মন হল্যো প্রেমময়।
যুগল মিলনে হল্যো গোপনে প্রণয়॥

কিন্তু তার প্রেমে মুগ্ধ হয়্যে এক পরী।
প্রেমেই থাকিত মত্ত দিবস সর্ব্বরী॥
সেখানে সে এসে যায় শুনে তার পর।
কোথায় ফেল্যেছে তাকে জানেন ঈশ্বর॥
কারাগারে রেখ্যেছে কি কর্যেছে সংহার।
বহু দিন হৈতে তার নাই সমাচার॥
যোগিনী হয়্যেছি আমি তাহার সন্ধানে।
দুঃখিনীর বেশে তাই এসেছি এখানে॥
পরী মধ্যে এক বট তোমরা সকলে।
যদি তার তত্ত্ব তুমি কর এই স্থলে॥
তারে যদি পাওয়া যায় তোমার কৃপায়।
আমার বাসনা তবে পূর্ণ হয় তায়॥
যুড়াবে আমার প্রাণ সুস্থ হবে মন।
এ কর্ম্মে তোমার কর্ম্ম হইবে সাধন॥
সে যুবা বলিল তবে নিজ হস্ত দাও।
অঙ্গুষ্ঠ দেখায়্যে নারী বলে এত চাও॥
যুবা বলে এ কি কথা বল এ সময়।
হাসিয়া বলিল নারী তা নয় তা নয়॥
এই কথা শুনে যুবা ডাকি জাতিগণে।
সত্বর করিয়া সবে বলিল যতনে॥

এক নর কারাবদ্ধ আছে পরেস্তানে।
ত্রুটি না করিও যাও তাহার সন্ধানে ॥
তোমাদের যে আনিবে তার সমাচার।
রত্নের পালখ দিব পাখাতে তাহার ॥
প্রভুর এরূপ কথা শুনে পরী গণ।
করিতে লাগিল সদা তার অন্বেষণ ॥
যেখানেতে সেই নর ছিল কারাগারে।
সেই স্থানে এক জন গেল একেবারে ॥
সে নর কাঁদিতে ছিল কূপের ভিতর।
সেই রব হল্যো তার শ্রবণ গোচর ॥
পরে সে বলিল বুঝি হইল সন্ধান।
এখানেতে আসিতেছে মানুষের ঘ্রাণ ॥
স্থানে স্থানে দৈত্য ছিল প্রহরি তাহার।
তাহাদিগে সুধাইল এ শব্দ কাহার ॥
শুনি বাক্য দৈত্য গণ বলে পরিশেষ।
মাহ্রোখ্ পরীকন্যা সুন্দরী বিশেষ ॥
তাঁর বন্দী এক জন যুবা মনোহর।
ছট্ফট্ করিতেছে কূপের ভিতর ॥
সে তাহার তত্ত্ব লয়্যে পেয়্যে অন্বেষণ।
নগরের দিকে উড়্যে করিল গমন ॥

ফিরোজ্‌শাহাকে গিয়ে নমস্কার করে।
যাহা দেখ্যেছিল তাহা শুনাইল পরে॥
বিনয় বচনে বলে তার বিদ্যমান।
স্বীকার করেছ যাহা কর তাহা দান॥
পরীরাজ জ্ঞাত হয়্যে সব সমাচার।
রত্নের পালখ তারে দিল পুরস্কার॥

ফিরোজ্‌শাহ্ মাহ্‌রোখ পরীকে
সংবাদ প্রেরণ করে,
তাহার বর্ণন।

এরূপ সংবাদ পরে করিল প্রেরণ।
মাহ্‌রোখ্ তুই কেন হারাবি জীবন॥
চুরি করে্য এনেছিস্ নর এক জন।
করিস্ তাহাকে লয়্যে ঘরে নিধুবন॥
যদ্যপি পিতাকে তোর লিখি এ লিখন।
বল্ দুষ্টা তোর দশা কি হবে তখন॥
কেন তুই না চাহিস্ বাঁচিতে জীবনে।
কেন তোর জীবনের আশা নাই মনে॥
আমি যদি মনে ইচ্ছা করি এক বার।
ক্ষণ মাত্রে পরেস্তান করি ছারখার॥

ইহাতে কি লজ্জাযুক্ত নহে তোর মন।
তোকে কি মিলেনা হেথা পরী কোন জন॥
ভুলে গিয়েছিস্ তুই আমার শাসন।
মানুষের প্রতি তোর গেল দরশন॥
কূপ মধ্যে বদ্ধ কর্য়্যে রেখেছিস্ যায়।
ভাল যদি চাস্ তবে বার্ কর্ তায়॥
স্থির চিত্তে দিব্য তুই কর্ এ প্রকার।
বাঁচিবি না প্রাণে, পুন নাম নিলে তার॥
এই রূপ আজ্ঞাপত্র পাইল যখন।
ভয়ে মাহ্‌রোখ্ হল্যো সচিন্তিত মন॥
বল্যে পাঠাইল পরে এই নিবেদন।
আমার ত অপরাধ হয়্যেছে এখন॥
আদেশ করিয়া দাও কোন জন প্রতি।
হেথা হৈতে লয়্যে যাক তাকে শীঘ্রগতি॥
তাহাকে যদ্যপি আমি চাই পুনর্ব্বার।
তবে তুমি পরেস্তান কর্য়্যো ছারখার॥
কিন্তু এই কৃপা তুমি করিবে আমায়।
পরেস্তানে ইহা যেন প্রকাশ না পায়॥
পিতার গোচর যেন ইহা নাহি হয়।
তা হল্যে দুয়ের বার্ হইব নিশ্চয়॥

শুনিয়া ফিরোজ্‌শাহা এরূপ উত্তর।
আপনি চলিল তথা যথা সেই নর॥
ক্রমে উপস্থিত হয়্যে কূপের উপরে।
আপনার সঙ্গি গণে বলিল সত্বরে॥
কিরূপে উঠান যাবে দারুণ প্রস্তর।
রয়্যেছে আমার যেন বুকের উপর॥
পর্ব্বত সমান ছিল যত দৈত্য গণ।
তাহারা আপন শৃঙ্গ করিয়া স্থাপন॥
পর্ব্বতের তুল্য সেই রোধক প্রস্তরে।
অতি দূরে তৃণ তুল্য ফেল্যেদিল পরে॥
মেঘের গর্জ্জন তুল্য শব্দ হল্যো তার।
শশী তুল্য সুপ্রকাশ সে কূপের দ্বার॥
অন্ধকার কূপে তাঁর চারু কলেবর।
ফণীমণি তুল্য হল্যো নয়ন গোচর॥
কষ্টেতে ছিলেন তিনি কূপেরে ভিতরে।
বলিল সে পরীরাজ আপন কিঙ্করে॥
ইহাঁকে বাহির কর হয়্যে সাবধান।
মৃগনাভি হৈতে যথা লওয়া যায় ঘ্রাণ॥
নিজ নেত্রতারা তুল্য জ্ঞান করি মনে।
যত্নেতে ইহাঁকে রক্ষা করো্যা সর্ব্ব জনে॥

বেনজির কূপ হইতে বহির্গত হয়েন, তাহার বর্ণন।

মদ্যপূর্ণ পাত্র সাকি! দাও এ সময়।
কূপ হৈতে ইউসফ্ বহির্গত হয়॥
গিয়েছে শীতের দিন মধু অধিষ্ঠান।
লাল মদ্য দিয়ে তুমি দেখাও উদ্যান॥
—উপস্থিত ছিল তথা দৈত্য এক জন।
সত্বরে সে কূপ মধ্যে করিল গমন॥
নির্ব্বিঘ্নে আনিল তাঁকে করিয়া বাহির।
ফোয়ারা হইতে যথা বার্ হয় নীর॥
তমো হৈতে বহির্গত আলো দীপ্তিমান্।
অক্ষর হইতে যথা হয় মর্ম্ম জ্ঞান॥
জীবিত ছিলেন কিন্তু অস্থিচর্ম্ম সার।
মরণের পূর্ব্বে যথা রোগীর আকার॥
উপরে উঠিতে সদা চিন্তা ছিল তাঁর।
তাই যেন ঊর্দ্ধশ্বাস হয়েছে সঞ্চার॥
যে প্রকার ধূলা থাকে ভুমির উপর।
ধূলায় ধূসর তথা তাঁর কলেবর॥

ভূমির ভিতরে থেকে পুতুল প্রোথিত।
সে যেমন ভ্রষ্ট রূপে হয় প্রকাশিত॥
জ্যোতি হীন নেত্র আর ক্ষীণ কলেবর।
শুষ্কপুষ্প যে প্রকার উদ্যান ভিতর॥
রক্তদেহ পীত বর্ণ করেয়েছে ধারণ।
নীলবর্ণ হইয়াছে হরিত বসন॥
শিরের উপরে তাঁর সুকুঞ্চিত কেশ।
সে সময় তাও যেন বিপদ্‌ বিশেষ॥
অস্থিচর্ম্ম সার মাত্র তাঁর কলেবর।
ছিল না রক্তের নাম দেহের ভিতর॥
দেহ ময় প্রকাশিত শিরা সমুদয়।
নীলবর্ণ সূত্র সব যেন গ্রন্থি ময়॥
এ রূপ ফিরোজ্‌শাহা দেখিয়া নয়নে।
কাঁদিতে লাগিল শোকে মলিন বদনে॥
নিজ সিংহাসনে তাঁকে লয়্যে সাবধানে।
যোগিনী যথায় ছিল আইল সেখানে॥
সাবধানে সিংহাসন করিয়া গোপন।
নজ্‌মুন্‌নেসা বল্যে ডাকিল তখন॥
বলিল এখন চল এনেছি তাহায়।
শুনে বাক্য সে বলিল কৈ সে কোথায়॥

তার নাম লয়্যে হল্যো পাগলের প্রায়।
শির পদ অনাবৃত হয়্যে যেতে চায়॥
বলে চল কোথা তিনি শীঘ্র বল্যে দাও।
একবার তাঁর রূপ আমাকে দেখাও॥
যুবা বলে ধীরে চল ব্যস্ত ভাল নয়।
হর্ষের বিষয় বড়, বিপদ্ না হয়॥
তুমি যার তত্ত্ব কর সেই এই জন।
সে বলিল সত্য বটে বুঝেছি এখন॥
কথা শেষে পরী যুবা করে ধরি কর।
যোগিনীকে লয়্যে তথা গেল শীঘ্রতর॥
সিংহাসনে বস্যে পরে দেখাইয়া নরে।
বলিল যোগিনি! দেখ সুস্থির অন্তরে॥
যোগিনী শুনিয়ে বাক্য কাছে গিয়ে তাঁর।
বলিল হে পরী যুবা সর একবার॥
ইহাঁর চৌদিকে আমি ভ্রমিয়া বেড়াই।
মনের ইচ্ছায় লই ইহাঁর বালাই॥
হেঁসে সে বলিল ভাল কর দরশন।
আমারো বালাই লও ইহাঁর কারণ॥
সে বলিল দেখাইয়া পদ আচ্ছাদন।
ওহে দৈত্য ক্ষিপ্ত কেন হইলে এখন॥

ফলত সে পরীযুবা নামিয়া সত্বরে।
সে খাটের এক পাশে দাঁড়াইল পরে॥
যোগিনী তাঁহার পাশে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
বালাই লইয়া তাঁর লাগিল পড়িতে॥
ধরিয়া তাঁহার গলা করিল রোদন।
মোহিত হইয়া গেল প্রাণ আর মন॥
বেনজির দেখিলেন মিলিয়া নয়ন।
নজ্মুন্নেসা কাছে হয়্যে উচাটন॥
বলিলেন তুমি হেথা কিসের কারণ।
কার জন্য যোগবেশ করেয়েছ ধারণ॥
তোমার এ কলেবর সহজে সুরূপ।
তোমার এমন বেশ এ কি অপরূপ॥
সে বলিল ক্ষিপ্ত হয়্যে তোমার চিন্তায়।
ছাড়িয়া আপন দেশ এসেছি হেথায়॥
উভয়ে উভয় গলা করিয়া ধারণ।
কাঁদিতে লাগিল পরে শোকে বহু ক্ষণ॥
নিজ নিজ ইতিবিত্ত বলিল যখন।
পড়িল নয়নজল মুক্তার মতন॥
মন্ত্রিকন্যা আদ্যোপান্ত বলে বিবরণ।
বলিল এসেছি হেথা তোমার কারণ॥

বেনজির এই কথা শ্রবণের পরে।
সে দিন হইতে সুখী হল্যেন অন্তরে॥
সেই দিন সেই স্থানে অবস্থান হয়।
পরদিন চলিলেন সন্ধ্যার সময়॥
চির অভিলাষ ছিল তাদের যথায়।
সিংহাসনে উঠে পরে চলিল তথায়॥
যোগিনী, ফিরোজ্‌শাহা, আর সেই নর।
সিংহাসনে বস্যে চলে শূন্যের উপর॥
বদ্‌রেমুনির বস্যে ভাবিছে যথায়।
মন্ত্রিকন্যা তাঁকে লয়্যে আসিল তথায়॥
নামাইল সিংহাসন সেই তরুতলে।
ফলিল তরুর ভাগ্য পূর্ব্বপুণ্য-ফলে॥
যেখানে বসিয়া আছে বদ্‌রেমুনির।
শোকের সহিত যেন হইয়া অস্থির॥
মন্ত্রিকন্যা অবতীর্ণা হয়্যে তার পরে।
একাকিনী সেই স্থানে চলিল সত্বরে॥
হঠাৎ যেমন আসি পড়িল চরণে।
তাহাতে রাজার কন্যা ভয় পেল্যে মনে॥
পরে দেখে সে যোগিনী এসেছে এখন।
যোগবেশ ধর্য্যেছে যে আমার কারণ॥

বলিল তাহাকে দেখে এ রূপ বচন।
তুমি কি নজ্মুন্নেসা আমার জীবন॥
এসো এসো কাছে এসো প্রিয় সহচরি!।
তোমার বালাই লয়্যে আমি যেন মরি॥
কখন ছিল না আশা তোমার মিলনে।
হয়্যেছি নিরাশ আমি আপন জীবনে॥
দাঁড়াইতে বহু চেষ্টা করিল কৌশলে।
দাঁড়াতে দাঁড়াতে কিন্তু পড়িল ভূতলে॥
বলিল শোকের ভারে নাহিক নিস্তার।
প্রিয় সখি! কি করিব শক্তি নাই আর॥
নজ্মুন্নেসা লয়্যে বালাই তাহার।
ঊষার বায়ুর ন্যায় ভ্রমে বার-বার॥
রাজকুমারের কষ্ট ছিল তার জ্ঞান।
দেখিল ইহার কষ্ট তা হৈতে প্রধান॥
পরে দেখে ছিন্ন ভিন্ন ভিত আর দ্বার।
অতিশয় ভঙ্গবেশ যতেক আগার॥
রূপবতী দাসী যত ছিল সন্নিধানে।
মলিন বেশেতে তারা আছে স্থানে স্থানে॥
কেশের সে বেশ নাই নাই সে বিন্যাস।
চতুরা যে ছিল সেও হয়্যেছে উদাস॥

সহজে তাহারা ছিল সুন্দর আকার।
রূপের সে রূপ নাই হয়েছে বিকার॥
পরস্পরে পরিহাস নাই সে প্রকার।
গীত বাদ্য হাস্য ধ্বনি কিছু নাই আর॥
সকলের ক্ষীণ দেহ শোকেতে মোহিত।
মন প্রাণ স্থির নয়, নয় সন্তোষিত॥
বসিলে রোদন করে উঠিলেও ক্লেশ।
উঠিতে বসিতে হয় অসুখ অশেষ॥
ছিন্ন ভিন্ন সমুদয় পুষ্পের কানন।
পুষ্প বৃক্ষ শোভা হীন ঝোঁপের মতন॥
নিজে সে রোগীর মত বিশীর্ণ আকার।
দর্পণের পীতবর্ণ রূপ যে প্রকার॥
কোন কিছু শক্তি নাই চেতন বিহীন।
ঔদাস্য দুঃখিত দেহ অতিশয় ক্ষীণ॥
নজ্মুন্নেসা ইহা কর্য়ে দরশন।
দুঃখে দীপ তুল্য জ্বল্যে করিল রোদন॥
যে সময় আসিবার সমাচার তার।
সেই স্থানে একেবারে হইল প্রচার॥
দীপের নিকটে এস্যে পতঙ্গ যেমন।
সেই রূপে তার কাছে এল্যো দাসী গণ॥

পরস্পর এ সংবাদ করিয়া শ্রবণ।
সকলে কুশলপ্রশ্ন করিল তখন॥
কেহ হল্যো এপ্রকার প্রফুল্ল হৃদয়।
পুষ্পের কলিকা যথা প্রফুল্লিত হয়॥
কেহ এসে দ্রুতবেগে প্রফুল্ল অন্তরে।
তাহার সহিত সুখে কোলাকুলি করে॥
বালাই লইল মুদ্রা ঘুরায়্যে মাথায়।
ক্রুটি স্পর্শ করাইয়া কেহ শুভ চায়॥
বাহির হইতে কেহ এস্যে সন্নিধানে।
ভবন হইতে কেহ এস্যে সেই স্থানে॥
এ দিক্ হইতে কেহ করে আগমন।
ও দিক্ হইতে তথা এস্যে কোন জন॥
কেহ বা সুধায় এস্যে সব বিবরণ।
কেহ বা আসিয়া করে তত্ত্ব নিরূপন॥
এমনি জনতা হল্যো চারিদিকে তার।
তাহাতে সে সসম্ভ্রমে করে নমস্কার॥
বলিল হে সখীগণ! বিনতি আমার।
কল্য সব বিবরণ করিব প্রচার॥
পথের যে পরিশ্রম অত্যন্ত দুষ্কর।
অদ্য আমি সেই জন্য রয়্যেছি কাতর॥

ক্রমেতে জনতা শূন্য হল্যো যে সময় ।
নজ্মুন্নেসা দেখ্যে চারিদিক্ ময় ॥
বলিল গো কি করিছ রাজার সন্ততি ! ।
কেন নাহি কর তুমি এ দিকেতে গতি ॥
চল গিয়ে শ্রান্তি দূর করি এক বার ।
শুন তবে বলি আমি কিছু সমাচার ॥
যখন নির্জ্জনে গেল বদ্রেমুনির ।
বলিল এনেছি আমি তব বেনজির ॥
বিস্ময়ে রাজার কন্যা বলিল তখন ।
সত্য কি বলিছ তুমি এ রূপ বচন ॥
অথবা আমাকে তুমি কর্য়ো পরিহাস ।
এরূপ আশ্বাস বাক্য করিছ প্রকাশ ॥
সে বলে প্রাণের দিব্য জানিবে আমার ।
অসত্যবাদিনী নই বলিতেছি সার ॥
অতিশয় সন্তোষের বার্ত্তা সমুদয় ।
হঠাৎ প্রকাশ করা উচিত না হয় ॥
রাজকন্যা বলে তাঁকে আনিলে কেমনে ।
সে বলিল এই রূপে এনেছি সে জনে ॥
এই বলে আদি অন্ত যত বিবরণ ।
ক্রমে ক্রমে সমুদায় করিল বর্ণন ॥

রাজকন্যা বলে তবে কোথা সে ভুজনে।
সে বলিল তরুতলে রেখ্যেছি গোপনে॥
মুক্ত কর্‍্যে আনিয়াছি তব প্রিয় জনে।
অন্য জনে আনিয়াছি প্রণয়-বন্ধনে॥
শুভক্ষণে হয়্যেছিল আমার গমন।
দিলাম মিলন কর্‍্যে এনে প্রিয়জন॥
কিন্তু এক অনুপায় হইল এখন।
পড়িলাম এ বিপদে তোমার কারণ॥
তোমার বঁধুকে আমি আনিগে হেথায়।
আর যাকে আনিয়াছি ফাকী দিই তায়॥
ইহা শুনে রাজকন্যা হেঁস্যে খল খল।
বলে হে নজ্‌মুন্‌নেসা! কেন কর ছল॥
তুমি এক জন বট চতুরা প্রবল।
কোথাও অমৃত তুমি কোথাও গরল॥
যাও আর চাতুরীতে নাই প্রয়োজন।
শীঘ্র গিয়ে তাঁহাদিগে কর আনয়ন॥
সে বলিল বান্ধবের বিনা অনুমতি।
কি রূপে পরীকে দেখা দিবে গো যুবতি!॥
বলিল রাজার কন্যা তিনি ক্ষিপ্ত নন।
এ কথায় তাঁহার কি হইবে না মন॥

তোমার ইহাতে যদি হৈতেছে সংশয়।
কাছেই আছেন তিনি দূর কিছু নয়॥
একথা তাঁহাকে তুমি সুধাও না তবে।
পরীর সম্মুখস্থিত হবে কি না হবে॥
ইহা শুনে মন্ত্রিকন্যা করিয়া গমন।
চুপে চুপে বেনজিরে ডাকিল তখন॥
পূর্ব্বাবধি বসিবার স্থান ছিল যথা।
গোপনে তাঁহাকে লয়ে্য বসাইল তথা॥
নজ্মুন্নেসা বলে অহে বেনজির!।
বল ত চলিয়া এসে বদ্রেমুনির॥
বেনজির বলিলেন একি হে কামিনি!।
ভ্রাতার নিকটে কোথা লুকায় ভগিনী॥
আমার জীবন ধনে পরীযুবা স্বামী।
তাঁহার কারণে দেখ বেঁচে আছি আমি॥
পেয়েছি জীবন আমি তাঁহার কৃপায়।
তাঁহার কৃপায় আমি এসেছি হেথায়॥
সর্ব্বদা তাঁহার সহ বন্ধুতা আমার।
তাঁহাকে গোপন আমি করিব কি আর॥

বেনজিরের সহিত বদ্রেমুনিরের মিলন এবং বদ্রেমুনিরের পিতাকে বিবাহ-বিষয়ক পত্র লিখন।

অহে সাকি! মদ্য এনে দাও দাও মুখে।
চন্দ্র সূর্য্যে সংমিলন হইতেছে সুখে॥
রাজকন্যা সেই কথা শুনে তার পরে।
চল্যে এল্যো সেই স্থানে সহর্ষ অন্তরে॥
লজ্জাবেশে প্রিয়-কাছে বসিল যখন।
পুনর্ব্বার প্রাণ যেন পাইল তখন॥
নয়নে নয়নে দুয়্যে হইলে মিলন।
মুক্তা তুল্য প্রেম অশ্রু হইল পতন॥
দুই নেত্রে অশ্রুপাত হয় যথোচিত।
উভয়ে উভয় শোকে হইল মোহিত॥
নাই সে পূর্ব্বের রূপ উভয়ে অসুখ।
কেঁদে কেঁদে পীত দেহ রক্তবর্ণ মুখ॥
হেমন্তে যেমন হয় পুষ্পের কানন।
রোগীতে রোগীতে যেন হইল মিলন॥
তখন উভয়ে হল্যো অপূর্ব্ব ঘটন।
কোন কালে হয় নাই মিলন তেমন॥

নজ্মুন্নেসা আর ফিরোজ্শাহ্ পরে।
লজ্জাভরে অধোমুখ হল্যো পরস্পরে॥
কাঁদিতে লাগিল পরে অতি দুঃখমনে।
আক্ষেপ করিল বহু সেরূপ দর্শনে॥
এক দিকে রাজপুত্র হয়্যে খেদ-মন।
রুমালে ঢাকিয়া মুখ করেন রোদন॥
সহজেই সকাতরা বদ্রেমুনির।
শ্বাস ত্যাগ করে শোকে হইয়া অস্থির॥
সে দিক্ হইতে মুখ করিয়া গোপন।
কেঁদে কেঁদে ভিজাইল সমস্ত বসন॥
ইতিমধ্যে আলাপনে শোকের বচন।
এরূপ কাঁদিল হিক্কা উঠিল তখন॥
বহু ক্ষণ কাঁদিলেন কর্য়ে অনুরাগ।
অশ্রুজলে ধৌত হল্যো বিরহের দাগ॥
শেষেতে নজ্মুন্নেসা বলিল তখন।
বদ্রেমুনির! শুন আমার বচন॥
আরো কি বিচ্ছেদ শোক প্রকাশিতে চাও।
অধিকেতে কায নাই তুমি ক্ষমা দাও॥
অল্প কি কেঁদেছে প্রিয় তোমার কারণে।
কেঁদে কেঁদে আর কেন ক্লেশ দাও মনে॥

হৈতে দাও দেহে কিছু শক্তির সঞ্চার।
কাঁদিবার শক্তি কোথা এখন ইহাঁর॥
এ মৃতকে আনিয়াছি ইহারি কারণে।
যদি শীঘ্র বেঁচে উঠে তোমার দর্শনে॥
করি নাই সেখানেতে ঔষধ ইহার।
ইহার চিকিৎসালয় প্রিয়ার আগার॥
ইহাকে প্রেমের ধ্যান হেথা আনিয়াছে।
মিলনের আশাতে এ বেঁচে মাত্র আছে॥
ইহাকে মিলনৌষধি খাওইয়া দাও।
কোন মতে তুমি এই মরাকে বাঁচাও॥
ক্ষন্ত হয়্যে সুখালাপ কর অতঃপর।
আর যেন না কাঁদান তোমাকে ঈশ্বর॥
মুখ ফুলাইয়া শোকে কাঁদ দুজনায়।
কাছে এস্যে এ প্রকার ভাল না দেখায়॥
উভয়ে হাসেন শুনে এরূপ বচন।
কাননে ফুটিয়া উঠে কুসুম যেমন॥
আরম্ভ হইল পরে হাস্য পরিহাস।
উথুল্যে উঠিল ক্রমে মনের উল্লাস॥
অর্দ্ধ রাত্রি গত হল্যে পাচকেরা সুখে।
রাখিল ভোজন দ্রব্য তাঁদের সম্মুখে॥

ভোজ্য দ্রব্য লয়্যে পরে মিলিয়া সকলে।
ভোজন করেন সুখে অতি কুতুহলে ॥
ভিন্ন হয়্যে পরস্পরে ভোজনের পরে।
শয়ন করেন গিয়া শয়নের ঘরে ॥
কষ্টভোগ কর্য্যেছেন যে জন যেমন।
এই সুখ ভোগে তাহা হইল স্বপন ॥
ভিন্ন ভিন্ন হয়্যে শুয়্যে সুন্দরী সুন্দর।
অদ্ভুত প্রণয়ালাপ হইল বিস্তর ॥
অতীত দুঃখের কথা করিয়া স্মরণ।
নয়নে রুমাল দিয়ে করেন রোদন ॥
কূপ মধ্যে হয়্যেছিল যে সকল ক্লেশ।
বলিলেন রাজপুত্র ক্রমে সবিশেষ ॥
অন্ধকারে কাঁদিয়াছি হইয়া অস্থির।
নিমগ্ন কর্য্যেছি কূপে আপন শরীর ॥
উপস্থিত না হইল ত্রাতা কোন জন।
ছট্‌ফট্ করে মন ঘণ্টার মতন ॥
সেই অন্ধকার ঘর হল্যো বাস ঘর।
সর্ব্বদা রহিল বুকে দারুণ প্রস্তর ॥
আমাকে আমার প্রেম মজাল্যে এমন।
কবরেতে রহিলাম থাকিতে জীবন ॥

ভূমি হৈতে বাহিরের প্রত্যাশা কোথায়।
নিরাশ করিল মন গ্রহ সমুদায়॥
জীবিত ছিলাম তথা হইয়া বিস্ময়।
তোমার বিরহে সদা জ্বল্যেছে হৃদয়॥
কবর হইতে পুন বাঁচায়্যে আমায়।
মিলায়্যে দিলেন পরে ঈশ্বর তোমায়॥
রাজকন্যা কেঁদে কেঁদে বলিল তখন।
এক রাত্রে দেখিয়াছি আমিও স্বপন॥
তোমাকে স্মরণ কর্য্যে আপনার চিতে।
এক রাত্রে শুইলাম কাঁদিতে কাঁদিতে॥
স্বপ্নে দেখিলাম এক প্রকাণ্ড প্রান্তর।
কূপ এক রহিয়াছে তাহার ভিতর॥
তাহা হৈতে এই শব্দ হৈতেছে বাহির।
এই দিকে এস তুমি বদ্‌রেমুনির!॥
তোমার সে বেনজির হইয়া কাতর।
কারাবদ্ধ রহিয়াছে ইহার ভিতর॥
চেষ্টা করিলাম আমি কথা কহিবার।
কিন্তু বলিবার শক্তি হল্যো না আমার॥
সেই দিকে চল্যে গেল আমার হৃদয়।
নিদ্রা ভঙ্গ হয়্যে গেল এমন সময়॥

তখন অধৈর্য্য আমি হৈলাম এমন।
বিদীর্ণ হইল যেন প্রাণ আর মন॥
সে দিন হইতে হল্যো দুর্দ্দশা বিশেষ।
লইয়া তোমার নাম ভুগিলাম ক্লেশ॥
কেহ দেয় নাই নাথ! সংবাদ তোমার।
তব দুঃখে মনে দুঃখ হৈত বার বার॥
সেখানে তোমার দুঃখ হইত যখন।
জানিতাম আমি তাহা অন্তরে তখন॥
বলি নাই মনোদুঃখ কারো সন্নিধান।
দিবা নিশি পুড়িতাম দীপের সমান॥
অতি কষ্টে করিয়াছি জীবন ধারণ।
জীবন জীবন নয় মৃতের মতন॥
দিবা রাত্রি এই চিন্তা করিতাম মনে।
পরমেশ মিলাবেন তোমাকে কেমনে॥
আমার এরূপ দশা কর্য্যে দরশন।
সে রূপে নজমুন্‌নেসা করিল গমন॥
তার পর জান তুমি সব বিবরণ।
দুজনে মিলন হল্যো-তাহারি কারণ॥
পরস্পরে মনোদুঃখ করিয়া বর্ণন।
একেবারে করিলেন উভয়ে রোদন॥

শয়ন হইয়াছিল বলিবারে ক্লেশ।
উভয়েই উঠিলেন বলা হল্যে শেষ॥
বিচ্ছেদের পরে হল্যে যুগল মিলন।
প্রেমালাপে কিসে হবে নিদ্রা আকর্ষণ॥
এদিকে নজ্‌মুন্‌নেসা আর সেই পরী।
কথায় কথায় শুয়্যে পোহায় সর্ব্বরী॥
কেবল প্রণয়ালাপে যামিনী যাপন।
দেখিতে দেখিতে হল্যো উষা আগমন॥
নিশাকর ঢাকা দিল আপনার মুখে।
শয়ন হইতে সূর্য্য উঠিলেন সুখে॥
মদ্যপান জন্য সূর্য্য উষার সময়।
রক্তমদ্য লয়্যে যেন হল্যেন উদয়॥
দিবাকে লইয়া সঙ্গে আসিয়া ভুবনে।
জাগাইতে লাগিলেন নিদ্রাগত জনে॥
হল্যে পর সকলের নেত্র-উন্মীলন।
নিশা গেল দিবসের হল্যো আগমন॥
ক্রমেতে উষার গ্রন্থি খুলে গেলে পর।
বাহিরে এল্যেন সবে প্রফুল্ল অন্তর॥
তাঁহারা উভয় দলে উঠে কুতূহলে।
একে একে স্নানাগারে গেলেন সকলে॥

নব বেশ রাজকন্যা করিল যতনে।
নূতন বসন্ত যেন হল্যো উপবনে॥
ছিল যে নজ্‌মুন্‌নেসা যোগিণীর বেশে।
ধূলা মলা সমুদয় ধৌত করে শেষে॥
স্নানান্তে বিচিত্র রূপে হইল উদয়।
খণি হৈতে হীরা যথা প্রকাশিত হয়॥
স্নানান্তে তাহার রূপ হল্যো শোভাকর।
মেঘান্তে প্রকাশ যেন দিবাকর-কর॥
আবার আগুণ তায় লাগাল্যে এমন।
পরিল লালার তুল্য লোহিত বসন॥
পোড়াতে আসক্ত জনে দেখাইতে রূপ।
পরিল লোহিত যোড়া অতি অপরূপ॥
তামামির সন্‌জাফ্ চারু সুশোভন।
ঝল্‌মল্ করিতেছে স্বর্ণের মতন॥
সেইরূপ অপরূপ সব পরিধান।
অতিশয় রক্তবর্ণ হয় অনুমান॥
রক্তবর্ণ কলেবর হইল তাহায়।
তাহাতে মুখের জ্যোতি অতি দীপ্তি পায়॥
হুতাশন হৈতে যেন স্ফুলিঙ্গ সকল।
বোধ হয় প্রকাশিত হয় অবিকল॥

মনোহর উচ্চতর হৃদয় তাহার।
যৌবন গর্ব্বেতে করে চরণ সঞ্চার ॥
কুর্তির চাক বুকে গলা পরিষ্কার।
কাঁচলি বন্ধন তার অতি চমৎকার ॥
লাল লাল পয়োধর তাহার ভিতরে।
রঙ ভরা কুম্‌কুমা যেন শোভা করে ॥
পয়োধর কাল দাগ বদনেতে ধরে।
রক্তবর্ণ মুখে যেন তিল শোভা করে ॥
শশী আর রবি যেন ঢাকিয়া বদন।
আরক্ত মেঘের মধ্যে হয়্যেছে গোপন ॥
কিম্‌খাবের জামা পদে অতি সুশোভন।
বাণারসী উত্তরীয় সূর্য্যের মতন ॥
বস্ত্রময় রত্ন সব চারু শোভা ধরে।
শিশিরের বিন্দু যেন পুষ্পের উপরে ॥
সোভাময় দুই ভুরু চিকুর চাঁচর।
সমুদায় অবয়ব অতি মনোহর ॥
খেজুরী বিনান চুল জরি তার পরে।
ধুঁয়ার পরেতে যেন স্ফুলিঙ্গ বিহরে ॥
এইরূপে সজ্জা করে্যে পরে রূপবতী।
ফিরোজ্‌শাহার কাছে এল্যো শীঘ্রগতি ॥

কোন কথা বলিল না করো্য লজ্জা ভয় ।
প্রাণের সহিত কিন্তু আসক্ত হৃদয় ॥
এরূপে সকলে বস্যে একত্রেতে তথা ।
প্রকাশ করেন সুখে মনোগত কথা ॥
সন্তোষে প্রফুল্ল হল্যো মন আর প্রাণ ।
একত্রে করেন সবে সুখে সিদ্ধি পান ॥
একত্রে ভোজন পানে আহ্লাদ বিশেষ ।
শোক চিন্তা সমুদায় হয়্যে গেল শেষ ॥
যদিও মিলনে হল্যো সন্তোষ হৃদয় ।
তথাপিও মনোমধ্যে বিরহের ভয় ॥
পরী আর বেনজির এরূপ বচন ।
মনে মনে বিবেচনা করেন তখন ॥
আর যেন নাহি হয় বিরহের দায় ।
করিতে হইবে কিছু ইহার উপায় ॥
পুন সেইরূপে হল্যে গুপ্ত অবস্থান ।
অবশ্য হইতে পারে দুঃখের নিদান ॥
আর কত দিন ইহা থাকিবে গোপন ।
প্রকাশ হইয়া থাকা উচিত এখন ॥
এত দুঃখ ভোগ করি সুখের কারণ ।
নতুবা এদুঃখ ভোগে কিবা প্রয়োজন ॥

ভাগ্যেতে যদ্যপি হল্যো এরূপ উল্লাস।
বিবাহ না করি কেন হইয়া প্রকাশ॥
ছোট বড় সকলেই জানেন আমায়।
শাহা বেনজির নাম বিখ্যাত ধরায়॥
উভয়ের এই যুক্তি হল্যে পর স্থির।
উভয়ে মিলিত হয়্যে হল্যেন বাহির॥
বদ্‌রেমুনির আর মন্ত্রির সম্মতি।
কোন এক ছল কর্য্যে তুষ্ট বুদ্ধিমতী॥
মাতৃ পিতৃ ঘরে গিয়ে থাকিল তখন।
বলিল যে তোমাদের দেখিব চরণ॥
এদিকে ফিরোজ্‌শাহা আর বেনজির।
অতিশয় হর্ষ যোগে হইয়া বাহির॥
কোন এক নগরেতে হইয়া প্রকাশ।
সৈনিক পুরুষ গণে রাখিলেন দাস॥
রাজ ব্যবহার দ্রব্য করিয়া সঙ্গতি।
সেখানে এল্যেন পুন অতি শীঘ্রগতি॥
তথাকার নরপতি বিখ্যাত ভূতলে।
মস্‌য়ুদ্‌শাহা যাঁকে সর্ব্ব জনে বলে॥
তাঁহাকে এরূপ পত্র লিখিলেন দ্রুত।
রাজার প্রধান তুমি জম্‌শেদের মত॥

সেকেন্দর তুল্য তুমি ফেরেহুঁর ন্যায় ।
সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ তোমার কৃপায় ॥
হাতেমের মত তুমি দানকার্য্যে রত ।
অতিশয় সাহসিক রোস্তমের মত ॥
কোন এক স্থান হৈতে এসেছি হেথায় ।
এখানে আমার ভাগ্য এনেছে আমায় ॥
কিঞ্চিৎ করুণা তুমি করিয়া প্রকাশ ।
আমাকে জামাতা কর্য্যে কর নিজ দাস ॥
রাজায় রাজায় হয় সম্পর্ক সঙ্গত ।
সংসারের রীতি ইহা আছেই নিয়ত ॥
সংসারে আমার নাম আছে সুপ্রচার ।
রাজার কুমার আমি রাজার কুমার ॥
এই রূপে ইতিবৃত্ত করিয়া বর্ণন ।
সৈন্য সম্পত্তির কথা করেন লিখন ॥
অনেক বিনয় নতি করিয়া বিশেষ ।
এরূপ কথাও এক লিখিলেন শেষ ॥
যেই জন কর্ম্ম করে শাস্ত্র বিপরীত ।
আপনি আপন শত্রু সে হয় নিশ্চিত ॥
ভাল চাও যদি তবে মান এ বচন ।
নতুবা জানিবে আমি এসেছি এখন ॥

মস্য়ুদ্‌শাহের কাছে গেলে এ লিখন।
পাঠ করে্য বুঝিলেন সব বিবরণ ॥
মর্ম্ম বুঝে মনে মনে করেন বিচার।
বহু সৈন্য বহু লোক যদি আছে তার ॥
বড় যুদ্ধ হবে তবে যুদ্ধ হল্যে পর।
কি রঙ্গ ঘটিবে তাহা জানেন ঈশ্বর ॥
সংসারের রীতি ইহা চির বিদ্যমান।
অবশ্য করিতে হয় কন্যা সম্প্রদান ॥
তখনি লেখেন লিপি ইহারি কারণে।
অল্পকে অধিক বল্যে জানে বিজ্ঞ জনে ॥
ঈশ্বরের মহিমার করিয়া বর্ণন।
মহম্মদের স্তব করিয়া লিখন ॥
তদন্তরে লিখিলেন এরূপ উত্তর।
তোমার পত্রের মর্ম্ম হইল গোচর ॥
শাস্ত্রমতে হইলাম আমি অনুপায়।
নতুবা আমার সাধ্য আছে সমুদায় ॥
যদি আমি করি নিজ মহিমা প্রচার।
গ্রাহ্য নাহি করি তবে রাজত্ব তোমার ॥
গৃহ হৈতে আসিয়াছ, শিশুর সমান।
ভাল মন্দ বিবেচনা কিছু নাই জ্ঞান ॥

এই ধন কারো কাছে সর্ব্বদা না রয়।
কাগজের নৌকা দেখ সর্ব্বদা না বয়॥
বিয়ে দেওয়া রীতি আছে কি করিব আর।
তা নহিলে দেখিতাম কি গর্ব্ব তোমার॥
মহম্মদের আজ্ঞা প্রামাণ্য আমার।
সেই জন্য কন্যা-দানে হৈলাম স্বীকার॥
তাঁর আজ্ঞা বিপরীত করে যেই জন।
নিস্তার না হয় তার স্বরূপ বচন॥
শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া ত্বরায়।
আজ্ঞা করিলাম আমি আসিবে হেথায়॥
এদিকে রাজার পত্র ভৃত্য লয়ে্য যায়।
হর্ষের সংবাদে ব্যাপ্ত দিক্ সমুদায়॥
পত্রে সমাচার শুনে রাজার তনয়।
হইলেন একবারে সন্তোষ হৃদয়॥
চিন্তা গেল চিত্তে হল্যো হর্ষ অনুরাগ।
সে দিন হইতে হল্যো কত রঙ্গরাগ॥
মনোদুঃখ দূরে গেল দেখিতে দেখিতে।
বিবাহের আয়োজন লাগিল হইতে॥
জ্যোতিষকে বয়োমান বলিয়া সত্বরে।
বিবাহের দিন স্থির করিলেন পরে॥

বেনজিরের সহিত বদ্‌রেমুনিরের বিবাহ এবং তাহার ঘটার বর্ণন।

রূপবান্ সাকি তুমি কোথা হে এখন।
হল্যো আজ্ বিবাহের লগ্ন নিরূপণ॥
সুস্বর গায়কগণে ডাক কুতূহলে।
নিজ নিজ সাজ লয়্যে আসুক সকলে॥
বিবাহের আয়োজন হউক এমন।
করিতে না হয় যেন আর আয়োজন॥
—ক্রমে সে হর্ষের দিন আসিল যখন।
রাজপুত্র করিলেন অশ্বে আরোহণ॥
আরূঢ় হইবামাত্র অশ্বের উপরে।
বাজিল বিয়ের বাদ্য সুমধুর স্বরে॥
কি রূপে তাহার ঘটা হইবে বর্ণিত।
যে হেতু তাহার শোভা বচন অতীত॥
সে সময় হল্যো তথা জনতা এমন।
দেখিতে আইল যত ছোট বড় জন॥
দ্রুত বেগে কেহ করে অশ্ব আনয়ন।
হস্তিকে বসায় কেহ করিয়া যতন॥
কেহ বা কাহাকে বলে এ দিকেতে আয়।
এ দিকে আমার রথ আন্‌রে ত্বরায়॥

কেহ বা কাহাকে ডেক্যে কাছে আপনার।
মেয়ানা না পেয়্যে তাকে করিল প্রহার॥
পাল্কি আরোহণে কেহ করিল গমন।
তার অগ্রে অগ্রে যায় পদাতিক গণ॥
অবশিষ্ট গাড়ি নাই কর্যে দরশন।
মেগ্যে যেচ্যে কারো কাছে বস্যে কোন জন॥
ঢাল আর করবালে চারু শব্দ হয়।
লাফাতে লাগিল যত আরোহীর হয়॥
নওবতে বাজে বাদ্য শব্দ অতুলন।
ধামসার বাদ্য যেন মেঘের গর্জ্জন॥
শানাইয়ের শব্দ হয় যুড়ায় জীবন।
শ্রবণের বাঞ্ছা হয় করিতে শ্রবণ॥
তামামীর তক্তরঁয়া কত শোভা পায়।
অসংখ্য নর্ত্তকী গণ নাচিতেছে তায়॥
তবলার বাদ্য আর গান মনোহর।
নর্ত্তকীরা গাইতেছে ভাল বটে বর॥
আরূঢ় হয়্যেছে বর অশ্বের উপর।
মুক্তার মুকুট শিরে শোভিছে সুন্দর॥
অতিশয় ধীরে ধীরে গতি করে হয়।
হোমার ময়ূরছল দুই দিক্ ময়॥

অগ্রেতে ফানুষ্ যত পান্নাময় সব।
তাহাতে মিনার কর্ম্ম অতি অসম্ভব॥
দুদিকে আলোর টাটি পথের উপরে।
আহ্লাদে পতঙ্গগণ নিজ রব করে॥
আলোকের ঘড়ীখানা স্থানে স্থানে রয়।
কাছে কাছে বাজারের কলরব হয়॥
কেহ পান বেচে কেহ বেচিছে খেলনা।
দালমোট বেচে কেহ কেহ বা সলনা॥
দ্রুতগতি এন্যে তথা দর্শক সকল।
প্রদীপে যেমন পড়ে পতঙ্গের দল॥
নওবতের শব্দ হয় বাদ্যের সহিত।
ডঙ্কার সহিত বাদ্য হৈতেছে গর্জ্জিত॥
দুই দিকে বরযাত্র চলে ঝাঁকে ঝাঁক।
হৈতেছে শানির শব্দ বাজিতেছে শাঁক॥
নানা বর্ণে ফুলছড়ি শোভিছে এমন।
দুইটি হস্তির ছবি দৈত্যের মতন॥
অভ্রের গুম্বজ্ আর ঝাড় মনোহর।
তৃণের অন্তরে যেন রয়্যেছে ভূধর॥
ঝাড়ের বাগান লয়্যে দুই দিকে যায়।
বৃক্ষ আর পদ্মফুল শোভা পায় তায়॥

কমল, মোমের বাতি আর দীপ যত।
উজ্জ্বল রূপেতে জ্বলে শোভা করে কত ॥
নুর্‌বাগ নামে এক আছে উপবন।
জ্বলিতেছে লালা ফুল তাহাতে এমন ॥
যেপর্য্যন্ত হল্যো তাহা দৃষ্টির গোচর।
বোধ হল্যো ফুল যেন শূন্যের উপর ॥
ভূমিচাঁপা উঠিতেছে ফুটিছে আনার।
পট্‌কা ফুটে তারা ছুটে শোভা চমৎকার ॥
গুপ্তমাণিকের আলো বার বার হয়।
এক এক বর্ণে তায় শোভার উদয় ॥
ধূঁয়া সব লুকাইল আলোর ভিতর।
যামিনীর অন্ধকার হইল অন্তর ॥
চারি দিকে মসালের ঝাড় দীপ্তিমান্।
আলোর পর্ব্বত যেন হয় অনুমান ॥
জরীর বসন পরো লোক সমুদায়।
এ দিকে ও দিকে ভ্রমে চপলার ন্যায় ॥
নিকটে কি দূরে সব আলোক প্রকাশ।
আলোকেতে পূর্ণ যেন ভূতল আকাশ ॥
যখন এল্যেন বর কন্যার ভবনে।
তখন যেরূপ শোভা বলিব কেমনে ॥

স্বর্গীয় সমীর যেন বহিছে তথায়।
স্থানে স্থানে গন্ধদ্রব্য চারু শোভা পায়॥
বাদ্‌লার তাম্বু যত রয়েছে লম্বিত।
তাহার সুন্দর জ্যোতি অতি মনোনীত॥
তামামীর শয্যা পাড়া অতি মনোহর।
উত্তম মস্‌লন্দ এক তাহার উপর॥
বেল্লোরের দীপদান ছিল বহুতর।
চারি চারি মোম্‌বাতি তাহার ভিতর॥
নানা প্রকারের ঝাড় নূতন নূতন।
চারি দিকে রহিয়াছে হইয়া শোভন॥
দর্শকের সমাগম হল্যো এ প্রকার।
আগে পিছে লোকারণ্য স্থান নাই আর॥
জরীর কাপড় পর্যে বস্যেছে সকলে।
সন্তোষের মদ্য-পান কর্যে কুতূহলে॥
বর এস্যে মস্‌লন্দে বস্যেন যখন।
নিকটে বসিল যত পারিষদ্‌গণ॥
হাব ভাবে দেখাইয়া বদন-মণ্ডল।
নাচিতে লাগিল যত নর্ত্তকী সকল॥
সে রাগের সে নাচের কি করি বর্ণন।
তেমন অপূর্ব্ব আর না আছে এখন॥

পরস্পরে নর্ত্তকীরা হইয়া মিলিত।
রাগালাপ করিতেছে অতি মনোনীত॥
তান্‌পুরা লয়্যে সবে মিলাইয়ে সুর।
ইমন্ রাগিণী গায় অতি সুমধুর॥
তাহাদের এক বালা উঠিয়া প্রথমে।
নিজ গুণ প্রকাশিত করে ক্রমে ক্রমে॥
উত্তরীয় বস্ত্রে তাল দেয় ক্ষণে ক্ষণে।
মধুর ঘুঙ্গুর কিবা বাজিছে চরণে॥
নেচ্যে নেচ্যে ভূমে পড়্যে উঠিতেছে তায়।
চপলা ভূতলে পড়্যে যেন উঠে যায়॥
কখন পর্‌মেলু নাচে শোভা হয় তায়।
ভূমির উপরে যেন বিদ্যুৎ খেলায়॥
কখন বা গৎশ্রী নাচ নাচিছে এমন।
আসক্তেরা তাহা দেখ্যে হারায় চেতন॥
এ দিকেতে সেই বালা প্রকাশিয়া বেশ।
এই রূপে তালে তালে নাচিছে বিশেষ॥
দলের প্রাচীনা বাই থাকিয়া অন্তরে।
ও দিকে বসিয়া সুখে বেশ ভূষা করে॥
পরে দাঁড়াইয়া করে তাম্রকূট-পান।
ওষ্ঠকে আরক্ত করে চিবাইয়া পান॥

অঙ্গুরীর দর্পণ সে ধরিয়া সম্মুখে।
নিজ মনোহর ছবি দেখে মনোসুখে॥
আস্তিন উল্‌টিয়া দিয়া পরিল যতনে।
কাঁচলি বাঁধিল পুন সুদৃঢ় বন্ধনে॥
চিকুর আঁচুড়ে করে ভুরু পরিষ্কার।
দামন্ ঝাড়িয়া হল্যো সুন্দর আকার॥
চাদর উল্‌টিয়া দিয়া মস্তক উপরে।
এরূপে প্রকাশ হল্যো সভার ভিতরে॥
কাণ ছুঁয়ে ঘুঙ্গুর সে লইয়া যতনে।
মস্তকেতে ধর্য্যে পরে পরিল চরণে॥
স্কন্ধেতে রাখিয়া হাত স্বদল সহিত।
চল্যে চল্যে নেচ্যে নেচ্যে করিল মোহিত॥
কেহ বা ফতেচাঁদের হাতের মতন।
সঙ করিয়াছে এক অতি সুশোভন॥
কেহ বা কর্য্যেছে সঙে সুন্দরী এমন।
লজ্জায় সে রহিয়াছে নামায়্যে বদন॥
কখন কখন নাচে কখন বা গায়।
কখন সন্তোষভাবে লাবণ্য দেখায়॥
সুস্বরে খেয়াল্ গায় অতি কুতূহলে।
বার বার নিজ গুণ দেখায় সকলে॥

বিবাহের সভা আর সংগীতের রঙ্গ।
মনের সন্তোষ আর প্রাণের তরঙ্গ॥
বাদ্‌লার হার আর পুষ্পের ভূষণ।
সারি সারি বস্যে আছে যত নারীগণ॥
পতিত পানের পাতা যথায় তথায়।
দেখিলে মনের দুঃখ দূর হয়্যে যায়॥
এ দিকেতে এইরূপে সভা শোভা পায়।
ও দিকে সোহাগ, ঘোড়ি অন্তঃপুরে গায়॥
বিবাহের বড় ধুম বাজে বাদ্য চয়।
সন্তোষে ললনা টোনা গায় মধুময়॥
বৈবাহিকা নারীগণ নেম্যে নেম্যে যায়।
উদ্যানে প্রফুল্ল ফুল যেন শোভাপায়॥
পরস্পরে হেঁস্যে হেঁস্যে মালা পরে গলে
পরস্পরে ফুলছড়ি মারে কুতূহলে॥
সুসজ্জিতা হয়্যে সবে লাবণ্য দেখায়।
যথারীতি সুখালাপ কথায় কথায়॥
খল্‌খল্ কর্যে হেঁস্যে দেয় করতালি।
মিষ্ট মিষ্ট নব নব দেয় গাল্লাগালি॥
ফলে কি বলিব আমি সাধ্য নাই আর।
আর না দেখিবে কেউ এরূপ ব্যাপার॥

বরযাত্রদিগকে মালা ও তাম্বুল বণ্টন করে, তাহার বর্ণন।

অত্যন্ত নেশায় আমি হয়েছি চঞ্চল।
শরবৎ দাও সাকি! মদের বদল॥
কাহারো উপরে যেন আসক্ত না হই।
তোমার গলেতে যেন হার হয়ে রই॥
—বিবাহের বাক্য পাঠ হইল যখন।
সে সময় মালা পান করিল বণ্টন॥
তদন্তে করিল সবে শরবৎ পান।
সকলের কাছে এন্যে দিল পানদান॥
বিবাহ হইলে পরে উঠিলেন বর।
ভৃত্যগণে লয়ে যায় পুরীর ভিতর॥
কন্যার নিকটে বর যান হৃষ্টমনে।
বুল্‌বুল যায় যথা পুষ্পের কাননে॥
গমনের কালে কত হল্যো কুতূহল।
লক্ষ লক্ষ ভুক্ করে রমণী সকল॥
বর কন্যা একত্রিত হল্যো যে সময়।
তখন দ্বিগুণ শোভা হইল উদয়॥
কন্যার বিবাহ ভুষা আর রক্ত-বাস।
মেহ্‌দির্ বাস তায় কুসুমের বাস॥

সোহাগ্ আতোর আছে রক্তবস্ত্র ময়।
উভয়ের হইয়াছে সৌভাগ্য উদয়॥
কোরান্ দেখায়্যে অগ্রে রাখিল দর্পণ।
করিল অঞ্চল দিয়ে শির আচ্ছাদন॥
এরূপ ছিল না মনে হইবে মিলন।
করিলেন পরমেশ এরূপ ঘটন॥
ঈশ্বরের সুমহিমা কি আশ্চর্য্য ময়।
দর্পণ তাঁদিগে দেখ্যে হইল বিস্ময়॥
বাড়িল বিয়ের শোভা জুলুয়া হল্যে পর।
দম্পতির মহোৎসব হইল বিস্তর॥
সব্রুজ্ আনিয়া কেহ বরকে পেশায়।
জেন্যে শুন্যে কোন জন গালি দিয়ে যায়॥
গালে কিছু দিয়ে য়ায় এস্যে কোন জন।
কন্যার পাদুকা কেহ করায় স্পর্শন॥
মিছ্রির খণ্ড ছিল কন্যার শরীরে।
তুল্যে লইলেন বর তাহা ধীরে ধীরে॥
এরূপে লইতে তাঁকে বলে নারী গণ।
ক্রমে তায় হল্যো তাঁর লোভযুক্ত মন॥
কন্যার সর্ব্বাঙ্গ তাঁর ছিল মনোনীত।
সর্ব্বত্র হইতে মিষ্ট তুলেন ত্বরিত॥

নয়ন হইতে মিষ্ট তুলেন এমন।
সুমিষ্ট বাদাম যথা খায় সর্ব্ব জন ॥
এক খণ্ড ছিল যাহা ওষ্ঠের উপরে।
মুখ দিয়ে তুলিলেন প্রফুল্ল অন্তরে ॥
হাঁ, হুঁ, কোন কিছু না বলে বচন।
মধ্যস্থল হৈতে পরে করেন গ্রহণ ॥
চরণ হইতে নিতে হল্যো অস্বীকার।
না, হুঁরের শব্দ তায় হল্যো বার বার ॥
মৌখিকে বিতণ্ডা এত আন্তরিক নয়।
যে হেতু তাহার পদে ছিলই হৃদয় ॥
বহুবিধ রঙ্গ রস বিচিত্র ঘটন।
অতিশয় সুমধুর কথোপকথন ॥
বিবাহের রীতি নীতি হল্যে সমাপন।
বিদায়ের আয়োজন হইল তখন ॥
প্রভাত হইলে হল্যো টোনার সময়।
বিদায়ী রোদন-ধ্বনি বিবিমতে হয় ॥
দাঁড়ায়্যে সকল লোক শোকাকুল মন।
পরস্পরে পরস্পরে করে বিলোকন ॥
এরূপ বচন সবে বলে পরিশেষ।
সংসার সকলি মিথ্যা ওহে পরমেশ !॥

কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যা হইল বিদায়।
জনক জননী কাঁদে কাঁদে সমুদায়॥
দান দ্রব্য সমুদায় হয় বহির্গত।
নেত্র হৈতে জল যথা পড়ে অবিরত॥
কন্যার বিদায় দেখ্যে ভাবে বিজ্ঞগণ।
এক দিন এইরূপে যাইবে জীবন॥
অধীর না হয় ধীর ছুঃখের সময়।
অসুখ হইতে করে সুখের সঞ্চয়॥
পরে বর ক্রোড়ে লয়্যে আপন জায়ায়।
মহাফার ভিতরেতে সত্বরে বসায়॥
বাহকে মহাফাঁ লয়্যে চলিল যখন।
ছুদিক্ হইতে মুদ্রা পড়ে অগণন॥
দাঁড়ায়্যে দাঁড়ায়্যে যারা করিল রোদন।
তাহারা করিল যেন মুক্তা বরিষণ॥
সেহ্‌রা ছুদিকে চিরে ধরিয়া ছুকরে।
বেনজির চাঁদমুখ দেখাইয়া পরে॥
আরোহণ করিলেন অশ্বের উপর।
প্রভাতে উদয় যেন হল্যো দিবাকর॥
দেখাইয়ে চলিলেন নিজের বিভব।
নওবৎ নিশান্ আদি সঙ্গে যায় সব॥

পশ্চাতে মহাক্কা মধ্যে বদ্‌রেমুনির।
আগে আগে অশ্বোপরে যান বেনজির ॥
আপন ভবনে ক্রমে হয়্যে উপস্থিত।
দারা লয়্যে অন্তঃপুরে গেলেন ত্বরিত ॥
এরূপে বিবাহ কর্য্যে প্রফুল্লিত মনে।
উভয়েতে উপস্থিত বিলাস-ভবনে ॥
পূর্ব্বাপর রীতি নীতি হল্যো যথোচিত।
প্রকাশ্যে এরূপ করা অবশ্য উচিত ॥
এ বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরীর বিবাহ।
চতুর্থ দিনের দিনে হইল নির্ব্বাহ ॥
নজ্‌মুন্‌নেসা ছিল সন্ততি মন্ত্রীর।
তাহার পিতার কাছে গিয়ে বেনজির ॥
সবিনয়ে বলিলেন শুন গুণধাম।
ভাই এক আছে মম ফিরোজ্‌শাহ্ নাম ॥
তোমার নিকটে আছে এই প্রয়োজন।
কন্যা দিয়ে তারে কর আপন নন্দন ॥
এইরূপে বল্যো কয়্যে করায়্যে স্বীকার।
আবদ্ধ করেন তাকে জালে আপনার ॥
ছিল যে ফিরোজ্‌শাহ্ পরীর কুমার।
তার সঙ্গে দেন বিয়ে নজ্‌মুন্‌নেসার ॥

সেই সমারোহে আর সেই সৈন্য জনে।
সে রূপ ঘটায় আর সেই আয়োজনে ॥
আপন বিবাহে ঘটা হয়্যেছিল যত।
রীতি নীতি সমুদায় হল্যো সেই মত ॥
অহোরাত্র সে বিবাহে হয়্যেছিল যাহা।
এ বিবাহে কিছু মাত্র ত্যজ্য নহে তাহা ॥
এরূপে বিবাহ তার কর্য্যে সমাপন।
করিলেন সমুদায় প্রতিজ্ঞা পালন ॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় কর্ম্ম হইল সফল।
সিদ্ধ হল্যো সকলের বাসনা সকল ॥
সঙ্গে সঙ্গে দুই বিয়ে হল্যো সমাপন।
ক্রমে ক্রমে চারি জনে হইল মিলন ॥
পুনর্ব্বার ভাগ্যফলে হল্যো শুভক্ষণ।
বিরহী বুল্‌বুল্ পুন পেল্যে উপবন ॥
ধন প্রাণ লয়্যে পরে হয়্যে হৃষ্ট মন।
নিজ নিজ দেশে সবে করিল গমন ॥
নজ্‌মুন্‌নেসা আর পরী তার পরে।
আদেশ গ্রহণ কর্য্যে তাঁহার গোচরে ॥
চন্দ্র আর সূর্য্য তুল্য চলিয়া গগণে।
পরেস্তানে গতি করে সন্তোষিত মনে ॥

স্বদেশ গমনে হয়্যে প্রফুল্ল হৃদয়।
এরূপ প্রতিজ্ঞা পরী করে সে সময়॥
যদিও ও দিকে তুমি গেলে মহাশয়।
ইহাতে কর্য়ো না তুমি বিরহের ভয়॥
যদিও এ দিকে হল্যো আমার গমন।
ইহাতে হৈও না তুমি দুঃখযুক্ত মন॥
এ চিন্তায় চিন্তা নাই জানিবে নিশ্চিত।
সর্ব্বদা করিব দেখা তোমার সহিত॥
এরূপে বুঝায়্যে করে ও দিকে গমন।
এ দিকে চলেন তিনি লয়্যে সৈন্যগণ॥

বেনজির বদ্‌রেমুনিরকে আপন বাটীতে লইয়া যান ও পিতৃ-মাতৃ-সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পুস্তক সম্পূর্ণ হয়, তাহার প্রসঙ্গ।

এক পাত্র মদ্য সাকি! দাও পরিশেষ।
সমাপ্ত হৈতেছে গল্প দেখ সবিশেষ॥
—স্বীয় নগরের কাছে গিয়ে বেনজির।
স্থাপিলেন তথা এক সুন্দর শিবির॥
প্রজাবর্গ সুসন্ধান লয়্যে ধীরে ধীরে।
স্বচক্ষে দেখিল সবে সেই বেনজিরে॥

নগরেতে জনরব হল্যো এ প্রকার।
অনুদ্দেশ রাজপুত্র এল্যেন আবার॥
জনক জননী কর্যে এ কথা শ্রবণ।
বিস্ময়ে হল্যেন তাঁরা আত্ম-বিস্মরণ॥
সম্পূর্ণ নিরাশ ছিল তাঁহাদের মনে।
হস্ত পদ কেঁপে উঠে এ কথা শ্রবণে॥
উভয়ে রোদন কর্যে বলেন তখন।
প্রত্যয় না হয় কিন্তু এরূপ বচন॥
আমার কপাল নয় সাপক্ষ এমন।
মিলাইয়ে দিবে পুন আমার নন্দন॥
আসিয়াছে কোন শত্রু লইতে নগর।
কি আর করিব আমি সহজে কাতর॥
শেষে কেহ প্রভু নাই এ ধনে আমার।
সেই লয়্যে যাক্ ইহা বিবাদ কি আর॥
সকলে বলিল পরে চল হে রাজন্!।
নিশ্চয় বটেন তিনি তোমারি নন্দন॥
বার বার পুত্র-নাম করিয়া শ্রবণ।
অনাবৃত পদে যান করিয়া রোদন॥
এ দিকেতে বেনজির এস্যেন যখন।
হঠাৎ পিতার প্রতি পড়িল নয়ন॥

চল্যে আসিছেন পিতা দেখেন যখন।
অমনি বিনতশিরে চলেন তখন॥
পিতার চরণে পড়্যে বলেন বচন।
দেখাল্যেন জগদীশ তোমার চরণ॥
সন্তানের রব হল্যে শ্রবণ-গোচর।
শ্বাস ত্যাগ কর্যে পিতা হল্যেন কাতর॥
চরণ হইতে তুলে লইয়া নন্দন।
বুকে রেখ্যে করিলেন বহু আলিঙ্গন॥
কেঁদে কেঁদে হন ক্ষণে অচেতন-প্রায়।
চক্ষুর সলিল যেন সৈন্য চল্যে যায়॥
এয়াকুবে ইয়ুসফে মিলেছিল যথা।
তাঁদের উভয়ে হল্যো সম্মিলন তথা॥
উভয়ে প্রফুল্ল পুষ্প হর্ষ অনুকূল।
তিনি যেন বুল্‌বুল্ ইনি যেন ফুল॥
ছোট বড় সকলের আনন্দ অপার।
মানীলোক, মন্ত্রীগণ, দেয় উপহার॥
সন্তোষের মদে মত্ত সকলের মন।
নগরের ভাব যেন হইল নূতন॥
অতিশয় ধূমে আর অতিশয় সাজে।
মনোহর ধ্বনিযোগে নওবৎ বাজে॥

বিরহে ব্যাকুল ছিল যেই উপবন।
তথায় গেলেন পরে নৃপতি-নন্দন॥
বনিতার যান তথা নামাইলে পর।
অতি যত্নে ধরিলেন প্রিয়সীর কর॥
আপনার প্রিয়সীকে লইয়া সহিত।
গৃহের ভিতরে গতি করেন ত্বরিত॥
ইতিমধ্যে সম্মুখেতে পড়িল নয়ন।
পথেতে দাঁড়ায়্যে মাতা দেখেন তখন॥
অশ্রুপাত হয় বহু যুগল নয়নে।
সকাতরে পড়িলেন মাতার চরণে॥
জননী, সন্তানে কর্যে গাঢ় আলিঙ্গন।
কেঁদে কেঁদে করিলেন অশ্রু বিসর্জ্জন॥
বধূ আর পুত্রে লয়্যে হৃদয় উপরে।
উভয়ের কর দিয়ে উভয়ের করে॥
প্রাণের সহিত লয়্যে তাঁদের বালাই।
মাথায় ঘুরায়্যে জল পান করে তাই॥
শোকের দুঃখের দাগ ছিল যত মনে।
সে সব বিরহ-দীপ নিভাল্যো মিলনে॥
পরস্পর সবে হল্যো অতি কুতূহল।
উদ্যানে সে পুষ্প পুন হাসে খলখল॥

অন্ধনেত্র, দৃষ্টি-শক্তি পাইল তখন।
প্রফুল্ল হইল পুন শুষ্ক উপবন॥
মা-বাপের ইচ্ছা ছিল দেখিতে বিবাহ।
পুনশ্চ পুত্রের বিয়ে করেন নির্ব্বাহ॥
বিবাহের ঘটা যদি লিখি সমুদয়।
তবে আর এই গল্প সাঙ্গ নাহি হয়॥
ভাগ্যে তাঁর যাহা ছিল হইল সকল।
মাতা-পিতা করিলেন বাসনা সফল॥
বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল সেই উপবন।
পুনর্ব্বার সেই স্থানে এল্যো সর্ব্বজন॥
অন্তঃপুর মধ্যে হল্যো আনন্দ অপার।
শুষ্ক পুষ্প লহ লহ করে পুনর্ব্বার॥
ঈশ্বরের কৃপা হল্যো নগরের প্রতি।
সেই রাজপুত্র আর সেই নরপতি॥
সেই সব প্রজা আর সেই আচরণ।
পুনর্ব্বার সুখভোগ পূর্ব্বের মতন॥
সেই বুল্‌বুল্‌ আর সেই উপবন।
ফুটিল কুসুম সব জুটে বন্ধুগণ॥
তাঁহাদের শুভদিন হল্যো যে প্রকার।
সেরূপে সুদিন হৌক তোমার আমার॥

ঈশ্বর! নবির মান রক্ষার কারণ।
কর তুমি সকলের বিচ্ছেদে মিলন॥
তাঁহারা সন্তোষ যুক্ত হল্যেন যেমন।
আমিও সেরূপ যেন হই হর্ষ-মন॥
আপনার দেশ মধ্যে প্রাপ্ত হয়্যে মান।
নির্ব্বিঘ্নেতে সুখে যেন করি অবস্থান॥
করুন নওয়াব আলি সুখে অধিষ্ঠান।
আস্‌ফদ্দওলা যাঁর খ্যাত অভিধান॥
সন্তোষিত হৌক তাঁর সরল অন্তর।
শুভ আশা দীপ যেন জ্বলে নিরন্তর॥
হসন্ আর হোসেনের পরম কৃপায়।
এ দাসের দিন যেন সুখ-ভোগে যায়॥
বিবেচক গণ দেখ করিয়া বিচার।
কবিতার নদী আমি কর্য়েছি প্রচার॥
এই গল্পে করিয়াছি আয়ু নিঃশেষিত।
মুক্তাময় পদ্য তাই হল্যো প্রকাশিত॥
যুবত্বে প্রবীন আমি হয়্যেছি যখন।
তবে এ অতুল্য পদ্য হয়্যেছে রচন॥
ইহা এক ফুলছড়ি মস্‌নবি নয়।
সুন্দর রচনা যুক্ত হার মুক্তা ময়॥

নূতন রচনা ইহা নূতন বচন।
মস্‌নবি নয় ইহা যাদুর বর্ণন॥
ইহাতে আমার নাম সংসারে থাকিবে।
এই গ্রন্থ্ বিশ্বমধ্যে বিখ্যাত হইবে॥
প্রত্যেক কথায় শ্রম করিয়াছে মন।
তবেত এমন পদ্য হয়েছে লিখন॥
বুঝে দেখ এ পদ্যের তুল্য আর নাই।
যত পুরস্কার দিবে অল্প হবে তাই॥
যে জন শুনিল ইহা বলিল এমন।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি হে মীর হসন্‌!॥
বিজ্ঞগণ এ পুস্তক করিয়ে শ্রবণ।
হইবেন তাঁরা সবে সন্তোষিত মন॥
তাঁহাদের মুখে হবে এ কথা প্রচার।
হয় নাই এ প্রকার হইবে না আর॥

সমাপ্ত।